বঙ্গীয়

প্রজা স্বত্ব বিষয়ক আইন

(১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সংশোধিত)

(সংক্ষিপ্ত ষ্টাম্প ও কোর্টফি আইন এবং মোহম্মদীয়
উত্তরাধিকার আইন সম্বলিত)

ময়মনসিংহ জজকোর্টের উকিল
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার, বি, এল
ও
শ্রীকৈলাসচন্দ্র আচার্য্য—সম্পাদিত

মডেল লাইব্রেরী, ঢাকা
মডেল লাইব্রের, ময়মনসিংহ

১৯২৯

~~কাগজের মলাট—এক টাকা~~
কাপড়ে বাঁধাই—~~পাঁচসিকা~~ ১।।

PUBLISHER —

K. C. Acherya,

Mymensingh

(Case Noted)

THE BENGAL TENANCY (Amendment) ACT (1928)

BY

W. C. Taluqder, M. A. B. L

Price ~~Rs~~ 2/8

বিলাত প্রত্যাগত ডাক্তার,

আর, কে, সেন, গুপ্ত আই, এম, ডি প্রণীত

ইনজেকসন্ চিকিৎসা

(যন্ত্রস্থ—শীঘ্রই বাহির হইবে)

PRINTED BY

Radha Ballav Basak,

At the Narayan Machine Press, Dacca.

ভূমিকা

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর বহু নজীর হইয়াছে। তথাপি ভূম্যধিকারী ও রায়তের সম্বন্ধ জটিল বৈ সরল হইতে পারিতেছেনা। রায়ত ও মালীকের মধ্যে যাহাতে কোন প্রকার বিরোধ না ঘটিতে পারে, যাহাতে প্রজার জমিতে প্রজার স্বত্ব স্বামিত্ব অধিকতররূপে বর্ত্তিতে পারে সেই হেতু গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন করিয়াছেন। এক্ষণে বাঙ্গালার কি জমিদার, তালুকদার, পত্তনিদার, আর কি জোতদার, কোর্ফা জোতদার, ভূমি-সংক্রান্ত সকল কার্য্যই এই সংশোধিত আইনের বিধান মত নিষ্পন্ন না হইলে তাহা আইন সিদ্ধ হইবেনা। তাই প্রজাস্বত্ব আইনের এই বইখানির অবতারণা।

বাঙ্গালায় আইনের বই রচনা করা মানে ইংরেজী বইর তর্জ্জমা করা। আইনের ইংরেজী ভাষার প্রায় প্রত্যেকটী কথার অর্থের সংজ্ঞা দেওয়া থাকে। তর্জ্জমায় তাহা থাকে না। সে জন্য আইনের বইতে ভাষার পারিপাট্যেরদিকে দৃষ্টিদিতে গেলেই আশঙ্কা হয় পাছে কোন স্থলে অর্থ বৈষম্য ঘটে। এ নিমিত্ত এ গ্রন্থের অনুবাদক ময়মনসিংহ বারের অন্যতম উকীল শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল, ও শ্রীযুক্ত মুণীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত বি, এল, মহাশয়দ্বয় এই দায়িত্ব পূর্ণ অনুবাদ কার্য্যে যাহাতে আইনের মর্ম্ম ব্যাহত না হয় তৎপ্রতি সমধিক দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। আর বইখানির অনুবাদের দায়িত্ব ব্যতীত উক্ত অনুবাদকদ্বয় সমুদায় আর্থিক সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া লইলেও পুস্তকপ্রণয়নের প্রশংসা তাঁহাদেরই প্রাপ্য রহিল।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চাকলাদার মহাশয়দ্বয়ের সাহায্য না পাইলে এত শীঘ্র এই পুস্তক অনুবাদ করা অসম্ভব হইত, এজন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

প্রকাশক

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

(১ ধারা) সংক্ষিপ্ত নাম (২ ধারা—পরিবর্ত্তিত) যে আইন রাহিত হইবে। (৩ ধারা—পরিবর্ত্তিত) সংজ্ঞা

দ্বিতীয় অধ্যায়

(৪ ধারা) প্রজার শ্রেণী বিভাগ। (৫ ধারা—পরিবর্ত্তিত) মধ্যস্বত্ব ও রায়ত শব্দের অর্থ—

তৃতীয় অধ্যায়

(৬ ধারা) খাজানা বৃদ্ধি ও মধ্য স্বত্যাধিকারী সম্বন্ধে বিধান। (৭ ধারা) মধ্যসত্বের খাজানা বৃদ্ধি। (৮ ধারা—নূতন) ক্রমশঃ খাজানা বৃদ্ধির আজ্ঞা। (৯ ধারা) খাজানা একবার বর্দ্ধিত হইলে ১৫ বৎসর বৃদ্ধি হইতে পারে না। (১০ ধারা) মধ্য স্বত্বের অন্যান্য কথা, কায়েমী মধ্য স্বত্বাধিকারীকে উচ্ছেদ করা যায় না। (১১ ধারা) কায়েম মোকররী মধ্য স্বত্ব হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার (১২ ধারা) স্বেচ্ছায় মধ্যস্বত্ব হস্তান্তর। (১৩ ধারা—সংশোধিত) করের ডিক্রী ব্যতীত অন্য ডিক্রীজারীতে নীলাম দ্বারা কায়েমী মধ্য স্বত্যের হস্তান্তর। (১৪ ধারা) উঠিয়া গেল। (১৫ ধারা—পরিবর্ত্তিত) কায়েম মোকররী স্বত্বের উত্তরাধিকার। (১৬ ধারা—পরিবর্ত্তিত) ওয়ারিশী সূত্রে প্রাপ্ত মধ্যস্বত্ব ও তাহার বিধান। (১৬ ক—নূতন) ষোল আনার ভূম্যধিকারীর বিষয়। (১৭ ধারা) কায়েমী মধ্য সত্বের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার।

চতুর্থ অধ্যায়

(১৮ ধারা) মোকররী হারের রাইয়তের বিষয়। (১৮ ক পরিবর্ত্তিত) মধ্যস্বত্ব ও জোত হস্তান্তরে ভূম্যাধিকারীর ফি। (১৮ খ) ভূম্যাধিকারী কর্ত্তৃক ফি গ্রহণ। (১৮ গ নূতন) ভূম্যধিকারীর ফি দাবী না করার জন্ত বাজেয়াপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

(১৯ ধারা নূতন) দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়ত। (২০ ধারা) স্থিতিবান রাইয়ত শব্দের অর্থ। (২১ ধারা) স্থিতিবান রাইয়তের দখলের স্বত্ব প্রাপ্তির বিষয়। (২২ ধারা—নূতন) মালীক দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার বিষয়। (২৩ ধারা—পরিবর্ত্তিত) ভূমির ব্যবহার সম্বন্ধে প্রজার স্বত্ব। (২৩ ক ধারা নূতন) দখলি স্বত্ব প্রাপ্ত রায়তের ভূমির ব্যবহার। (২৪ ধারা) রায়তের খাজানা দিবার বাধ্যতা। (২৫ ধারা) বিশেষ কারণ ব্যতীত উচ্ছেদ না হইবার বিষয়। (২৬ ধারা) মৃত্যুর পর দখলি স্বত্বের বিষয়। (২৬ ক ধারা—নূতন) ২৬ ক হইতে ২৬ ঞ: ধারা বর্ত্তিবার বিষয়। (২৬ খ ধারা নূতন) দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট জোতের হস্তান্তর। (২৬গ ধারা—নূতন) হস্তান্তর ও ভূম্যাধিকারীর প্রতি নোটীশ, নোটীশ জারী খরচ, হস্তান্তরের ফিস্ গ্রহণের বিষয়, ষোল আনার মালীকের হস্তান্তর, উইলে হস্তান্তর, হস্তান্তর দলিলে উল্লেখ করিবার বিষয়। (২৬ঘ ধারা—নূতন) :হস্তান্তর ফিস্ বা ভূম্যাধিকারীর নজর। (২৬ঙ ধারা নূতন) ডিক্রীজারীর নীলামে, অথবা রেহাণ বয় সিদ্ধ :নীলামের নিয়মাবলী। (২৬চ ধারা নূতন) হস্তান্তর ব্যাপারে মালীকের ক্রয় করিবার পূর্ব্ব: অধিকার। (২৬ছ— নূতন) দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়তের বন্ধক দিবার সীমা। (২৬জ—

নূতন) লাখেরাজ ভূমির হস্তান্তর। (২৬ঝ নূতন) হস্তান্তর কাহাকে বলে। (২৬ঞ নূতন) যে স্থলে ক্ষতী পূরণ সহ ভূম্যধিকারী হস্তান্তরের ফি পাইবেন। (২৭ ধারা) খাজানা বৃদ্ধির বিষয়। (২৮ ধারা) নগদ খাজানা বৃদ্ধির বিষয়। (২৯ ধারা) দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়তের নগদান খাজানার বৃদ্ধি। (৩০ ধারা—পরিবর্ত্তিত) মোকদ্দমার সাহায্যে খাজানা বৃদ্ধি। (৩১ ধারা) প্রচলিত হার মত খাজানা বৃদ্ধি। (৩১ক ধারা) প্রচলিত হার কাহাকে বলে (৩১খ ধারা) প্রচলিত হার বৃদ্ধি করিবার সময়। (৩২ ধারা) শস্যের দর বৃদ্ধি হেতু খাজানা বৃদ্ধি (৩৩ ধারা) ভূমির উৎকর্ষ সম্পাদন হেতু বৃদ্ধি। (৩৪ ধারা) স্রোতের গতি জনিত উৎকর্ষ ও খাজনা বৃদ্ধি। (৩৫ ধারা) মোকদ্দমা দ্বারা বৃদ্ধি উপযুক্ত ও ন্যায় সঙ্গত হওয়ার বিষয়। (৩৬ ধারা—নূতন) ক্রমশঃ খাজানা বৃদ্ধির আদেশের ক্ষমতা। (৩৭ ধারা—পরিবর্ত্তিত) ক্রমশঃ খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমা করিবার নির্দ্দেশ। (৩৮ ধারা—পরিবর্ত্তিত) খাজানা কমাইবার বিষয়। (৩৯ ধারা) খাদ্য শস্যের মূল্য তালিকা। (৪০ ও ৪০ক ধারা উঠিয়া গেল)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দখলী স্বত্ব হীন প্রজা।

(৪১ ধারা) যেখানে এই অধ্যায় খাটিবে। (৪২ ধারা) দখলী স্বত্ব হীন প্রজার খাজানা। (৪৩ ধারা) ঐ প্রকার খাজানা বৃদ্ধি। (৪৪ ধারা) ঐ প্রজার উচ্ছেদ। (৪৫ ধারা—উঠিয়া গেল) (৪৬ ধারা পরিবর্ত্তিত) বর্দ্ধিত খাজানা দিতে অস্বীকারে উচ্ছেদ। (৪৭ ধারা) দখল দেওয়ার অর্থ।

সপ্তম অধ্যায়

(৪৮ ধারা নূতন) কোর্ফা প্রজার খাজানা দিবার দায়িত্ব। (৪৮ক নূতন) কোর্ফার খাজানা বৃদ্ধি। (৪৮খ নূতন) চুক্তি অনুযায়ে বৃদ্ধি (৪৮গ ধারা নূতন) কোর্ফার উচ্ছেদ। (৪৮ঘ নূতন) মোকদ্দমা দ্বারা খাজানার বৃদ্ধি। (৪৮ঙ নূতন) কোর্ফার জমিতে পুনঃ দখল পাইবার বিষয়। (৪৮চ নূতন) কোর্ফা জোত হস্তান্তরের বিষয় (৪৮ছ—নূতন) কোর্ফার দখলি স্বত্ব। (৪৮জ ধারা নূতন) কোর্ফার জোতে ভূম্যধিকারীর নজর ন। (৪৯ ধারা) কোর্ফার জোত বন্ধক ও ওয়ারীশের বিষয়।

সপ্তম (ক) অধ্যায়

৪৯ক হইতে ৪৯ণ ধারা—অনার্য্যগণ কর্ত্তৃক ভূমির হস্তান্তর, হস্তান্তরের সীমা, চাষ, ইজারা, দলিল রেজেষ্ট্রি, উচ্ছেদ, বন্দোবস্ত, নীলাম বিক্রয় ইত্যাদি বিষয়।

অষ্টম অধ্যায়

খাজানার সাধারণ নিয়ম

(৫০ ধারা) খাজানার পরিমাণের নিয়ম (৫১ ধারা) খাজানার কৃষিবৎসর। (৫২ ধারা পরিবর্ত্তিত) ভূমির পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধির জন্য খাজানার পরিবর্ত্তন। (৫৩ ধারা) কিস্তিমতে খাজানা। (৫৪ ধারা) খাজানা আদায়ের সময় ও স্থান (৫৫ ধারা) খাজানা গ্রহণ (৫৬ ধারা পরিবর্ত্তিত) প্রজার দাখিলা পাইবার অধিকার (৫৭ ধারা পরিবর্ত্তিত)

বৎসরান্তে হিসাবের বিবরণ (৫৮ ধারা) দাখিলা ও হিসাবের বিবরণ না দিলে এবং দাখিলার মুড়িনা রাখিবার জন্য মালীকের দণ্ড। (৫৯ ধারা) গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দাখিলার ফারম বিক্রয়। (৬০ ধারা) দাখিলা কাহার দিবার ক্ষমতা। (৬১ ধারা) খাজানা আমানত। (৬২ ধারা) আদালতে দাখিলি খাজানার রসিদ। (৬৩ ধারা নূতন) আমানতী খাজানা ভূম্যাধিকারীর নিকট প্রেরণ। (৬৪ ধারা নূতন আমানতী টাকা দেওয়া বা ফিরাইয়া দেওয়া (৬৪ ক ধারা নূতন) খাজানার টাকার পোষ্টেল মানিঅর্ডার অথবা আমানতী টাকা গ্রহণ না করিলে দণ্ড। (৬৫ ধারা) কায়েমী, মধ্যে স্বত্ব, মোকররী হারে জোঁত বাকী খাজানা জন্য নীলাম। (৬৬ ধারা) বাকী খাজানার জন্য উচ্ছেদ। (৬৭ ধারা) বাকী খাজানার সুদ। (৬৮ ধারা পরিবর্ত্তিত) খাজানার ক্ষতীপূরণ। (৬৯, ৭০, ৭১ ধারা উঠিয়া গেল) (৭২ ধারা) হস্তান্তরিত ভূমির খাজানা। (৭৩ ধারা পরিবর্ত্তিত।) হস্তান্তরের পূর্ব্বের খাজানা। (৭৪ ধারা) আবওয়াব্। (৭৫ ধারা) খাজানা অতিরিক্ত লইবার দণ্ড। (৭৬ ধারা) ভূমির উন্নতির সংজ্ঞা। (৭৭ ধারা সংশোধিত) ভূমির উৎকর্ষের বিষয়। (৭৮ ধারা পরিবর্ত্তিত) উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে বিবাদের নিষ্পত্তি। (৭৯ ধারা) উঠিয়া গেল। (৮০ ধারা পরিবর্ত্তিত) উৎকর্ষ সাধন রেজেষ্টরী করণ। (৮১ ধারা) উৎকর্ষের প্রমাণ। (৮২ ধারা) উৎকর্ষের ক্ষতীপূরণ। (৮৩ ধারা পরিবর্ত্তিত) ক্ষতী-পূরণের পরিমাণ। (৮৪ ধারা) ইমারত ইত্যাদির জন্য ভূমি খাস করা। (৮৫ ধারা) উঠিয়া গেল। (৮৬ ধারা পরিবর্ত্তিত) ইস্তাফা ও পরিত্যাগ। (৮৬ ক ধারা) সিকস্থির জন্য খাজানা হ্রাস। (৮৭ ধারা) রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়তের ভূমি পরিত্যাগ। (৮৮ ধারা) সম্মতি বিনা প্রজা স্বত্বের বিভাগ ভূম্যাধিকারীর প্রতি বাধ্যকর নহে।

(৮৯ ধারা) ডিগ্রিজারী ব্যতীত উচ্ছেদ না হইবার বিষয়। (৯০ ধারা) ভূমি মাপ। (৯১ ধারা) প্রজার সীমা প্রদর্শন (৯২) মাপের আদর্শ। (৯৩ ধারা নূতন) কমন ম্যানেজার নিয়োগ জন্য আদেশ। (৯৪ ধারা) আদেশ অমান্যে কমন ম্যানেজার নিযুক্ত করা। (৯৫ ধারা) ঐ মেনেজার নমিনেট্‌। (৯৭ ধারা) কোর্টঅব্‌ ওয়াড্‌সের কার্য্যধ্যক্ষতা। (৯৮ ধারা) কার্য্যধ্যক্ষ সম্বন্ধে বিধান। (৯৯ ধারা) কার্য্যাধ্যক্ষ সম্বন্ধে ডিঃ জজ। (৯৯ ক ধারা) কমন্‌ এজেন্ট। (১০০ ধারা) বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।

দশম অধ্যায়

রেকর্ড অব্‌ রাইট্‌ বা স্বত্বের লিখন।

১০১, ১০২, ১০২ ক, ১০৩, ১০৩ ক ১০৩ খ, ১০৪,১০৪ ক, ১০৪ খ, ১০৪ গ, ১০৪ ঘ, ১০৪ ঙ, ১০৪ চ, ১০৪ ছ, ১০৪ জ, ১০৪ ঝ, ১০৫, ১০৫ ক, ১০৫খ, ১০৫ গ, ১০৬, ১০৭, ১০৮, (১০৮ ক উঠিয়া গিয়াছে) ১০৯, ১০৯ ক, ১০৯ খ, ১০৯ গ, ১১০, ১১১, ১১১ ক, ১১১ খ, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৫ ক, ১১৫ খ, ১১৫ গ, উপোরাক্ত ধারাগুলি রেকর্ড অব রাইট্‌ সম্বন্ধে যাবতীয় বিধান এবং খাজানা হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ের বিবিধ বিধান।

একাদশ অধ্যায়

(১১৬ ধারা সংশোধিত) খামার ভূমি সংরক্ষণ। (১১৭ ধারা) ভূস্বামীর খামার জমি জরীপ ও লিপি বদ্ধ করিবার আদেশ দিতে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা। (১১৮ ধারা) ভূস্বামী বা প্রজার প্রার্থনা মত

খামার জমি লিপিবদ্ধ করিতে রাজস্ব কর্ম্ম চারীর ক্ষমতা। (১১৯ ধারা) নিজ জমি লিপিবদ্ধ করিবার কার্য্যের প্রণালী। (১২০ ধারা পরিবর্ত্তিত) ভূস্বামীর নিজ বা খামার জমি নির্দ্ধারণ করিবার বিধি।

দ্বাদশ অধ্যায়।

১২১ ধারা হইতে ১৪২ ধারা পর্য্যন্ত ১৯২৮ সনে উঠিয়া গেল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

(১৪৩ ধারা) প্রজাস্বত্ব আইনে দেওয়ানী কার্য্য বিধির পরিবর্ত্তন। (১৪৪ ধারা সংশোধিত) এই আইন অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক কার্য্যে এলাকার বিষয়। (১৪৫ ধারা পরিবর্ত্তিত) নায়েব গোমস্তাদের স্বীকৃত আম মোক্তার হইবার বিষয়। (১৪৬ ধারা) মোকদ্দমা রেজেষ্টরী। (১৪৭ ধারা) পুনঃ পুনঃ খাজানার মোকদ্দমা। (১৪৭ ক ধারা) প্রজা ভূম্যধিকারীর মোকদ্দমার রফা। (১৪৭ খ ধারা) স্বত্বের লিখনের লিখিত বিষয়াদি প্রতি দেওয়ানী আদালতের দৃষ্টি। (১৪৮ ধারা) খাজানার মোকদ্দমার কার্য্য পদ্ধতি। (১৪৮ ক ধারা পরিবর্ত্তিত) অবশিষ্ট সরিক ভূম্যধিকারীকে পক্ষভূক্ত করিয়া খাজানার মোকদ্দমা। (১৪৯ ধারা পরিবর্ত্তিত) তৃতীয় ব্যক্তির দেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দাখিল করিবার বিষয়। (১৫০ ধারা পরিবর্ত্তিত) ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য স্বীকৃত টাকা দাখিল। (১৫১ ধারা) টাকার অংশ দাখিল। (১৫২ ধারা) আদালতের রসিদ। (১৫৩ ধারা সংশোধিত) খাজানার মোকদ্দমার আপিল। (১৫৩ ক ধারা) এক তরফা ডিক্রি রদের জন্য টাকা আমানত। (১৫৪ ধারা) খাজানা বৃদ্ধির ডিক্রি কার্য্যকরীর তারিখ। (১৫৫ ধারা) বাজিয়াপ্ত করণের বিরুদ্ধে

প্রতিকার। (১৫৬ ধারা) উচ্ছেদ হইলে শস্য ও প্রস্তুত ভূমির স্বত্ব। (১৫৭ ধারা) উচ্ছেদের বিকল্পে ন্যায্য খাজানা ধারণের ক্ষমতা। (১৫৮ ধারা) প্রজা সত্বের অনুষ্ঠান নির্দ্ধারণ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

(১৫৮ ক সংশোধিত) সার্টিফিকেট দ্বারা খাজানা আদায়। (১৫৮ কক ধারা) সার্টিফিকেটে টাকা আদায়ের বিষয়। (১৫৮ককক) সার্টিফিকেট জারীতে মধ্য স্বত্ব বা জোত হস্তান্তর।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

(১৫৯ ধারা সংশোধিত) দায় মুক্তকরা সম্বন্ধে ক্রেতার ক্ষমতা। (১৬০ ধারা সংশোধিত) সংরক্ষিত দায়। (১৬১ ধারা) "দায়" ও রেজেষ্টারী যুক্ত দায়ের" অর্থ। (১৬২ ধারা) মধ্য স্বত্ব বা জোত নীলামের দরখাস্ত। (১৬৩ ধারা) ক্রোক ও নীলাম এক সময়ে। (১৬৪ ধারা) দায় সম্বলিত জোত বা মধ্যস্বত্ব বিক্রয়ের ফল। (১৬৫ ধারা) দায় অসিদ্ধ করিবার মধ্যস্বত্ব বা জোত বিক্রয়। (১৬৬ ধারা) সমস্ত দায় অসিদ্ধির ক্ষমতায় নিলাম বিক্রয়। (১৬৭ ধারা সংশোধিত) দায় অসিদ্ধ করিবার প্রণালী। (১৬৮ ধারা) দায় সম্বলিত নিলাম ইত্যাদিতে গবর্ণমেণ্ট। (১৬৯ ধারা সংশোধিত) বিক্রয় লব্ধ টাকার হস্তান্তর বিধি। (১৭০ ধারা) ক্রোক মুক্তির বিষয়। (১৭১ ধারা নিলামের পরে স্বত্ব উদ্ধারের বিষয়। (১৭২ ধারা) অধঃস্তন প্রজার আদালতে টাকা দাখিলের বিষয়। (১৭৩ ধারা) ডিক্রিদার নিলাম ক্রয় করিতে পারেন, দায়িক পারেন না। (১৭৪ ধারা) নিলাম বদের

আবেদন। (১৭৪ ক ধারা) নিলাম চূড়ান্ত বা রদের বিষয়। (১৭৫ ধারা) "দায়" সৃষ্টিকারী দলিল। (১৭৬ ধারা) ভূম্যধিকারী প্রতি দায়ের নোটীশ।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

(১৭৮ ধারা) চুক্তিদ্বারা আইন বর্জ্জনে বাধা। (১৭৯ ধারা সংশোধিত) কায়েমী মোকররী পাট্টা। (১৮০ ধারা) উট্‌বন্দি, চর, দিয়ারা জমি। (১৮০ ক ধারা) উট্‌বন্দি ভূমির খাজানা। (১৮০ খ ধারা) উট্‌বন্দি ভূমির নগদ খাজানা না থাকা। (১৮০ গ ধারা) ঐ খাজানা অপরিবর্ত্তিত থাকিবার কাল। (১৮১ ধারা) চাকরাণ জমি সংরক্ষণ। (১৮২ ধারা) বাস্তভূমি। (১৮৩ ধারা) দেশাচার সংরক্ষণ।

ষোড়শ অধ্যায়।

(১৮৪ ধারা) আপিল ও আবেদনের ম্যাদ। (১৮৫ ধারা) মোকদ্দমার তমাদী আইন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

(১৮৬ ধারা সংশোধিত) বে-আইনী মতে ফসলে হস্তক্ষেপে দণ্ড। (১৮৬ ক ধারা) ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অস্বীকারে ক্ষতীপূরণ। (১৮৭ ধারা) কার্য্যকারকের ক্ষমতা। (১৮৮ ধারা) সরিক ভূম্যধিকারীর এক যোগে কার্য্য। (১৮৮ ক ধারা উঠিয়া গেল) (১৮৯ ধারা) কার্য্য প্রণালী, কর্ম্মচারীদের ক্ষমতা ও নোটীশ জারীর বিধান। (১৯০

ধারা) নিয়ম প্রকাশ ও মঞ্জুরের প্রণালী। (১৯১ ধারা) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হীন জেলার খাজানা ধার্য্য করণ। (১৯২ ধারা উঠিয়া গেল) (১৯৩ ধারা) গোচারণ, বনকর, জলকর, স্বত্ব। (১৯৪ ধারা) ভূম্যধিকারীর নিয়ম লঙ্ঘনে প্রজার অক্ষমতা। (১৯৫ ধারা) বিশেষ আইন সংরক্ষণ। (১৯৬ ধারা উঠিয়া গেল)

দাখিলার পাঠ।

ষ্টাম্প ও কোর্টফি আইন।

মহম্মদীয় উত্তরাধিকার আইন।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধিত) আইন, ১৯২৮

১৯২৮ সনের বাংলার ৬ষ্ঠ আইন।

১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের সংশোধিত আইন।

উপক্রমণিকা

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের আইনের সংশোধন আবশ্যক হওয়ায় উহা বর্ত্তমান আকারে লিপিবদ্ধ হইল :—

এই আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া এক্টের ৮০ক ধারার—৩য় উপধারানুসারে এই আইন পাশ করিবার জন্য গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের সম্মতি গৃহীত হইয়াছে। এই আইন নিম্নলিখিত রূপে লিপিবদ্ধ হইল :—

প্রথম অধ্যায়

১ম ধারা (১৯২৮ সালে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত)

(১) এই আইন ১৯২৮ সনের (সংশোধিত) বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন বলিয়া অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন আপন বলে সমগ্র বঙ্গদেশে প্রয়োজ্য হইবে।

নিম্নলিখিত স্থান সমূহে নহে এবং যে যে স্থানে প্রচলন :—

(i) কলিকাতা সহরে অর্থাৎ ১৯২৩ সনের কলিকাতা মিউনিসিপাল আইনের প্রথম সিডিউলস্থিত স্থান সমূহে নহে কিন্তু

যে স্থান ঐ আইনের ৩নং উপধারার অন্তর্গত ক্লজ (১) এর অন্তর্ভুক্ত সেখানে এই আইন প্রযুক্ত হইবে।

(ii) (ক) কলিকাতা সহরের সহিত যে স্থানগুলি উক্ত ১৯২৩ সনের মিউনিসিপ্যাল আইনের ৩ ধারায় ১ম উপধারা দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে অথবা উহার অংশ বিশেষ।

(খ) কলিকাতা সহরের সহিত যে পরিমাণ ভূমি অথবা মিউনিসিপ্যাল আইনের ৫৪৩ ধারার ৩য় উপধারা অনুসারে সংযোজিত হইয়াছে এবং যদি সেই ভূমি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঐ নিমিত্ত নির্দ্দেশিত হইয়া নোটিশ দেওয়া হইয়া থাকে।

(iii) কৃষিক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সমস্ত ভূমি যাহা ১৮৮৪ সনের বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল এক্টের নিয়মানুসারে মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভূক্ত অথবা তাহার অংশ বিশেষ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, যদি সেই ভূমি স্থানিয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঐ নিমিত্ত নির্দ্দেশিত হইয়া নোটিশ দেওয়া হইয়া থাকে এবং—

(iv) সমুদয় সিডিউল্‌ড্‌ ডিষ্ট্রীক্টগুলি যাহা ১৮৭৪ সনের সিডিউল্‌ড্‌ ডিষ্ট্রীক্ট এ্যাক্টের ৩য় অংশে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ইহাও নিয়ম বটে যে এই উপধারার ২য় এবং ৩য় ক্লজ অনুসারে কোন ও নোটিশ প্রযোজ্য হইবেনা যদি না, তাহা

(ক) প্রযোজ্য ভূমিতে নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে প্রকাশিত না হয়—এবং

(খ) বাংলার (লেজিছলেটিভ্‌ কাউন্সিল) ব্যবস্থা পরিষদ সেই নোটিশ বহির্গত হইবার জন্য অনুমোদন না করেন।

৩। (এই আইন আপন বলে বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুরের শাসনাধীন সমগ্র ভূমিতে প্রযোজ্য হইবে কিন্তু নিম্নলিখিত স্থান সমূহে নহে:—কলিকাতা সহর (অথবা যে কোন ও স্থান ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইনের দ্বারা মিউনিসি-প্যালিটি করা হয় এবং এতদর্থে বিজ্ঞাপনে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হয়, সেই স্থান বা উহার অংশ) উড়িষ্যাখণ্ড এবং তফসীলের লিখা প্রদেশ বিষয়ক (সিডিউল্‌ড্ ডিষ্ট্রীক্ট) ১৮৭৪ সালের আইনের প্রথম তফসীলের লিখা প্রদেশ সমূহ এবং স্থানিয় গবর্ণমেণ্ট সপারিষদ গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের পূর্ব্ব সম্পত্তি ক্রমে এবং স্থানীয় সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনের সমুদয় বা কোন অংশ উড়িষ্যাখণ্ডে বা তাহার কোন অংশে বর্ত্তাইতে পারিবেন। (বর্ত্তমান ১৯২৮ সনের সংশোধনের পূর্ব্বে এই প্রকার ছিল কিন্তু ইহা রহিত হইল)।

২য় ধারা। (১৯২৮ সালে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত)।

১নং তপসিলে বর্ণিত আইন—যে স্থানে এই বর্ত্তমান আইন প্রচলিত হইল, সেই সকল স্থানে আর প্রচলিত থাকিবে না।

২। কোন ও আইন ব দলিল যাহাতে পূর্ব্বোক্ত উদ্ধৃত আইন সম্বন্ধে উল্লেখ আছে এবং যাহা এতদ্বারা বাতিল করা হইল তাহা এই আইনের অথবা তদ্বিষয়ক এই আইনের অংশ বিশেষের উল্লেখ জ্ঞান করিয়া অর্থ করিতে হইবে।

৩। এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে কাহারও যে কোন স্বত্ব, অধিকার, বিষয় প্রকাশ বা বিদ্যমান না থাকে, এই আইন দ্বারা কোন ও আইন রহিত হইল বলিয়া সেই স্বত্ব প্রভৃতি পূনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে না।

৩য় ধারা। (১৯২৮ সালে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত)

সংজ্ঞা

বর্ত্তমান আইনে নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলি অন্য কোন ও অর্থে বা স্থান বিশেষে বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন না হইলে নিম্নোক্ত অর্থে প্রযোজ্য হইবে ঃ—

১। **এষ্টেট্ বা মহাল**—প্রচলিত আইন অনুযায়ী কোনও জেলার কালেক্টর সাহেব তদধীনস্থ জেলার রাজস্ব দেয় ভূমির ও লাখেরাজ ভূমির যে সাধারণ রেজেষ্টারী রাখেন সেই সেই রেজেষ্টারীর ১ নম্বরে অবস্থিত যে ভূমি লিখিত থাকে তাহাকেই "**এষ্টেট্ বা মহাল**" বলে, ইহার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের খাস মহাল এ কোন ও রেজেষ্টারীতে লেখা হয় নাই এরূপ লাখেরাজ ভূমি ও ধরা হইবে।

২। **মালিক বা জমিদার**—যে ব্যক্তি প্রতিভূ-স্বরূপে বা আপনার উপকারার্থে কোন মহাল কিংবা কোন মহালের আংশিক দখল করেন তাহাকে মালিক বা জমিদার বলে।

৩। **প্রজা**—যে ব্যক্তি অন্য কোন ও ব্যক্তির অধীনে ভূমি রাখে এবং উক্ত ভূমির জন্য খাজানা দিতে বাধ্য হয় কিংবা খাজানা না দেওয়ার কোন ও বিশেষ চুক্তি না থাকিলে উক্ত জমির জন্য খাজানা দিতে বাধ্য এমন ব্যক্তিকে প্রজা বলে।

ইহার উল্লেখ থাকে যে, যে ব্যক্তি "আধি", "বর্গা" ও "ভাগ" এই নিয়মানুসারে অন্য কোনও ব্যক্তির জমি বলিয়া চাষ করে যে তাহাকে উৎপন্ন শস্যের কোনও অংশ বিশেষ অথবা কোনও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শস্য যাহার জমি তাহাকে দিতে হইবে তাহা হইলে সে প্রজা বলিয়া অভিহিত হইবে না। (i) কিন্তু যদি ভূম্যধিকারী স্পষ্টরূপে স্বকৃত কোনও দলিলে তাহাকে প্রজা বলিয়া স্বীকার করেন অথবা তাহাদের স্বপক্ষে এরূপ দলিল দেন এবং তাহাকর্ত্তৃক উহা গৃহীত হয় তাহা হইলে, (ii) যদি দেওয়ানী আদালত তাহাকে প্রজা বলিয়া স্বীকার করেন।

৪। **ভূম্যধিকারী**—প্রজার প্রত্যক্ষ উপরিস্থ মালিক-কেই ভূম্যধিকারী বলে। ভূম্যধিকারী অর্থে গবর্ণমেণ্টকেও বুঝায়।

৫। **খাজানা**—প্রজার ভূমি দখল জন্য তাহার ভূম্যধি-কারীকে নগদ টাকা বা শস্য দ্বারা যাহা আইন মত দিতে হয় তাহাকেই "খাজানা" বলে।

কোন টাকা, প্রচলিত কোন আইনক্রমে খাজানার ন্যায় আদায় করা গেলে বর্ত্তমাম আইনের ৫৩ অবধি ৬৮ ধারায়, ৭২ অবধি ৭৫ ধারায় ২৪ অধ্যায়ে ও ৩য় সিডিউলে খাজানা শব্দে ঐ টাকা বুঝাইবে।

"দেওয়া", "দেয়" এবং "দেওন" ইত্যাদি—শব্দ খাজানা সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইলে "অর্পণ করা", "অর্পণ করিতে" ও "অর্পণ কারণ" ইত্যাদি বুঝাইবে।

"**মধ্যস্বত্ব**" শব্দে মধ্যস্বত্বাধীকারীর বা অধীন মধ্যস্বত্বাধীকারীর স্বার্থ বুঝায়। (কোন জোতদার বা তন্নিম্ন জোতদারের স্বত্ব।)

৮। যে স্বত্ব পুরুষানুক্রমিক এবং যাহা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য উপভোগ্য নহে তাহাকেই "**কায়েমী মধ্যস্বত্ব**" বলে।

কোন রায়ত বা অধীনস্থ রায়তের দখলে এক বা একাধিক কিত্তায় যে জমী থাকে তাহাকে **জোত** বলে।

"**গ্রাম**" অর্থাৎ যে ভূমি নিম্নোক্ত প্রকারে সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে জরিপ হইয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাকে গ্রাম বলে—

(ক) বাঙ্গলাদেশে ভূমির রাজস্ব সংক্রান্ত যে সাধারণ জরীপ হইয়াছে তাহাতে অথবা

(খ) গবর্ণমেণ্ট যে কোনও জরীপের বিষয় কলিকাতা গেজেট অথবা পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গেজেটে প্রকাশিত এই উপধারার—(ক্লজের) জন্য গ্রাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অথবা

যেখানে কোনও সরকারী জরীপ হয় নাই সেখানে যে পরিমাণ ভূমি কালেক্টর তাহাদের—, বোর্ড অব্ রেভেনিউর অনুমত্যনুসারে সাধারণ ভাবে অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা গ্রাম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন তাহা।

ইহা প্রকাশ থাকে যে যখন ১০১ ধারার বিধান মত কোনও স্থানের অথবা এষ্টেটের বা মধ্যস্বত্বের জরীপ করার ও উহার পর্চ্চা প্রস্তুত করিবার হুকুম পাশ হয়, তবে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দ্বারা এই প্রচার করিতে পারেন যে সেই স্থানে এষ্টেটে বা মধ্যস্বত্বে গ্রাম অর্থে সেই স্থান বুঝাইবে যাহা **রেভিনিউ অফিসার** (সেটেলমেণ্ট অফিসার) ১১৫ (ক) ধারানুসারে বোর্ড অব রেভেনিউর অনুমত্যনুসারে সেই জরীপ এবং পর্চ্চা প্রস্তুত নিমিত্ত এক একটি খণ্ডভূমি করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

১০। ১লা বৈশাখ হইতে যে বৎসর আরম্ভ হয় তাহাকে **কৃষিবৎসর** বলে। প্রকাশ থাকে যে ১৯২৮ সনের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধিত) আইনের পূর্ব্ব মূহুর্ত্ত পর্য্যন্ত যদি অন্য কোনও কৃষি বৎসর প্রচলিত থাকিয়া থাকে তবে তাহা তাহার পরের ১লা বৈশাখ পর্য্যন্ত মাত্র বলবৎ থাকিবে।

১৭৯৩ সন বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় তাহাকেই "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" বলে।

উত্তরাধিকার শব্দে উইলবিনা ও উইল মত উভয় প্রকার উত্তরাধিকারীকেই বুঝাইবে।

কোনও ব্যক্তি নিজের নাম লিখিতে না পারিলে কোন চিহ্ন দিলে "**স্বাক্ষরিত**" শব্দে ঐ "**চিহ্নকে**" বুঝাইবে। এই শব্দে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির নামের মোহরাঙ্কিত ও বুঝাইবে।

"নির্দ্দিষ্ট" শব্দে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে এই আইন অনুসারে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করে।

"কালেক্টর সাহেব" শব্দে কোন জিলার কালেক্টর কিংবা এই আইন মত কালেক্টর সাহেবের কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কোন কার্য্য-কারক বুঝাইবে।

এই আইনের কোন ও বিধানে **"রাজস্ব কর্ম্মচারী"** শব্দ গবর্ণমেণ্ট উক্ত শব্দে সেই কর্ম্মচারীকে বুঝাইবে যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত বিধান মত রাজস্ব কর্ম্মচারীর কোন ও ক্ষমতানু-সারে কোন কার্য্য করিবার জন্য যে কর্ম্মচারীকে নামোল্লেখে বা পদোল্লেখে নিযুক্ত করেন।

"রেজেষ্টারী করা" শব্দে দলীল রেজেষ্টারী করিবার যে কোন ও আইন তৎকালে প্রচলিত থাকে সেই আইন মত— রেজেষ্টারী করা বুঝাইবে।

"খাই খালাসী বন্ধক" (কম্‌প্লিট্‌ ইয়ুসুফ্রাক্টেয়ারী মর্টগেজ) কোনও টাকা বা কোনও ফসল ফেরৎ পাইবার জামীন স্বরূপে যখন কোনও জমী অন্যের হস্তে প্রদান করা হয় এবং যখন এ ঋণে ঐ জমীর উৎপন্ন শস্য হইতে বন্ধকের কাল মধ্যে আদায়ের সর্ত্ত থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রজার শ্রেণী বিভাগ

৪র্থ ধারা—এই আইন অনুযায়ী নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার প্রজা থাকিবে যথা :—

১। **মধ্যস্বত্বাধিকারী**, অধীন মধ্য স্বত্বাধিকারীরা ও ইহারাই অন্তর্গত।

২। **রাইয়ত** এবং

৩। **কোর্ফা রাইয়ত**—অর্থাৎ যে প্রজা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাইয়তের নিম্নে ভূমি ভোগ করে; আর নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীর রাইয়ত যথা :—

(ক) যাহারা মোকররী হারে ভূমি ভোগ করে। এতদ্দারা সেই রাইয়ত বুঝাইবে যাহারা চির কালের নিমিত্ত মোকররী খাজনা বা মোকররী হারে খাজনা দিয়া ভূমি ভোগ করে।

(খ) **দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়ত**—যে রাইয়তের ভূমিতে দখলীস্বত্ব আছে এবং

(গ) দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়ত—যে রাইতের ভোগকৃত ভূমি দখলীস্বত্ব নাই।

মধ্যস্বত্ব ও রায়তশব্দের অর্থ।

(১৯২৮ সনে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত)

৫ম ধারা। যে ব্যক্তি খাজানা আদায় করিবার বা প্রজা বিলি করিয়া ভূমি আবাদ করিবার মানসে ভূমি ভূস্বামীর বা অন্য কোনও মধ্যস্বত্বাধিকারীর নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাকেই মধ্যস্বত্বাধিকারী বলে এবং যাহারা ঐরূপ স্বত্ব পাইয়াছেন তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারগণকেও বুঝাইবে।

২। যে ব্যক্তি নিজে, বা নিজ পরিবারস্থ ব্যক্তি দ্বারা অথবা ভৃত্য বা মজুর দ্বারা অথবা অংশীদারদের সাহায্যে ভূমি চাষ করিবার জন্য ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন "রাইয়ত" শব্দে প্রধানতঃ সেই ব্যক্তিকেই বুঝাইবে; এবং যে প্রকার ব্যক্তি ঐ স্বত্ব প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীরা ও ঐ রায়ত বাচ্য হইবেন।

৩। কোন ব্যক্তি ভূস্বামীর বা মধ্য স্বত্বাধিকারীর অব্যবহিত অধীনে ভূমি ভোগ না করিলে তাহাকে রাইয়ত বলিয়া অভিহিত করা হইবে না।

৪। আদালত, কোনও প্রজা "মধ্যস্বত্বাধিকারী" কি "রাইয়ত" ইহা নির্ণয় করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন :—

(ক) দেশাচারের প্রতি এবং

(খ) প্রজাস্বত্ব যে অভিপ্রায়ে সর্ব্বপ্রথমে গৃহীত হইয়াছিল তৎপ্রতি—

৫। কোনও প্রজার ভোগাধীন ভূমি ১০০ বিঘার অধিক হইলে যে পর্য্যন্ত ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইয়াছে তাহাকে মধ্য-স্বত্বাধিকারী বলিয়া অনুমান করা হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

খাজানা বৃদ্ধির বিষয়। মধ্যস্বত্বাধিকারীদের সম্বন্ধে বিধান

৬ ধারা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যে মধ্যস্বত্ব ভোগ হইয়া আসিতেছে নিম্নলিখিত প্রমাণ ব্যতীত তাহার খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

(ক) যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ঐ ধধ্যস্বত্ব ভোগ করা যায় সেই ভূম্যধিকারী দেশাচারক্রমে অথবা যে নিয়মাধীনে ঐ স্বত্ব ভোগ করিতে দিয়াছেন তদনুসারে তাহার খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারেন অথবা—

(খ) যে মধ্যস্বত্বাধিকারীর জমির খাজানা ঐ জমির পরিমাণ কম হওয়া ভিন্ন অন্য কারণে হ্রাস হইয়াছে, সে ঐ কারণে বর্দ্ধিত হারে খাজানা দিতে বাধ্য থাকিবে, যদি ঐ জমি বর্দ্ধিত হারে খাজানা প্রদানের উপযুক্ত ভূমি বলিয়া গণ্য হয়।

মধ্যস্বত্বের খাজানা বৃদ্ধির সীমা

৭ম ধারা। ১। যে স্থলে কোনও মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে সেই স্থলে যদি তাহাদের মধ্যে কোনও চুক্তিপত্র থাকে তবে তাহা মানিয়া লইয়া সেই পরিমাণ খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, যে পরিমাণ খাজানা অনুরূপ নিকটস্থ মধ্যস্বত্বাধিকারী দেশাচার মতে দিয়া থাকেন।

২। যে স্থলে তদ্রূপ দেশাচারমত হার নাই সে স্থলে উক্ত রূপ চুক্তি মানিয়া লইয়া আদালত যাহা ন্যায্য ও উপযুক্ত জ্ঞান করেন সেই সীমা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

৩। উপযুক্ততা এবং ন্যায্য বিবেচনা করিতে আদালত, মধ্যস্বত্বাধিকারীর মোট কত খাজানা পাওনা হয় এবং তাহা হইতে আদায়ের খরচ বাদ দিয়া যাহা থাকে তাহা হইতে তাহাকে শতকরা দশ ভাগের কম লভ্য দিবেন না এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(ক) যে অবস্থায় মধ্যস্বত্বের সৃষ্টি হয় যথা—মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত ভূমি অথবা তাহার অধিকাংশ, উক্ত স্বত্বাধিকারীর বা তাহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীদিগের দ্বারা বা তাহাদের ব্যয়ে প্রথমে আবাদ করা হয় কি না এবং মধ্যস্বত্ব সৃষ্টিকালে কোনও পণ বা সেলামী দেওয়া হইয়াছিল কিনা এবং জমি আবাদ করাইয়া লইবার জন্য বিশেষরূপে অল্প খাজানায় ঐ মধ্যস্বত্বের সৃজন হইয়াছিল কি না। এবং—

(খ) মধ্যস্বত্বাধিকারীরা অথবা তাঁহাদের স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীরা কোনও প্রকার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন কি না।

(৪) মধ্যস্বত্বাধিকারী তদীয় মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত কোনও স্থান স্বয়ং দখল করিলে অথবা ঐ ভূমির কোনও অংশ বিনা খাজানায় অথবা সামান্য খাজানায় কাহাকেও উপকারার্থে দান করিলে, ঐ অংশের জন্য উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা হিসাব করিয়া পূর্ব্বোক্ত মোট খাজানার মধ্যে ধরিতে হইবে।

ক্রমশঃ খাজানা বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা

৮ম ধারা। (পূর্ব্ব ৮ ধারার পরিবর্ত্তে নূতন ধারা)

আদালত যদি বিবেচনা করেন যে একবারে খাজানা বৃদ্ধি করিলে কষ্টকর হইবে তাহা হইলে তাহা ক্রমশঃ দশ বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে আদালতের নির্দ্দেশানুযায়ী সময় ও কিস্তি মতে বর্দ্ধিত হইবে।

খাজানা একবার বর্দ্ধিত হইলে ১৫ বৎসর বৃদ্ধি হইতে পারে না

৯ম ধারা। কোনও মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাজানা আদালত দ্বারা কিংবা চুক্তিক্রমে বর্দ্ধিত করা হইলে আদালত উক্ত খাজানা বৃদ্ধির তারিখ হইতে পরবর্ত্তী পনর বৎসর মধ্যে আর ঐ খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না; এবং ৮ম ধারানুসারে আদালতকর্ত্তৃক

যদি ক্রমশঃ খাজানা বৃদ্ধির আদেশ দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ আদেশ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সমস্ত খাজানা ঐ আদেশের তারিখ হইতে বলবৎ বলিয়া গণ্য হইবে।

মধ্যস্বত্বের অন্যান্য কথা। কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারীকে উচ্ছেদ করা যায় না।

১০ম ধারা। কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী তাহার ও তাহার ভূম্যধিকারীর সহিত চুক্তিপত্রদ্বারা আবদ্ধ নিয়ম ভঙ্গ করা ব্যতীত উচ্ছেদ হইবে না। ইহাও প্রকাশ থাকে যে এইরূপ চুক্তিপত্র এই আইন পাশ হইবার পরে হইলে তাহাও এই আইনের বিধান অনুযায়ী হওয়া চাই।

কায়েম মোকররী মধ্যস্বত্ব হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার।

১১শ ধারা। প্রত্যেক কায়েমী মধ্যস্বত্ব এই আইনের নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির মত হস্তান্তরিত ও দানাদিযোগ্য হইবে।

১২শ ধারা। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মধ্যস্বত্ব হস্তান্তর।

১। দান, বিক্রয় অথবা রেহানদ্বারা কোন মধ্যস্বত্ব হস্তান্তর করিতে হইলে (যদি তাহা কোনও ডিক্রিজারীক্রমে নীলাম বা **পত্তনী** তালুকের নিয়মাধীন সরাসরি বিক্রয় না হয়) তাহা কেবল মাত্র রেজেষ্টারীকৃত দলিল দ্বারাই সম্পাদিত হইবে।

২। কোনও রেজিষ্ট্রেসন কর্ম্মচারী, মধ্যস্বত্বাধিকারীর ষোল আনা ভূম্যধিকারীর পক্ষ ব্যতীত অন্য লোকের পক্ষে এইরূপ মধ্যস্বত্বের দান, বিক্রয় বা খাই খালাসী বন্ধকী কৃত কোনও দলিল রেজেষ্টারী করিবেন না যাবৎ তাঁহার নিকট দলিলাদি রেজেষ্টারী করিবার আইনানুযায়ী ফিস ব্যতীত নিম্নলিখিত মতে তলবানা বা প্রসেস ফি (অতঃপর জমিদারের ফিস বলিয়া অভিহিত) দাখিল না করিয়াছেন। যথা ঃ—

(ক) মধ্যস্বত্ব সম্পর্কে কোনও খাজানা দিতে হইলে উক্ত মধ্যস্বত্বের বার্ষিক খাজানার উপর শতকরা ২৲ টাকা হারে ফী দিতে হইবে। প্রকাশ থাকে যে ঐরূপ ফি এক টাকার ন্যূন এবং একশত টাকার অথিক হইবে না।

(খ) যে মধ্যস্বত্ব সম্পর্কে কোনও খাজানা দিতে হয় না তাহার বেলায় ২৲ তুই টাকা মাত্র ঐরূপ ফি দিতে হইবে এবং তৎসঙ্গে ভূম্যধিকারীর নিকট তাঁহার ফি প্রেরণ করিবার নিমিত্ত নির্দ্ধারিত খরচাও দাখিল করিতে হইবে।

৩। যখন ঐরূপ কোনও দলিলের রেজেষ্টারী কার্য্য সম্পন্ন হয় তখন রেজেষ্টারী কর্ত্তৃপক্ষ কালেক্টর সাহেবের নিকট ভূম্যধিকারীর ফী, তাহা পাঠানের খরচ, নির্দ্দিস্ট ফারমে হস্তান্তরের ও রেজেষ্টারী নোটিশ পাঠাইবেন এবং কালেক্টর সাহেবও ঐ ফী ভূম্যধিকারীর নিকট পাঠাইবেন এবং উক্ত নোটিশ নির্দ্দিস্ট ফারমে ভূম্যধিকারীর উপর বা তাঁহার কর্ম্মচারীর উপর জারী করাইবেন।

৪। এই ধারানুসারে অথবা ১২ ও ১৫ ধারানুসারে জমীদারের ফিস এবং তাহা পাঠানের নির্দ্দিষ্ট খরচাদি অবস্থানুসারে রেজেষ্টারী কর্ম্মচারীর নিকট অথবা আদালতে কিংবা কালেক্টর সাহেবের নিকট নির্দ্দিষ্ট উপায়ে দাখিল করিতে হইবে।

করের ডিক্রী ব্যতীত অন্য ডিক্রীজারী অনুসারে নীলাম দ্বারা কায়েমী মধ্যস্বত্বের হস্তান্তরের বিষয়।

১৩ ধারা (সংশোধিত) ১। কোন কায়েমী মধ্যস্বত্ব উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রী ভিন্ন, অন্য ডিক্রীজারী ক্রমে নীলাম করা গেলে অথবা ঐরূপ মধ্যস্বত্ব খাইখালাসী বন্ধক ব্যতীত অন্য বন্ধক দিলে এবং সেই বন্ধক উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত হইলে, আদালত দেওয়ানী কার্য্যবিধির ৩১২ ধারা মতে উক্ত নীলাম মঞ্জুর করিবার পূর্ব্বে কিংবা বন্ধক উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করিবার চূড়ান্ত আজ্ঞা দেওয়ার পূর্ব্বে ক্রেতাকে বা বন্ধক গ্রহীতাকে আদালতে উক্ত ১২ ধারানুসারে ভূম্যধিকারীর ফি এবং ভূম্যধিকারীর নিকট তাহা পাঠানের নির্দ্দিষ্ট খরচাদি অথবা যদি বিক্রয়ের এবং বন্ধক উদ্ধারের স্বত্ব রহিত করিবার জন্য আরও কোন নোটিশ জারী করিতে হয় তাহা হইলে তাহার খরচ ও দাখিল করিতে হইবে।

২। নীলাম মঞ্জুর করা হইলে অথবা উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করণার্থে চূড়ান্ত ডিক্রীর আজ্ঞা করা হইলে আদালতে

কালেক্টর সাহেবের নিকট ভূম্যধিকারীর ফি, তাহা পাঠানর খরচ পাঠাইবেন এবং বিক্রয়ের নির্দ্দিষ্ট নোটিশ ও স্বত্ব রহিত করিবার চূড়ান্ত আদেশ পাঠাইবেন। কালেক্টর সাহেব তাহা ভুম্যধিকারী কিংবা তাহার কর্ম্মচারীর নিকট নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পাঠাইবেন।

১৪ ধারা। উঠিয়া গেল

কায়েম মোকরারী মধ্য স্বত্বের উত্তরাধিকারের বিষয়।

১৫ ধারা (পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত)। কোনও মধ্যস্বত্বের ওয়ারিশীসূত্রে কেহ স্বত্ববান্ হইলে, উক্ত ওয়ারিশদার উক্ত ওয়ারিশীর বিষয় নির্দ্দিষ্ট ফারমে কালেক্টর সাহেবের নিকট বিজ্ঞাপিত করিবেন এবং তৎসঙ্গে তাঁহার নিকট ভূম্যধিকারীর ফি ও নোটিশ-খরচ এবং উহা পাঠানর খরচা জমা দিবেন। কালেক্টর সাহেব তাহা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে জমীদারের উপর জারী করাইবেন ;

প্রকাশ থাকে যে—যেস্থলে উক্ত ওয়ারিশদারের ইচ্ছানুক্রমে ওয়ারিশীর ছয় মাস মধ্যে জমীদার সেরেস্তায় খাজানার খাতায় তাহার নাম লেখা হইয়া থাকিলে এই ধারানুসারে তাহাকে আর নোটিশ দিতে হইবে না।

১৬ ধারা। (পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত) ওয়ারিশীসূত্রে প্রাপ্ত কোন ও মধ্যস্বত্বাধিকারী, যাবৎ পূর্ব্বোক্ত ১৫ ধারানুযায়ী তাহার উপর নিয়োজিত কার্য্যাদি সম্পাদন না করিয়াছেন তাবৎ মোকদ্দমা দ্বারা বা অন্য কোনও প্রকারে ভূম্যধিকারীস্বরূপে কোনও খাজানাদি পাইবেন না।

---

১৬ (ক) নূতন ধারা। ১৩, ১৫, ও ১৬ ধারায় ব্যবহৃত "ওয়ারিশীসূত্রে প্রাপ্ত", "হস্তান্তরিত জমির গ্রহীতা", "ক্রেতা", বা "রেহানদার" এবং "যে ব্যক্তি ওয়ারিশীসূত্রে মধ্য-স্বত্বাধিকারী হয়" প্রভৃতি শব্দে যোল আনার ভূম্যধিকারীকেও বুঝাইবে।

কায়েমী মধ্যস্বত্বের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকারের কথা।

১৭ ধারা। ৮৮ ধারার বিধানানুসারে, উক্ত ১২ হইতে ১৬ (ক) ধারা কোন কায়েমী মধ্যস্বত্বের হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার সম্বন্ধে খাটিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

মোকররী হারের রাইয়ত। মোকররী হারে ভূমি ভোগ করিবার বিষয়।

১৮ ধারা। ১। যে রাইয়ত চিরকালের নিমিত্ত মোকররী হারে খাজানা দেন—

(ক) তাহার, কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারীর নিয়মাধীনের ন্যায় আপন জোতের হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার সম্বন্ধেও ঐ ঐ নিয়মানুবর্ত্তী হইতে হইবে।

(খ) এবং তিনি যাবৎ এই আইনানুসারে কৃত ভূম্যধিকারীর সহিত আবদ্ধ চুক্তিপত্রের নিয়ম ভঙ্গ না করিয়াছেন তাবৎ তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

(গ) ২০ ধারার নিয়মগুলি পালন করিলে সে "স্থিতিবান্" রাইয়ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) এবং তিনি (i) বৃক্ষাদি রোপণ ii) ফল, মূল এবং অন্যান্য শস্যাদি উপভোগ করিতে এবং বৃক্ষ (iii) কর্ত্তন ও (iv) কাষ্ঠরূপে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

২। ২৩ (ক) ধারা হইতে ৩৮ ধারা পর্য্যন্ত যে বিধি আছে তাহা মোকররী রাইয়তের বেলায় খাটিবে না, এমন কি যদি সে "স্থিতিবান্ রাইয়ত" বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে তবুও নহে।

চতুর্থ (ক) অধ্যায়

মধ্যস্বত্ব ও জোতের হস্তান্তর এবং ভূম্যধিকারীর ফীর নিয়মসমূহ

১৮ (ক) ধারা। (পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত) ভারতীয় এভিডেন্স্ এ্যাক্টের ১৩ ধারায় যাহাই উক্ত হউক না কেন, হস্তান্তরের কোনও দলিলে ভূম্যধিকারী যদি কোন পক্ষ না হয়েন তাহা হইলে ঐ দলিলে উক্ত দায়িত্ব সম্বন্ধে, খাজানার পরিমাণের স্থিরত্ব সম্বন্ধে, পরিমাণ বা হস্তান্তর যোগ্যতা সম্বন্ধে অথবা ঐ জোত বা মধ্যস্বত্ব সম্বন্ধীয় যে কোনও বিষয় ঐ দলিলে লিখিত হইয়াছে তাহা ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণিত হইবে না।

ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক ফী গ্রহণ

১৮ (খ) ধারা। তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়স্থিত কোনও মধ্যস্বত্ব বা জোতের দেয় ভূম্যধিকারীর ফি ভূধ্যধিকারী গ্রহণ করিলে তদ্দারা ইহা স্বীকৃত হইবে না যে—

(ক) ইহার চিরস্থায়ীস্বত্ব আছে, অথবা খাজানার স্থিরত্ব, পরিমাণ বা হস্তান্তর যোগ্যতা আছে কিংবা অন্য কোনও দলিলোক্ত বিষয় স্বীকৃত—অথবা

(খ) তদ্দারা ৮৮ ধারানুযায়ী ঐ মধ্যস্বত্ব বা জোতের বিভাগ করণ সম্বন্ধে অথবা উহার সম্বন্ধে দেয় খাজানার বণ্টন সম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে সম্মতি বুঝাইবে না।

ভূম্যধিকারীর ফী দাবী না করার জন্য বাজেয়াপ্ত

১৮ গ (নূতন) ১৯২৮ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধিত) আইনের পূর্ব্বে বা পরে তৃতীয়, ৪র্থ কিংবা ৫ম অধ্যায় অনুসারে ভূম্যধিকারীদের ফী অথবা হস্তান্তর হেতু দেয় ফী যাহা কালেক্টর সাহেবের নিকট আমানত রাখা হয় অথবা ৪৮ (জ) ধারায় ১ম উপধারানুযায়ী কালেক্টর সাহেবের নিকট আমানতী অন্যান্য ফী, যদি ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক নোটিশ জারীর ৫ বৎসর মধ্যে গ্রহণ বা দাবী করা না হয় তাহা হইলে তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে এবং সরকার উহা পুনঃ যে যে স্থান হইতে ঐ ফী উদ্ধৃত হইয়াছে ঐ ঐ স্থানের জিলা বোর্ডের নিকট দিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়ত

১৯ ধারা (নূতন) ১। কোনও রাইয়ত যদি ১৯২৮ সনের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধিত) আইন পাশ হওয়ার প্রাক্কালে কোনও জমীতে কোনও আইন বলে বা রীতি অনুসারে বা অন্য যে কোনও প্রকারে দখলী স্বত্ব লাভ করিয়া থাকেন তাহা হইলে এই আইন বলবৎ হওয়ার পরেও সেই ভূমিতে তাহার সেই স্বত্ব থাকিবে।

২। ১ম ধারার ৩য় উপধারাস্থিত ২য় ও ৩য় ক্লজের নিয়মাধীনে নোটিশ দ্বারা যদি কোনও স্থান এই আইনের বহির্ভূত হইয়া পরে, তাহা হইলে সেই স্থানে যদি কাহারও কোনও স্বত্বাদি পূর্ব্বেই উদ্ভব হইয়া থাকে তাহার কোনও ইতরবিশেষ হইবে না।

স্থিতিবান রাইয়ত শব্দের অর্থ

২০ ধারা—১। এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে বা পরে সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে যদি কোনও ব্যক্তি ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর কাল কোনও গ্রামের অন্তর্গত ভূমি পাট্টা বা অন্য কোনও প্রকারে রাইয়ত স্বরূপে উপভোগ করিয়া থাকেন তাহা হইলে ঐ কাল অতীত হইলে পর উক্ত ব্যক্তি "ঐ গ্রামের স্থিতিবান্" রাইয়ত বলিয়া গণ্য হইবেন।

২। এই ধারাতে, কোন ব্যক্তি কোনও গ্রামে যে নির্দ্দিষ্ট ভূমি ভোগ করেন তাহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভূমি হইলেও, ঐ ব্যক্তি ঐ গ্রামে ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর ভূমি ভোগ করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

৩। কোনও ব্যক্তি এই ধারানুসারে রাইয়ত বলিয়াই গণ্য হইবেন যদি তিনি যাহার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন সেই ব্যক্তি রাইয়ত স্বরূপেই ঐ জমী ভোগ করিয়া থাকেন।

৪। যদি কোনও জমী দুই বা ততোধিক অংশীদার কর্ত্তৃক রাইয়তী জোত-স্বরূপে উপভোগ করিয়া থাকে তাহা হইলে

এই ধারানুসারে ঐ জমী প্রত্যেক অংশীদারই রাইয়ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৫। কোনও ব্যক্তি কোনও গ্রামে যত কাল রাইয়ত স্বরূপে জমী ভোগ করিয়া থাকে তত কাল এবং তাহার পর এক বৎসর পর্য্যন্ত ঐ গ্রামে স্থিতিবান প্রজা থাকিবে।

৬। যদি কোনও রাইয়ত ৮৭ ধারা মতে পুনরায় জমীর দখল পায় তাহা হইলে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও স্থিতিবান রাইয়ত বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

৭। যদি এই আইনানুসারে কোনও কার্য্যানুষ্ঠানে ইহা স্বীকৃত অথবা প্রতিপন্ন হয় যে কোনও ব্যক্তি রাইয়ত স্বরূপ ভূমি ভোগ করে তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি এবং তাহার ভূম্যধিকারীর মধ্যে, ভিন্নরূপ প্রতিপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত, এই ধারানুসারে ইহাই বিবেচিত হইবে যে সে ঐ ভূমি বা তাহার কোনও অংশ রাইয়ত স্বরূপ বিবেচিত ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর কাল ভোগ করিয়াছে।

স্থিতিবান রায়তের দখলের স্বত্ব প্রাপ্তির বিষয়

২১ ধারা ১। যে কোনও ব্যক্তি ২০ ধারা মতে যদি কোনও গ্রামের স্থিতিবান্ প্রজা হয় তাহা হইলে তাহার ঐ গ্রামস্থিত দখলীকৃত সমস্ত ভূমিতে দখলী স্বত্ব হইবে।

২। কোনও ব্যক্তি ২০ ধারা মতে কোনও গ্রামের স্থিতিবান্ প্রজা হইয়া ১৮৮৩ সালের ২রা মার্চ্চ হইতে এই আইন প্রচলিত হওয়া পর্য্যন্ত যদি কোনও জমী রাইয়ত স্বরূপে

ভোগ করিয়া থাকে তাহা হইলে তৎকালে প্রচলিত আইন বলে ঐ ভূমিতে তাহার দখলী স্বত্ব হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু এই আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পরে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন ডিক্রীর বা আদেশে এই উপধারাতে কোন ইতর বিশেষ হইবে না।

মালীক দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার বিষয়

২২ ধারা (নূতন) ১। যদি কোনও দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট জোতের উপরিস্থ মালীক কোনও ভূস্বামী বা কায়েমী মধ্য স্বত্বাধিকারী হয় এবং রাইয়তের সমস্ত স্বত্ব যদি হস্তান্তর দ্বারা বা উত্তরাধিকার সূত্রে বা অন্য আর কোনও প্রকারে তাহারই উপর ন্যস্ত হয় তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি উক্ত জোত রাইয়ত রূপে ভোগ করিতে পারিবে না বরং অবস্থানুসারে কায়েমী মধ্য স্বত্বাধিকারী কিংবা ভূস্বামীরূপে ভোগ করিবে ; কিন্তু তদ্ধেতু কোনও তৃতীয় ব্যক্তির স্বার্থ নষ্ট হইবে না।

২। এই ধারা, কোনও ভূস্বামীর অংশীদারের কিংবা কায়েমী মধ্য স্বত্বাধিকারীর অংশীদারের পক্ষে, দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট জোত বা তাহার কোন অংশ অথবা তৎসহ দখলী স্বত্ব হস্তান্তর দ্বারা, বা উত্তরাধিকার সূত্রে বা অন্য আর কোনও প্রকারে প্রাপ্ত হইতে (এই ধারা) বিঘ্ন জন্মাইবে না।

প্রকাশ থাকে যে কোনও অংশীদার মালীক যদি রাইয়তের, জমী খাজনার ডিক্রীমূলে অথবা এই আইন অনুসারে সার্টিফিকেট

মূলে ক্রয় করেন তাহা হইলে তিনি অবস্থানুসারে সেই জমী মালীক অথবা মধ্য স্বত্বাধিকারীরূপে ভোগ করিবেন, রাইয়ত রূপে নহে ; এবং তাহার অন্যান্য সরিকগণকে ঐ জমীর জন্য ন্যায্য ও বিধিমত খাজানা দিবেন। রাইয়ত যে খাজানা সে সময়ে তাহার অপর অংশীদার মালীকগণকে দিতে বাধ্য থাকে তাহাই ঐ জমীর ন্যায্য ও বিধি সঙ্গত খাজানারূপে গণ্য হইবে। অন্ততঃ যে পর্য্যন্ত অন্যরূপ প্রতিপন্ন না হইয়াছে।

ভুমির ব্যবহার সম্বন্ধে প্রজার স্বত্বের বিষয়

২৩ ধারা (সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত) কোন সম্বন্ধে কোন রাইয়তের দখলী স্বত্ব থাকিলে, যাহাতে বিশেষরূপে ভূমির মূল্যেরও হানি না হয়, অথবা যাহাতে ভূমি প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত কার্য্যের অনুপযোগী না হয়, এইরূপে তিনি ভূমি ভোগ করিতে পারিবেন।

২৩ (ক) ধারা (নুতন) ২৩ ধারার নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া কোনও রাইয়ত কোনও জমীতে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইলে তিনি ঐ ভূমিতে—

১। বৃক্ষাদি রোপণ করিতে পারিবেন

২। ফল, মূল, পুষ্প ও অন্যান্য শস্যাদি উপভোগ করিতে পারিবেন এবং

৩। বৃক্ষাদি কর্ত্তন ও

৪। তাহার কাষ্ঠাদি ব্যবহার বা হস্তান্তরাদি করিতে পারিবেন।

রায়তের খাজানাদি দিবার বাধ্যতা

২৪ ধারা। দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা তাহার জোতের জন্য ন্যায় ও উপযুক্ত খাজনা দিবেন।

বিশেষ কারণ ব্যতীত উচ্ছেদ না হইবার বিষয়

২৫ ধারা। ভূম্যধিকারী তাহার দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজাকে নিম্নলিখিত কোনও কারণে উচ্ছেদ করিবার ডিক্রি না পাইলে অপর আর কোনও কারণে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

যথা ঃ—(ক) সে এরূপ ভাবে তদধীনস্থ জোত ভোগ করিয়াছে যে তদ্বারা সে ঐ ভূমি চাষাবাদের অনুপযুক্ত করিয়াছে।

(খ) সে এই আইনানুবর্ত্তী কোনও নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে যাহার জন্য তাহার এবং ভূম্যধিকারীর মধ্যে চুক্তিকৃত কোন সর্ত্ত ভঙ্গের দরুণ সে উচ্ছেদের যোগ্য হইয়াছে।

কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে দখলি স্বত্বের বিষয়

২৬ ধারা। কোন দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা তাহার জোতের নিমিত্ত কোন বিলি বন্দোবস্ত না করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, ভিন্ন কোনও রূপ প্রথা না থাকিলে অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির মতই ওয়ারিশগণ কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইবে। তবে ইহা প্রকাশ থাকে যে যে স্থলে উক্ত রাইয়তের সম্পত্তি, তাহার ওয়ারীশ-আইনানুসারে সরকারের প্রপ্তি হয় সে স্থলে ঐ দখলী স্বত্ব আর বর্ত্তমান থাকে না।

২৬ (ক) ধারা। (নুতন) ২৬খ ধারা হইতে ২৬ঞ ধারা পর্য্যন্ত যে সমস্ত আইন দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট জোতের বা তাহার কোন অংশের হস্তান্তর অথবা দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজার জন্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহা ইং ১৯২৯ সনের ১লা এপ্রিল হইতে কার্য্যকারী হইবে।

---

২৬ (খ) ধারা। (নুতন) কোন দখলী স্বত্ব জোত কিংবা তাহার খণ্ড বা অংশ ঐ জোতের দখলী স্বত্ব সহ এই আইনের বিধান মতে অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির মত হস্তান্তর করা যাইতে পারিবে।

২৬ (গ) ধারা। (নুতন) ১। উইল দ্বারা হস্তান্তর বা ডিক্রীজারী মাজরায় হস্তান্তর, অথবা ১৯১৩ সনের বাঙ্গালার

পাবলিক্ ডিমাণ্ডস্ রিকাভারী এ্যাক্টের সার্টিফিকেট দ্বারা হস্তান্তর ব্যতীত অন্য সকল প্রকার হস্তান্তর রেজেষ্টারী যুক্ত দলিল দ্বারা করিতে হইবে।

(ঙ) উইল দ্বারা হস্তান্তর হইলে ঐ উইলের প্রবেট্ লওয়ার সময় আদালত যত টাকার উপর প্রবেটের ষ্টাম্প দেওয়ার আদেশ করিবেন তত টাকার উপর শতকরা দশ টাকা হারে অথবা হস্তান্তরিত ভূমির খাজনার আড়াইগুণ এতদুভয়ের মধ্যে যেটী অধিক হইবে তাহাই ভূম্যধিকারীকে নজর দিতে হইবে।

প্রকাশ থাকে যে দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট কোনও জোতের কোনও অংশবিশেষ মাত্র হস্তান্তরিত হইলে, এই ধারা বা ২৬ ঙ ধারানুয়ায়ী জমিদারের ফি নির্ণয়ার্থ খাজানা নির্দ্ধারিত করিতে হইলে সমগ্র জোতের খাজানার যে হার এই হস্তান্তরিত খণ্ড বা জোতের খাজানাও উহা সমগ্র জোতের যত ভাগ তত ভাগ মতে হারাহারি ভাগে ধরিতে হইবে।

ইহাও প্রকাশ থাকে যে নিম্নোক্ত কারণে জমিদারের ফি দিতে হইবে না। যথা ঃ—

১। উইল বা দান পত্র যদি স্বামী বা স্ত্রীর বরাবরে করা হয় কিংবা যাহার বরাবরে করা হয় সে যদি উইল কর্ত্তা বা দান পত্র-কারীর তিন পুরুষের মধ্যে কোন স্বগোত্র ব্যক্তি হয় তাহা হইলে সে স্থলে ভূম্যধিকারী উপরোক্ত নজর পাইবেন না। অথবা—

২। মুসলমান আইনুনাসারে যদি কোনও সম্পত্তি ওয়াকফ করা হয় এবং তাহাতে অন্যান্য বিষয় মধ্যে দাতার বা তাহার স্বামী

কিংবা স্ত্রীর অথবা তাহার তিন পুরুষ মধ্যস্থিত কোন আত্মীয়ের ভরণ পোষণের বিষয় লিখিত থাকে। অথবা—

৩। কোনও ব্যাক্তিগত স্বার্থ ব্যতীত যদি কোনও সম্পত্তি ধর্ম্মার্থ বা লোক হিতৈষণায় জন্য দান করা হয়।

প্রকাশ থাকে যে উক্তরূপ ওয়াকফ্ কোনও সম্পত্তিতে যদি অন্যান্য বিষয় মধ্যে কোনও ব্যক্তির ভরণপোষণের কথা থাকে এবং ঐ ব্যক্তি দাতা স্বয়ং, বা দাতার স্বামী কিংবা স্ত্রী অথবা তাহার তিন পুরুষ মধ্যস্থ কোন সগোত্র না হন তাহা হইলে এই আইনের ২৬ঘ ধারানুযায়ী জমিদারের ফি দিতে হইবে।

টীকা ঃ—"হেবা" শব্দে কোনও আর্থিক লাভ জনক হিবা-বিল এওয়াজকে বুঝাইবে না।

২৬ ঙ ধারা। (নূতন) ১। দখলের স্বত্ব বিশিষ্ট কোন রায়তী জোত বা জোতের অংশ বাকী করের ডিক্রীজারী ক্রমে নিলাম ভিন্ন অন্য কোন প্রকারের ডিক্রীজারী মাজরায় নীলাম হইলে, আদালত নীলাম মঞ্জুর করার পূর্ব্বে নীলাম ক্রেতাকে ঐ নীলাম সম্বন্ধে যাবতীয় বিবরণযুক্ত উপযুক্ত ফারমে একটি নোটীশ ও ঐ নোটীশ জারীর খরচ সহ ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য নজরের টাকা, ক্রয় মূল্যের উপর শতকরা ২০৲ টাকা হারে অথবা বাৎসরিক খাজানার ৫ গুণ যাহাই বেশী হইবে তাহা পাঠাইবার খরচ সহ আদালতে দাখিল করিতে আদেশ দিবেন।

আদালত তৎপর উক্ত নীলামের নোটীশ মালিকের উপর জারী করাইবেন ও মালিকানা দেওয়াইবেন।

প্রকাশ থাকে যে যেখানে অংশীদার ভূম্যধিকারী ক্রেতা হয়েন সেখানে তিনি উক্তরূপ প্রসেস্ ফি ব্যতীত অন্যান্য ভূম্যধিকারী-দিগের অংশমত ভূম্যধিকারীর ফি ও দাখিল করিবেন।

২। রেহেনী মোকদ্দমার যখন কোন স্থিতিবান রায়তের রেহেনাবদ্ধ জোত বা জোতের অংশ উদ্ধারের ক্ষমতা রহিত করা হয় এবং ডিক্রীদার ষোল আনা মালীক না হন তখন আদালত উক্ত বন্ধক উদ্ধারের ক্ষমতা রহিতের চূড়ান্ত আদেশ দেওয়ার পূর্ব্বে উক্ত জোত বা জোতের অংশের বাজার মূল্য নির্দ্ধারণ করতঃ তাহার উপর মালীকের প্রাপ্য নজর মূল্যের শতকরা ২০্ টাকা হিসাবে এবং উক্ত হস্তান্তর বিষয়ের উপযুক্ত নোটীশাদি দেওয়ার খরচাদি ও তাহা পাঠাইবার খরচাদি দিতে আদেশ দিবেন।

(২ক) উপরোক্ত প্রথম উপধারামতে ক্রেতা যদি আদালতের নির্দ্দেশানুযায়ী সময় মধ্যে আদেশ অমান্য করেন তাহা হইলে ঐ ক্রয়ের মূল্য জব্দ হইবে এবং আদালত ইহার পুনঃ বিক্রয়ের আদেশ দিবেন। এবং যদি রেহানদার উক্ত টাকা আদেশানুযায়ী সময় মধ্যে দিতে না পারেন তাহা হইলে ২য় উপধারা মতে আদালতে ঐ রেহাণ উদ্ধারের ক্ষমতা রহিতকারী মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া দিবার আদেশ দিবেন।

৩। যখন ঐ বিক্রয় অথবা রেহাণ উদ্ধারের ক্ষমতা রহিত করিবার আদেশ আদালত কর্ত্তৃক চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা হয় তখন

আদালত উক্ত মালিকানা ও নোটীশ জেলার কালেক্টর বাহাদুরের নিকট পাঠাইয়া দিবেন এবং কালেক্টর বাহাদুর যথারীতি তাহা ভূম্যধিকারীদিগের বা কমন ম্যানেজারকে দেওয়াইবেন।

প্রকাশ থাকে যে যেখানে ঐরূপ কমন ম্যানেজার নিয়োজিত নাই সেখানে অংশীদার ভূম্যধিকারী আইনানুযায়ী তাহার অংশ দর্শাইয়া উক্ত ভূম্যধিকারীর ফি হইতে তাহার অংশানুযায়ী প্রাপ্য বাহির করিয়া নিতে পারিবেন।

হস্তান্তর ব্যাপারে মালীকের ক্রয় করিবার পূর্ব্ব অধিকার

২৬চ ধারা (নুতন)। ১। দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট কোনও জোত বা তাহার অংশ হস্তান্তরিত হইলে ঐ জমির প্রত্যক্ষ ভূম্যধিকারী হস্তান্তর আইনের বিধান মতে উক্ত হস্তান্তরের নোটিশ পাওয়ায় দুই মাস মধ্যে তাহাকে ঐ জোত বা জোতের অংশ দেওয়ার জন্য আদালতে দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা করিতে পারিবে। কিন্তু নিম্নলিখিত কোনও প্রকারে হস্তান্তর হইলে ভূম্যধিকারী তাহার উক্ত পূর্ব্ব-ক্রয়াধিকার বলে প্রজার জমী খাস করিবার অধিকারী হইবে না। যথা :—

(ক) কোন জোতের সরিক, ক্রয় ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে ঐ জোত প্রাপ্ত হইলে,

(খ) কোন জোত বা জোতের অংশ বাকী কর বা বাকী করের মত প্রাপ্যের বাবত্ ডিক্রীজারী বা ১৯১৩ সনের বেঙ্গল রিকভারী এ্যাক্টের সার্টিফিকেটের মাজরায় নিলাম হইলে,

(গ) কোন জোত বা জোতের অংশ এওয়াজ বদলক্রেমে হস্তান্তর হইলে ;

(ঘ) কোন ও জোত বা জোতের অংশ স্বামী বা স্ত্রীকে কিম্বা তিন পুরুষের মধ্যবর্ত্তী সগোত্রে দান বা উইল করিয়া দিলে।

২। ভুম্যধিকারী আদালতে উপরোক্ত ভাবে জমী খাস করিবার প্রার্থনা করিয়া যদি উক্ত দরখাস্ত সহ বা আদালতের নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে ঐ ভূম্যধিকারীর উপর হস্তান্তরের নোটিশে লিখিত বিক্রেয় মূল্য বা বিক্রীত জোত বা জোতের অংশের আদালত কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত বাজার মূল্যের শতকরা ১০৲ টাকা ক্ষতিপূরণ সহ আদালতে দাখিল না করিলে আদালত ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবেন।

৩। ভূম্যধিকারী উপরোক্ত ভাবে টাকা দাখিল করিলে আদালত ক্রেতাকে আদালতের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত হইয়া হস্তান্তর হওয়ার পর ভূম্যধিকারীকে খাজানা স্বরূপে বা মালিকানা ভাবে যে টাকা দিয়াছে বা উক্ত জমী কোন ও প্রকার দায়মুক্ত করিতে যে টাকা খরচ করিয়াছে তাহা জানাইবার জন্য নোটিশ দিবেন। ক্রেতা আদালতে উপস্থিত হইয়া উক্ত প্রকারে কোন টাকা দিয়াছে বলিয়া জানাইলে, ঐ টাকা দেওয়ার তারিখ হইতে শতকরা ১২৷৷০ হারে সুদসহ ক্রেতার দেওয়া সাকুল্য

টাকা আদালতে জমা দিবার জন্য আদালত প্রার্থী ভূম্যধিকারীকে এবং পক্ষভুক্ত অন্যান্যকে আদেশ করিবেন।

৪। (ক) সরিক ভূম্যধিকারীগণ মধ্যে একজন দরখাস্ত করিয়া থাকিলে অন্যান্য সরিকান ও উপরোক্ত ২ মাস মধ্যে উক্ত সরিক ভূম্যধিকারীর দরখাস্তের সামিল হইতে পারিবেন। যে সরিক ভূম্যধিকারী উপরোক্ত ১ম উপধারার বিধান অনুসারে আদালতে দরখাস্ত দেয় নাই বা এই উপধারার বিধান মতে সরিক ভূম্যধিকারীর দরখাস্তের সামিল হইয়া পক্ষভুক্ত হয় নাই সে আর পুর্ব্বক্রয়াধিকার দাবী করিতে পারিবে না।

(খ) কোন সরিক ভূম্যধিকারী পক্ষভুক্ত হওয়ার জন্য আদালতে প্রার্থনা করিলে আদালত তাহার অংশে যে পরিমাণ টাকা তাহার দেয় বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন সেই পরিমাণ টাকা প্রথম দরখাস্তকারী সরিক-ভূম্যধিকারীকে দেওয়াইবার জন্য তাহাকে (১) উপধারার লিখিত দুই মাস মধ্যে আদালতের নির্দ্দিষ্ট দিন মধ্যে আদালতে জমা দিতে হইবে, নতুবা পক্ষভুক্ত হওয়ার দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবে।

(৫) উপরোক্ত দরখাস্তকারী মালিক যদি (২) উপধারার বা (৩) উপধারার বিধান অনুসারে তাহার দেয় টাকা আদালতের নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে আদালতে জমা দেয় তাহা হইলে আদালত উক্ত প্রার্থীর দরখাস্ত মঞ্জুর করিবেন এবং উক্ত আমানতি টাকা ক্রেতাকে দেওয়ার আদেশ দিবেন।

৬। (ক) উপরোক্ত (৫) উপধারার বিধানমতে ক্রেতাকে টাকা দেওয়ার আদেশের তারিখ হইতে হস্তান্তরিত জোত বা

জোতের অংশ হস্তান্তর দ্বারা উদ্ভাবিত ক্রেতার স্বত্ব স্বামিত্ব উক্ত প্রত্যক্ষ ভূম্যধিকারী এবং পক্ষভুক্ত সরিক ভূম্যধিকারীগণের উপর বর্ত্তিতে এবং ক্রয় করিবার পর উক্ত হস্তান্তরিত জোত বা জোতের অংশ কোনও প্রকারে দায়াবদ্ধ হইয়া থাকিলে এ দায় হইতে মুক্ত হইবে।

(খ) উক্ত হস্তান্তরিত জোত বা জোতের অংশের খাজানা দেওয়ার জন্য ক্রেতার কোন দায়িত্ব থাকিবে না।

(গ) আদালত প্রত্যক্ষ ভূম্যধিকারীর দরখাস্ত অনুসারে ঐরূপ হস্তান্তরিত ভূমিতে তাহাকে দখল ও দিতে পারিবেন।

৭। উপরোক্ত (৬) উপধারার বিধান মতে কোন ক্রেতা যদি উপরোক্তরূপে তাহার স্বত্ব, স্বার্থ, স্বামিত্ব হইতে বঞ্চিত হয় তাহা হইলে উক্ত ক্রেতাকে প্রজাস্বত্ব আইনের বিধান অনুসারে আদালত যোগে রীতিমত উচ্ছেদ করা হইয়াছে এইরূপ গণ্য করা হইবে। কিন্তু হস্তান্তরিত ভূমিতে কোন ফসলাদি থাকিলে উক্ত ক্রেতা যেরূপ ক্ষতিপূরণ পাওয়া আদালত সঙ্গত বোধ করেন সে সেইরূপ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হইবে।

দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রাইতের বন্ধক দেওয়ার সীমা।

২৬ছ ধারা। **নূতন** (১) কোন দখলের স্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাহার জোত কিম্বা জোতের খণ্ড বা অংশ সম্পূর্ণ খাইখালাসী বন্ধক দিতে পারিবে; কিন্তু কোন ক্রমেই উক্ত বন্ধক ১৫ বৎসরের অতিরিক্ত কালের জন্য হইতে পারিবে না।

২। অন্য কোন প্রকারের চুক্তি থাকিলেও উক্ত খাইখালাসী বন্ধক উপরোক্ত ১৫ বৎসর অতীত হওয়ার পূর্ব্বে ও মুক্ত করা যাইতে পারিবে।

৩। এইরূপ প্রত্যেক বন্ধক ১৯০৮ সনের ভারতীয় রেজেষ্টারী আইন অনুসারে রেজেষ্টারী করিতে হইবে।

৪। বর্ত্তমান আইনের অন্য কোনও স্থানে বা অন্য কোন ও আইনে যাহাই লিখা থাকুক না, কোন দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত তাহার জোত বা জোতের অংশ অন্য কোনও প্রকারের খাই খালাসী বন্ধক দিলে তাহা কার্য্যকরী হইবে না; এবং দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তী জোতের বা তাহার অংশ

(ক) ১৫ বৎসরের অধিক কালের জন্য সম্পূর্ণ খাইখালাসী বন্ধক দিলে অথবা

(খ) সম্পূর্ণ খাইখালাসী বন্ধক ছাড়া অন্য কোন প্রকারের খাইখালাসী বন্ধক দিলে, এইরূপ বন্ধকী দলিল রেজেষ্টারী কর্ত্তৃপক্ষ গ্রহণ করিবেন না বা কোন আদালত বা সরকারী কর্ম্মচারী প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিবেন না।

লাখেরাজ ভূমির হস্তান্তর

২৬জ ধারা। নূতন। দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের লাখেরাজ জমি বা তাহার কোন অংশ হস্তান্তর হইলে উক্ত হস্তান্তরিত জমির জন্য হস্তান্তর সূত্রে গ্রহীতা, ভূম্যধিকারীকে ২২

টাকা মালিকানা দিবে এবং তাহা অবস্থানুসারে ১২ ধারা বা ১৩ ধারার নিয়মানুবর্ত্তীতে এবং উক্ত হস্তান্তরের নোটিশ ১২ ধারার (৩) উপধারা মতে অথবা অবস্থাভেদে ১৩ ধারা বা ১৫ ধারামতে ভূম্যধিকারীকে দিবেন।

টীকা।

২৬ঝ ধারা। (১) ২৬গ, ঘ, চ, ছ, ও জ ধারা সমূহে "হস্তান্তর সূত্রে গ্রহীতা" অর্থে—তাহার স্বার্থযুক্ত উত্তরাধীকারীকে ও বুঝাইবে।

২। ২৬গ, ঘ, চ, ছ, ও জ ধারা হস্তান্তর অর্থে দান ও বুঝাইবে কিন্তু নিম্নলিখিতগুলি নহে যথা ঃ—

(ক) বাটোয়ারা (বিভাগ বণ্টন)

(খ) ইজারা বা সাধারণ বন্ধক

(গ) খাইখালাসী বন্ধক অথবা—

(ঘ) কট্।

৩। ২৬ ঙ ধারায় "ক্রেতা অর্থে তাহার স্বার্থযুক্ত ওয়ারিশগণকে ও বুঝাইবে এবং "রেহান গ্রহীতা" অর্থে তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে ও বুঝাইবে।

৪। ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক ২৬ঘ, ঙ অথবা ঞ ধারানুসারে জমীদারের ফী গ্রহণ করা হইলে কিংবা ২৬ চ ধারানুসারে আদালতে দরখাস্ত করিলে তদ্বারা খাজানার পরিমাণ অথবা

মোকররী জমা বা জোতের পরিমাণ বা দখলী স্বত্ব ভিন্ন ঐ জোতের অন্য কোন স্বত্ব থাকা সম্বন্ধে মালিকের স্বীকারোক্তি বলিয়া কার্য্যকরী হইবে না। অথবা তদ্বারা জোত বিভাগ বা তাহার খাজানা বণ্টন সম্বন্ধে মালিকের প্রকাশ্য সম্মতি আছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কেবলমাত্র ঐ জোত দখলের স্বত্ব আছে বলিয়া স্বীকৃত হইবে।

কোন কোন স্থলে ক্ষতিপূরণ সহ ভূম্যধিকারী হস্তান্তরের ফী পাইয়া থাকেন।

২৬এঙ ধারা। যে সকল স্থানে ২৬গ ও ২৬ঙ ধারা প্রযোজ্য সেই সব স্থলে যথা :—

১। যদি দখলের স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তী জোত বা জোতের অংশ হস্তান্তর কালে হস্তান্তর দলিলে অথবা বয়নামাতে উক্ত জোত বা তাহার অংশ মোকররী মধ্য স্বত্বের বা কায়েমী জমার জোত বলিয়া লিখিত হয়, তাহা হইলেও উপরোক্ত ধারার বিধান অনুসারেই ভূম্যধিকারীর নজর দিতে হইবে।

২। যদি দখলের স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তী জোত বা জোতের অংশ হস্তান্তর কালে উক্ত হস্তান্তরিত জোত বা তাহার অংশ মধ্যস্বত্বের জোত উল্লেখে ভূম্যধিকারীর নজর দেওয়া না হয় তাহা হইলে ভূম্যধিকারী তাহার প্রাপ্য বাকী নজরের টাকা ক্ষতিপূরণ সহ আদালত যোগে আদায় করিয়া নিতে পারিবেন, কিন্তু উক্ত

আদায়ী নজর ২৬গ বা ২৬ঙ ধারার বিধান মতে প্রাপ্য নজরের অতিরিক্ত হইবে না।

৩। যদি দখলের স্বত্ববিশিষ্ট রায়তী জোত বা তাহার অংশের হস্তান্তর উল্লিখিত (১) উপধারায় বর্ণিত হস্তান্তর হয় তাহা হইলে সেই স্থলে ২৬চ ধারার বিধান খাটিবে এবং তদনুসারে প্রত্যক্ষ ভূম্যধিকারী উপরের লিখিত মত ক্ষতিপূরণ সহ নজর পাওয়ার দুই মাসের মধ্যে মালিকের পূর্ব্ব অধিকার বলে খাস করিতে পারিবেন।

খাজানা বৃদ্ধির কথা।

উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা সম্বন্ধে ধারণা।

২৭ ধারা। যে পর্য্যন্ত বিপরীত প্রমাণ না হয়, দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট কোন রাইয়তের যৎকালে যে খাজানা দিতে হয় তাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমিত হইবে।

নগদ খাজানা বৃদ্ধির বিষয়।

২৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়ত নগদান্ খাজানা দিলে, তাহার খাজানা এই আইনের বিধান ব্যতীত অন্য প্রকারে বৃদ্ধি করা যাইবে না।

২৯ ধারা। দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়তের যে নগদান খাজানা দিতে হয়, তাহা নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসারে বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে

(ক) চুক্তিপত্র লিখিয়া তাহা রেজেষ্টারী করিতে হইবে ;

(খ) খাজানা এই প্রকার বৃদ্ধি করিতে হইবে না যে, তাহা পূর্ব্ব দেয় খাজানা অপেক্ষা টাকায় দুই আনার অধিক হয় ;

(গ) চুক্তিপত্রে যত খাজানা ধার্য্য হয়, তাহা ঐ চুক্তিপত্রের তারিখ অবধি পনর বৎসর মধ্যে বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না।

প্রকাশ থাকে যে—

১। যে কালের জন্য খাজানার দাবী হয় সেই কালের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রমাগত অন্যূন তিন বৎসর কাল যে হারে প্রকৃত পক্ষে খাজানা দেওয়া হইয়া থাকে (ক) ক্লজের কোন বিষয়ে সেই হারে খাজানা আদায় করিতে ভূম্যধিকারীর কোনও বাধা হইবে না।

মোকদ্দমার সাহায্যে খাজানা বৃদ্ধি।

৩০ ধারা। (সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত)। নগদান খাজানা দাতা কোনও দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়তের খাজানা বৃদ্ধি কবিতে হইলে ভূম্যধিকারী এই আইনের নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া নিম্নলিখিত যে কোনও এক বা একাধিক কারণে নালিশ দায়ের করিতে পারিবেন—যথা :—

(ক) খাজানা দাতার খাজানার হার তদ্রূপ দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট নিকটস্থ বা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের জোতের হার মতে কম থাকিলে এবং তাঁহার ঐরূপ নিম্নহারে খাজানা দেওয়ার কোনও সঙ্গত কারণ বিদ্যমান না থাকিলে—

(খ) বর্ত্তমান খাজানা চলিত থাকিবার সময়ে প্রধান উৎপাদ্য খাদ্য শস্যের দর বৃদ্ধি হইয়া থাকিলে

(গ) বর্ত্তমান খাজানা চলিত থাকিবার কালে ভূম্যধিকারীর দ্বারা বা তাঁহার ব্যয়ে যে উৎকর্ষ সাধিত হয় তাহাতে রাইয়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকিলে

(ঘ) রাইয়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া থাকিলে।

প্রচলিত হারমতে খাজানা বৃদ্ধির দাবী।

৩১ ধারা। যেখানে প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে খাজানা দেওয়া হয় এই কারণে খাজানা বৃদ্ধির দাবী করিলে

(ক) প্রচলিত হার নির্দ্ধারণ করিবার সময়ে, আদালত, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যূন তিন বৎসর কাল সাধারণতঃ যে হারে খাজানা দেওয়া হইয়া থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং রাইয়ত যে হারে খাজানা দেয় ও আদালত যে প্রচলিত হার নির্দ্ধারণ করেন এতদুভয়ের মধ্যে কোন বিশেষ প্রভেদ না থাকিলে খাজানা বৃদ্ধির আদেশ দিবেন না।

(খ) যদি আদালতের বিবেচনায় স্থানীয় তদন্ত ব্যতিরেকে খাজানার প্রচলিত হার সন্তোষজনকভাবে জানা যাইতে না পারে তাহা হইলে আদালত, দেওয়ানী কার্য্যবিধির ২৫ অধ্যায় মতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারপ্রাপ্ত কোনও রাজস্ব কর্ম্মচারীকে ৩৯২ ধারানুসারে স্থানীয় তদন্ত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

(গ) কোন রাইয়তের যে হারে খাজানা দিতে হইবে এই ধারামতে তাহা নির্ণয় করিবার সময়ে দেশাচার ক্রমে জাতি বিচার করা হয় তবে তাহার জাতি বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে না; এবং যদি দেখা যায় যে—দেশাচার ক্রমে কোন প্রকারের রাইয়তেরা অনুকূল হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে, তবে দেশাচার মতে খাজানার হার নির্ণয় করা যাইবে।

(ঘ) খাজানার প্রচলিত হার নির্দ্ধারণ করিবার সময়ে ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক উৎকর্ষ সাধন জন্য যত টাকা খাজানা বৃদ্ধি করিবার অনুমতি দেওয়া যায়; তাহা বিবেচনাধীনে যাইতে হইবে না।

(ঙ) কোনও প্রকার রাইয়তের জন্য (গ) উপধারানুসারে কোন অনুকূল হার নির্ণয় করা হইয়া থাকিলে আদালত উপযুক্ত বিবেচনা করিলে প্রচলিত হার নির্ণয় করিবার সময়ে সেই হার বিবেচনাধীনে না আনিতেও পারেন।

(চ) যদি জোত একটা মোট খাজানার উপর ভোগ করা হয় তাহা হইলে যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভূমি ঐ জোতের অন্তর্গত তাহা নির্ণয় করিয়া এবং সেই গ্রামের মধ্যে অথবা নিকটবর্ত্তী

গ্রামের মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দেওয়া হয় সেই শ্রেণীর ভূমি সম্বন্ধে সেই প্রচলিত হার খাটাইয়া দেয় খাজানা নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারিবে।

কোন কোন জেলায় প্রচলিত হার কাহাকে বলে।

৩১ (ক) ধারা। যে কোন জেলায় বা জেলার অংশে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই উপধারাটির প্রচলন করেন তথায় যে কোন শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত খাজানার হার ৩০ (ক) ধারামতে নির্ণয় করিতে হইলে সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমি যে সকল হারে ভোগ করা হয় সেই সকল হার পরীক্ষা করিয়া ঐ সকল হারের উচ্চতম যে হারে বেশী পরিমাণ ভূমি ভোগ করা হয়, সেই হারকেই প্রচলিত হার বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারিবে।

উদাহরণ ঃ—

(ক) কোন গ্রামে সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমি যে সকল হারে ভোগ করা হয় তাহা এই যথা ঃ—

বিঘা	টাকা	আনা	পাই
১০০ বিঘাপ্রতি	১	০	০
২০০ ,,	১	||০	০
১৫০ ,,	১	৸০	০
১০০ ,,	২	০	০
১৫০ ,,	২	|০	০
মোট ৭০০			

এইস্থলে ২।০ প্রচলিত হার নহে, কারণ মাত্র ১৫০ বিঘা অর্দ্ধেকের কম খাজানার হারে ভোগ করিতেছে। ২৲ টাকাও প্রচলিত হার নহে। কারণ অর্দ্ধেকের কম জমি ঐ হারে বা তাহার উচ্চ হারে ভোগ করিতেছে। ১৸০ প্রচলিত হার, কারণ ৪০০ বিঘা বা অর্দ্ধেকের বেশী এই হারে বা উচ্চ কোনও হারে ভোগ করা হয় এবং এই হারই সেই উচ্চতম হার যে হারে বা যে হারাপেক্ষা উচ্চতর হারে অর্দ্ধেকের ও অধিক জমি ভোগ করা হইতেছে।

(খ) কোন গ্রামে সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমি যে সকল হারে ভোগ করা হয় তাহা এই ঃ—

বিঘা		টাকা	আনা	পাই
১০০	”	১	০	০
২৫০	”	১	।০	০
১৫০	”	১	৷৷০	০
১৫০	”	১	৸০	০
৫০	”	২	০	০
মোট ৭০০				

এই স্থলে (ক) উদাহরণের বর্ণিত কারণে ২৲ অথবা ১৸০ অথবা ১৷৷০ ইহার একটীও প্রচলিত হার নহে, যেহেতু ৩৫০ বিঘা মাত্র (অর্থাৎ অর্দ্ধেক) ১৷৷০ হারে অথবা ১৷৷০ টাকার বেশী হারে ভোগ হইতেছে। এই স্থলে ১।০ প্রচলিত হার, কারণ অর্দ্ধেকের বেশী ভূমি ১।০ বা তদপেক্ষা উচ্চতর হারে ভোগ করা

হইতেছে। এই হারই উচ্চতম হার যে হারে ও যে হার অপেক্ষা উচ্চতর হারে আর্দ্ধেকেরও অধিক ভূমি ভোগ করা হইতেছে।

প্রচলিত হার বৃদ্ধি করিবার সময়।

৩১ (খ) ধারা। যখন ১০ম অধ্যায় অনুসারে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী অথবা দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক এই আইন অনুসারে কোনও মোকদ্দমার প্রচলিত হার একবার নির্ণয় করা হয় তখন ৩০ ধারার (খ) দফার ও ৩২ ধারার লিখিত কারণ ব্যতিরেকে ও পরিমাণ ব্যতিরেকে ঐ হার বর্দ্ধিত হইতে পারিবে না।

শস্যের দরবৃদ্ধিহেতু খাজানা বৃদ্ধি।

৩২ ধারা। শস্যের দরবৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধির দাবী করিলে—

(ক) আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরের গড় দর অন্য যে দশ বৎসর তুলনার নিমিত্ত পাওয়া ন্যায্য বোধ হয়; সেই দশ বৎসরের গড় দরের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) তুলনার নিমিত্ত পূর্ব্বের যে দশ বৎসর গণনা করা হয়, সেই দশ বৎসরের গড় দরের সহিত শেষ দশ বৎসরের গড় দরের যে অনুপাত থাকে পূর্ব্ব খাজানার সহিত বর্দ্ধিত খাজানার

সেই অনুপাত হইবে। কিন্তু এই অনুপাতের হিসাব করিতে হইলে, শেষ সময়ের গড় দর যে পরিমাণে পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের গড় দর অপেক্ষা বেশী হয়, তাহার এক তৃতীয় ভাগ বাদ দিতে হইবে।

(গ) আদালতের মতানুসারে উক্ত (ক) ক্লজের মতে দশ বৎসরের গণনা করা দুঃসাধ্য হইলে আদালত বিবেচনা মতে তৎপরিবর্ত্তে যে কোন ও অল্প সময় ধরিয়া লইতে পারিবেন।

ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক ভূমির উৎকর্ষ সম্পাদন হেতু খাজনা বৃদ্ধি।

৩৩ ধারা। ১। ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক ভূমির উৎকর্ষতা সম্পাদিত হইলে এবং তদ্ধেতু খাজানা বৃদ্ধি করিতে চাহিলে

(ক) আদালত, এই আইনানুসারে উৎকর্ষতার বিষয় রেজিষ্টারী না করিলে খাজানা বৃদ্ধি দিবেন না।

(খ) খাজানার বর্দ্ধিত হার নির্ণয় করিবার সময় আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ঃ—

(i) উৎকর্ষ সাধন জন্য ভূমির উর্ব্বরাশক্তি কতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা আছে।

(ii) উৎকর্ষ সাধন করিতে কত ব্যয় হইয়াছে।

(iii) ঐ উৎকর্ষ সাধন কার্য্যকরী করিতে হইলে চাষ বাবৎ কত ব্যয় হইবে—

(গ) ভূমির বর্ত্তমান খাজানা কত এবং ঐ ভূমির পক্ষে কত উচ্চতর খাজানা দিবার ক্ষমতা আছে।

(২) এই ধারানুসারে কোন ডিক্রী হইলে, প্রজা বা তাহার স্বার্থগত উত্তরাধিকার কর্ত্তৃক পুনঃ প্রার্থনা করিলে ও উৎকর্ষ সাধনহেতু আনুমানিক ফল না ফলিলে কিংবা বন্ধ হইলে উক্ত ডিক্রী পুনর্ব্বিচার সাপেক্ষ হইবে—।

স্রোতের গতিজনিত ভুমির উৎকর্ষতা সম্পাদিত হইলে তদ্ধেতু খাজানা বৃদ্ধির নিয়মাদি।

৩৪ ধারা। স্রোতের গতিজনিত ভূমির উৎকর্ষতা সম্পাদিত হইলে এবং তদ্ধেতু খাজানা বৃদ্ধির দাবী করিলে—

(ক) আদালত সাময়িক বা নৈমিত্তক কারণ বিবেচনাধীনে আনিবেন না

(খ) আদালত যাহা ন্যায্য ও উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেইরূপ খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন কিন্তু এরূপে তাহা বৃদ্ধি করিবেন না যাহাতে ভূমির উৎপন্নের অর্দ্ধেক মূল্যের বেশী ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হয়।

মোকদ্দমা দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি উপযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত হওয়ার বিষয়।

৩৫ ধারা। উপরোক্ত ৩০ হইতে ৩৪ ধারা মধ্যে ভিন্ন প্রকার থাকিলেও আদালত অবস্থাভেদে যাহা ন্যায্য ও উপযুক্ত বিবেচনা না করিবেন সেইরূপ খাজানা বৃদ্ধির ডিক্রী দিবেন না।

ক্রমশঃ খাজানা বৃদ্ধির আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা।

৩৬ ধারা। (নূতন) খাজানা বৃদ্ধির জন্য আদালত ডিক্রী দেওয়ার সময় যদি বিবেচনা করেন যে সমস্ত বর্দ্ধিত খাজানা সেই মুহূর্ত্ত হইতে দেওয়া রাইয়তের পক্ষে কষ্টকর হইবে তাহা হইলে আদালত ঐ খাজানা নির্দ্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দ্দিষ্ট হার অনুসারে ক্রমশঃ বৃদ্ধির আদেশ দিবেন কিন্তু ঐ সময় দশ বৎসরের অনধিক হইবে।

৩৭ ধারার নিমিত্ত সমস্ত খাজানা ডিক্রীর তারিখ হইতে দেয় বলিয়া পালনীয় হইবে।

ক্রমশঃ খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমা করিবার সীমা নির্দ্দেশ।

৩৭ ধারা। (সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত) ১। প্রচলিত হার অপেক্ষা কম খাজানা দেওয়া হইতেছে এই হেতু ধরিয়া অথবা দরবৃদ্ধির হেতু ধরিয়া কোনও জোতের খাজানা বৃদ্ধির জন্য মোকদ্দমা দায়ের করিলে, যদি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ তারিখের পর এবং ঐ মোকদ্দমা দায়ের করিবার অব্যবহিত পূর্ব্ব ১৫ বৎসরের মধ্যে চুক্তি ক্রমে ঐ জোতের খাজানা বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে তাহা হইলে এই আইন ক্রমে অথবা এই আইন দ্বারা রহিত করা কোনও আইন ক্রমে উপরিউক্ত কোন ও কারণ ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করিবার কিম্বা দোষগুণ বিচার করিয়া মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিবার ডিক্রী হইয়া থাকিলে ঐ মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবে না।

২। দেওয়ানী কার্য্যবিধির ৩৭৩ ধারাস্থিত নিয়মাদির এই ধারা দ্বারা কোন ও বিঘ্ন উৎপাদিত হইবে না।

খাজানা কমাইবার বিষয়—

৩৮ ধারা। (সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত) ১। দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট প্রজা নিম্নলিখিত এক বা একাধিক কারণে খাজানা কমাইবার জন্য নালিশ করিতে পারিবেন কিন্তু জোতের জমি কম হইয়া গেলে নিম্নলিখিত কারণ ব্যতীত অন্য কোনও কারণে পারিবেন ন। যথা ঃ—

(ক) জোতের ভূমি রাইয়তের দোষ ব্যতীত বালি জমা হইয়া অথবা অন্য কোন ও আকস্মিক কিংবা ক্রমাগত বিশেষ কারণে চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই কারণে অথবা

(খ) বর্ত্তমান খাজানা চলিত থাকা কালীন সাময়িক কারণ ব্যতিরেকে প্রধান উৎপাদ্য খাদ্যশস্যের দর গড়ে কমিয়া গিয়া থাকিলে ; এই কারণে অথবা

(গ) খাজানা প্রবর্ত্তিত হওয়ার সময়ে যে সমস্ত পূর্ত্ত কার্য্যাদি (বাঁধ বা খাল কাটান প্রভৃতি) বিদ্যমান ছিল ভূম্যধিকারী তাহার মেরামতী বা রক্ষা কার্য্যাদি না করার দরুণ জোতের বিনাশ সাধন হইয়া গিয়া থাকিলে।

উপরিউক্ত কারণে খাজানা কমাইবার নালিশ দায়ের করিতে পারা যাইবে, অথবা সরিক প্রজাদের মধ্যে যে কেহ এই কারণে খাজানা কমাইবার জন্য আপত্তি, করিতে পারিবেন।

২। এই ধারানুসারে নালিশ দায়ের হইলে আদালত যাহা ন্যায় ও সঙ্গত মনে করেন সেইরূপ খাজানা কমাইবার আদেশ দিতে পারিবেন।

প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্য তালিকা।

৩৯ ধারা। ১। প্রত্যেক জেলার কালেক্টর সাহেব মাসিক বা তাহারও কম সময়ের জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত স্থানসমূহের প্রধান খাদ্য শস্যাদির মূল্য তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা রেভেনিউ বোর্ডের নিকট অনুমোদন বা সংশোধনের নিমিত্ত পাঠাইয়া দিবেন।

২। কালেক্টর সাহেব, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ পাইলে এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, অতীত যে সময়ের এবং যে স্থানের ঐরূপ মূল্য তালিকা প্রস্তুত করা উপযুক্ত মনে করেন তাহা প্রস্তুত করিবেন এবং বোর্ড অব রেভেনিউর নিকট অনুমোদনার্থ বা সংশোধনার্থ পাঠাইয়া দিবেন।

৩। কালেক্টর সাহেব এই ধারামতে কোনও মূল্যের তালিকা রেভিনিউ বোর্ডে পাঠাইবার একমাস পূর্ব্বে উহা যে স্থান সম্বন্ধীয় তালিকা হয়, সেই স্থানে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন, এবং ঐ স্থানের অন্তর্গত কোন ভূম্যধিকারী বা প্রজা একমাস মধ্যে লিখিত কোনও আপত্তি করিলে তিনি তাহা ঐ মূল্য তালিকার সঙ্গে রেভিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

৪। মূল্য তালিকা রেভিনিউ বোর্ড কর্ত্তৃক অনুমোদিত অথবা সংশোধিত হইলে গেজেটে তাহা প্রকাশ করিবেন ; উহা প্রকাশের পর কোন ভুল দৃষ্ট হইলে কালেক্টর সাহেব রেভিনিউ বোর্ডের অনুমতি মতে তাহা সংশোধন করিতে পারিবেন।

৫। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, এই ধারানুসারে প্রস্তুতীকৃত সাময়িক লিষ্টি হইতে বৎসরের গড় পড়তা দাম নির্দ্ধারণ করিবেন এবং প্রতি বৎসর অফিসিয়েল (রাজকীয়) গেজেটে তাহা প্রকাশ করিবেন।

৬। মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস হইয়াছে এই কারণ ধরিয়া খাজানা বাড়াইবার বা কমাইবার জন্য এই অধ্যায় মত নালিশ করিলে আদালত এই ধারামতে প্রকাশিত তালিকার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অনুমান করিবেন যে এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পরে যে যে বৎসরের জন্য যে যে তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহা শুদ্ধ বলিয়া জানিবেন এবং যে পর্য্যন্ত না ভিন্নরূপ প্রমাণিত হইয়াছে সেই পর্য্যন্ত তাহাকে শুদ্ধ বলিয়াই জানিবেন।

৭। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, সপারিষদ গবর্ণর জেনেরালের অধীনে, কোন্ স্থানের কি প্রধান খাদ্যশস্য তাহা নির্ণয় করিবেন এবং এই ধারানুসারে মূল্য তালিকা প্রস্তুতকারী কর্ম্মচারীদের কাজ কর্ম্মাদি পরিচালিত করিবেন।

---

৪০ ধারা। (উঠিয়া গেল)

৪০ (ক) (উঠিয়া গেল)

ষষ্ঠ অধ্যায়

দখলীস্বত্বহীন প্রজা।

যেখানে এই অধ্যায় খাটিবে।

৪১ ধারা। যে রাইয়তের দখলীস্বত্ব নাই বা এই আইনের দ্বারা দখলীস্বত্ব শূন্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে এই অধ্যায় তাহাদের সম্বন্ধে প্রযোয্য হইবে।

দখলীস্বত্বহীন প্রজার খাজানার বিষয়।

৪২ ধারা। কোনও দখলীস্বত্বহীন রাইয়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, তাহাকে দখল দিবার সময়ে ভূম্যধিকারীকে খাজানা দেওয়ার যে চুক্তি হয় সেই চুক্তি অনুযায়ী তাহার খাজানা দিতে হইবে।

খাজানা বৃদ্ধির নিয়ম।

৪৩ ধারা। কোন রেজেষ্টারী করা চুক্তিপত্র অথবা ৪৬ ধারামত কোন অঙ্গীকার পত্র ব্যতীত দখলীস্বত্বহীন রাইয়তের খাজানা বৃদ্ধিকরা যাইতে পারিবে না।

প্রকাশ থাকে যে ভূম্যধিকারীর সেই হারে খাজানা আদায়ের বাধা হইবে না যদি দাবীকৃত সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী তিনবৎসর কাল রাইয়ত সেই দাবীকৃত হারে খাজানা দিয়া থাকেন।

যে সকল কারণে দখলীস্বত্বহীন প্রজা উচ্ছেদ যোগ্য—

৪৪ ধারা। (সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত) এই আইনের বিধান ধরিয়া দখলীস্বত্বহীন প্রজাকে নিম্নলিখিত এক বা একাধিক কারণে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে, তদ্ব্যতীত অন্য কোন কারণে নহে, যথা :—

(ক) তিনি বাকী খাজানা দেন নাই ; এই কারণে

(খ) ঐ রাইয়ত ভূমি এরূপে ভোগ করিয়াছেন যে তজ্জন্য ইহা প্রজার চাষের কার্য্যের অনুপযোগী করা হইয়াছে অথবা এই আইন সঙ্গত এরূপ কোনও আইন ভঙ্গ করিয়াছেন, যাহা ভঙ্গ করিলে তাহার এবং তাঁহার ভূম্যধিকারীর মধ্যে কৃত চুক্তি পত্রের সর্ত্তক্রমে সে উচ্ছেদ যোগ্য হইবে ; এই কারণে অথবা

(গ) রেজেষ্টারী যুক্ত পাট্টাক্রমে ভূমির দখল দেওয়া হইয়া থাকিলে ঐ পাট্টার ম্যাদ অন্তে ; এই কারণে অথবা—

(ঘ) ৪৬ ধারামতে নির্দ্ধারিত ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজানা দিতে অস্বীকৃত হইলে অথবা যে সময় পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত নির্দ্দিষ্ট হারে খাজানা দিয়া ঐ ভূমি ভোগ করিতে স্বত্ববানছিল সেই কাল অতীত হইলে।

৪৫ ধারা। (উঠিয়া গেল)

বর্দ্ধিত হারে খাজানা দিতে অস্বীকৃত হইলে উচ্ছেদ হওয়ার বিষয়

৪৬ ধারা। ১। (সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত) ভূম্যধিকারী বর্দ্ধিত হারে খাজানা দিবার অঙ্গীকারের মোসাবিদা রাইয়তের নিকট অর্পণ করিলে এবং রাইয়ত ও ঐ মোকদ্দমা দায়ের করিবার পূর্ব্ব তিন মাসের মধ্যে ঐ অঙ্গীকার পত্র সম্পাদন করিয়া দিতে অস্বীকার না করিলে, এই কারণ ধরিয়া কোন দখলীস্বত্ব শূন্য রাইয়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদের মোকদ্দমা করা যাইবে না।

২। কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রাইয়তের নিকট কোন ও অঙ্গীকার পত্রের মোসাবিদা অর্পণ করিতে চাহিলে, উক্ত রাইয়তের উপর জারী করিবার নিমিত্ত এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে আদালত বা

ব্যক্তিবিশেষ নিয়োজিত হইয়াছেন তথায় দাখিল করিতে পারিবেন। ঐ আদালত বা ব্যক্তি অবিলম্বে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঐ মোসাবিদা রাইয়তের উপর জারী করাইবেন; এবং তাহা ঐরূপে জারী করা হইলে এই ধারার কার্য্যোপলক্ষে রাইয়তের নিকট অর্পণ করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৩। যে রাইয়তের উপর (২) উপধারা মতে কোনও অঙ্গীকার পত্রের মোসাবিদা জারী করা হয়, সেই রাইয়ত যদি তাহা সম্পাদন করেন, এবং যে অফিস হইতে উহা দেওয়া হইয়াছিল, জারী করিবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে সেই আফিসে দাখিল করেন তবে পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ নিয়ম পত্র বলবৎ হইবে।

৪। কোন রাইয়ত (৩) উপধারামতে কোনও নিয়ম পত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল করিলে, যে আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে উহা ঐরূপে দাখিল করা যায় সেই আদালত বা কার্য্যকারক উহা উত্তমরূপে সম্পাদিত হইয়া দাখিল হইবার নোটিশ নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করাইবেন।

৫। রাইয়ত (৩) উপধারামতে নিয়মপত্রর সম্পাদন করিয়া দাখিল না করিলে, তিনি এই ধারার কার্য্যপক্ষে উহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞানকরা যাইবে।

৬। এই ধারামতে কোন রাইয়তের নিকট যে নিয়মপত্রের নকল দেওয়া যায় তিনি যদি তাহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করেন, এবং তজ্জন্য ভূম্যধীকারী তাঁহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তবে ঐ যোতের যে খাজানা উপযুক্ত ও নায্য হয়, আদালত তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন।

৭। এইরূপে যে খাজানা স্থিরীকৃত হয়, রাইয়ত তাহা দিতে সম্মত হইলে, সম্মতির তারিখ অবধি পাঁচ বৎসর কাল ঐ খাজানা দিয়া আপন

জোত দখলে আনিবার স্বত্বাধিকারী বটেন কিন্তু উক্ত কালঅন্তে তিনি যদি দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত না হয়েন তাহা হইলে এই আইনবলে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

৮। এইরূপে স্থিরীকৃত খাজানা রাইয়ত দিতে অস্বীকৃত হইলে আদালত তাহার উচ্ছেদের ডিক্রী দিবেন।

৯। খাজানার উপযুক্ততা অথবা ন্যায্যতা ঠিক করিতে হইলে ঐ গ্রামস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ অন্যান্য ভূমির নিমিত্ত রাইয়তেরা সাধারণতঃ যে হারে খাজানা দেন তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

১০। এই ধারামতে উচ্ছেদের ডিক্রী দিলে ঐ ডিক্রী যে বৎসর দেওয়া হইল সেই কৃষিবৎসরের শেষ হইতে কার্য্যকারী হইবে।

"দখল দেওয়া" শব্দের অর্থ—

৪৭ ধারা। যখন কোনও রাইয়তের দখলে কোনও ভূমি থাকে এবং ঐ দখল চলিত থাকিবার নিমিত্ত যদি কোন পাট্টা লিখিয়া দেওয়া ও হয় তথাপি তাঁহাকে ঐ পাট্টাক্রমে দখিলকার বলিয়া এই অধ্যায় অনুসারে স্বীকৃত হইবে না এবং এমন কি যদি ঐ পাট্টাতে তাহাকে দখিলকার বলিয়া স্বীকার ও করা যায় তবু ও নহে।

সপ্তম অধ্যায়।

কোর্ফা রাইয়তের খাজানা দেওয়ার দায়ীত্ব।

৪৮ ধারা। (নুতন) ভূম্যধিকারী কোন ও কোর্ফা রায়তকে কোনও ভূমি দখল করিতে দিবার সময় ঐ ভূম্যধিকারী ও কোর্ফা রায়তের মধ্যে খাজানা সম্বন্ধে যে চুক্তি থাকে কোর্ফা রাইয়ত সেই চুক্তি অনুসারে ভূম্যধিকারীর খাজানা আদায় করিবে।

কোর্ফা রাইয়তের খাজানা বৃদ্ধি।

৪৮ ক (নূতন)। ৪৮ খ অথবা ৪৮ ঘ ধারার বিধান অনুযায়ী কোর্ফা রাইয়তের খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

চুক্তি অনুসারে বৃদ্ধি।

৪৮ খ (নূতন)। ১। খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে রেজেষ্টারীযুক্ত চুক্তি থাকিলে কোর্ফা প্রজার নগদ টাকায় দেয় খাজানা ঐ চুক্তি অনুসারে বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

প্রকাশ থাকে যে নিম্নলিখিত স্থল ব্যতীত পূর্ব্বের দেয় হারের খাজানার টাকা প্রতি।০ আনার বেশী বৃদ্ধি হইতে পারিবে না

(i) মালিকের নিজ খরচে যদি কোর্ফা জোতের উন্নতি বিধান হয় এবং যে উন্নতি ঐ প্রজা পাইবার অধিকার নহেন এবং তজ্জন্য কোর্ফা প্রজা বর্দ্ধিত হারে খাজানা দিতে অঙ্গীকৃত হন তাহা হইলে প্রতি টাকায় চারি আনার অতিরিক্ত খাজানা চলিবে কিন্তু উক্ত সুবিধা যতদিন থাকিবে কেবল ততদিনই এ বর্দ্ধিত খাজানা আদায় করা যাইবে। অথবা—

(ii) মালিকের নিজ সুবিধার নিমিত্ত যদি কোর্ফা রাইয়ত কোন বিশেষ ফসল উৎপন্ন করে এবং তজ্জন্য তাহার খাজানা নিতান্ত নিম্ন হারে ধার্য্য থাকে এবং কোর্ফা রাইয়ত উপযুক্ত হারে খাজানা দিতে সম্মত থাকিয়া মালিকের নিমিত্ত উল্লিখিত বিশেষ ফসল উৎপন্ন করিবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চায় তাহা হইলেও প্রতি টাকায়।০ আনার অধিক খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

২। প্রথম উপধারার বিধান মত রেজেষ্টারীযুক্ত চুক্তিক্রমে খাজানা ধার্য্যের পর ১৫ বৎসর মধ্যে পুনরায় খাজানা বৃদ্ধি চলিবে না।

কোর্ফার উচ্ছেদ।

৪৮ গ (নূতন)। দখলের স্বত্ববিহীন কোর্ফা প্রজাকে এই আইনের বিধানমূলে নিম্নলিখিত যে কোনও কারণে উচ্ছেদ করা যাইবে কিন্তু অন্য কোনও প্রকারে নহে যথা :—

(ক) খাজানা না দিবার দরুণ কোর্ফা প্রজাকে উচ্ছেদ করা যাইবে কিন্তু নগদ টাকায় খাজানা দেয় এমন কোনও কোর্ফা প্রজার খাজানা যদি বাকী পড়ে এবং সে তাহার বাকী খাজানা আদালতের নির্দ্দেশ মতে সুদ ও ক্ষতিপূরণ সহ আদায় করে তাহা হইলে খাজানা বাকী পড়ার জন্য কোর্ফা প্রজাকে উচ্ছেদ করা যাইবে না।

(খ) কোর্ফা প্রজা যদি এরূপ ভাবে ভূমি দখল করিতে থাকে যাহাতে জোত সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় অথবা মালিকের সঙ্গে কোর্ফার যে চুক্তি থাকে তাহা যদি সে ভঙ্গ করে, তাহা হইলে কোর্ফা প্রজাকে উচ্ছেদ করা যাইবে।

(গ) লিখিত কোন পাট্টা ক্রমে কোর্ফা রাইয়ত ভূমি ভোগ করিলে ঐ পাট্টার ম্যাদ শেষ হইলে কোর্ফার উচ্ছেদ হইতে পারিবে।

(ঘ) লিখিত কোন পাট্টা ক্রমে না হইয়া অন্য কোনও প্রকারে কোর্ফা রাইয়ত ভূমির দাখিলকার হইলে ভূম্যাধিকারী যদি কৃষি বর্ষ শেষ হইবার এক বৎসর পূর্ব্বে কোর্ফা রাইয়তকে উঠিয়া যাইবার নোটীশ জারী করেন তাহা হইলে কোর্ফার উচ্ছেদ হইতে পারিবে—অথবা

আদালত কর্ত্তৃক ৪৮ ঘ ধারামতে নির্দ্দেশকৃত খাজানা দিতে অস্বীকৃত হইলে ও তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইবে।

(i) প্রকাশ থাকে যে কোর্ফা রাইয়ত উপরিউক্ত (গ) ও (ঘ) ক্লজের মতে উচ্ছেদ হইবে না যদি

(১) ঐ কোর্ফা রাইয়ত উপরিস্থ মালিক জোতদার হইতে দলীল

মূলে কায়েমী ও উত্তরাধিকার সূত্রে ভূমি ভোগ দখলের অধিকারী হইয়া থাকেন। অথবা

(২) যদি কোর্ফা রাইয়ত বর্ত্তমান আইন কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বে বা পরে কিম্বা আংশিক পূর্ব্বে বা আংশিক পরে একাদি ক্রমে দ্বাদশ বর্ষকাল ভোগ করিয়া থাকে অথবা তাহাতে গৃহাদি (বাড়ী) নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

(ii) পূর্ব্বোক্ত ১ম ক্লজে বর্ণিত কোর্ফা প্রজা ১২ বৎসর বা অধিক কাল দখল করিলেও উচ্ছেদ যোগ্য যদি উপরিস্থ মালীক জোতদার নিজ প্রয়োজন বশতঃ কোর্ফা জোতে গৃহাদি নির্ম্মাণ জন্য অথবা স্বয়ং বা নিজ পরিবারস্থ লোক দ্বারা কিম্বা বেতন ভোগী ভৃত্যদ্বারা জোত চাষাবাদ করিবার জন্য তাহা নিজ দখলে আনিতে ইচ্ছুক হন তাহা হইলে এই কারণ সমূহ আদালতে সন্তোষ জনক ভাবে প্রমাণিত হইলে ঐ প্রজা উচ্ছেদ যোগ্য হইবে ॥

মোকদ্দমা দ্বারা খাজানার বৃদ্ধি।

৪৮ ঘ ধারা॥ (নূতন) (১) কোর্ফা প্রজার উপরিস্থ মালিক, এই আইনের বিধান মূলে কোর্ফার খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন এবং আদালতের নির্দ্দিষ্ট খাজানা দিতে অস্বীকৃত হইলে উচ্ছেদের নালিশ করিতে পারিবে।

(২) কত খাজানা ন্যায্য ও উপযুক্ত তাহা আদালত বিবেচনা করিবেন ; প্রকাশ থাকে যে এইরূপে খাজানায় হার স্থির করিতে হইলে আদালত নগদ টাকায় খাজানা আদায়ের বেলায় মোকদ্দমা দায়ের করিবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ১০ বৎসরকার উৎপন্ন শস্যের গড়পরতার দরের এক তৃতীয়াংশের মূল্যের অধিক বাড়াইবেন না। এবং শস্যদ্বারা খাজানা দিলে ঐরূপ অর্দ্ধাংশের উৎপন্ন শস্যের অধিক বাড়াইবেন না।

(৩) আদালত তখন কোর্ফা রাইয়ত ঐরূপ নির্দ্দেশিত খাজানা দিতে স্বীকৃত কি না খবর লইবেন। যদি প্রজা তাহা দিতে স্বীকার হয় তাহা হইলে সে ঐরূপ অঙ্গীকারের পর হইতে ১৫ বৎসর কাল ঐ ভূমি ভোগ দখল করিতে পারিবে।

(৪) যদি ঐ প্রজা ঐরূপ নির্দ্দেশিকৃত খাজানা দিতে অস্বীকার করেন তাহা হইলে আদালত তাহার উচ্ছেদের জন্য ডিক্রির আদেশ দিবেন।

(৫) এই ধারামতে ডিক্রিমূলে উচ্ছেদের আদেশ হইলে তাহা যে কৃষি বৎসরে ঐ আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে তাহার শেষ হইতে ফলবর্ত্তী হইবে।

৪৮ (ঙ) ধারা॥ (নূতন) উপরোক্ত গ ও ঘ উপধার বিধান অনুসারেকোন ও কোর্ফা রাইয়ত উচ্ছেদ হওয়ার চারি বৎসর মধ্যে মালিক জোতদার যদি ঐ কোর্ফা জোতের ভূমি অপর কাহার ও নিকট পত্তন করেন তবে পূর্ব্বোক্ত কোর্ফা প্রজা উক্ত কোর্ফা জোতের ভূমিতে পুনঃ দখল পাওয়ার প্রার্থনা জানাইয়া—আদালতে (যে আদালতের আদেশে উচ্ছেদ হইয়াছিল) দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবে এবং আদালত— আবশ্যকীয় প্রমাণাদি গ্রহণে মালিক জোতদার উপরোক্তরূপ গৃহাদি নির্ম্মাণ বা চাষাবাদ জন্য ভূমি ব্যবহার করেন নাই প্রতিপন্ন হইলে, প্রার্থী-কোর্ফা প্রজাকে তাহার জোতে পুনর্দখল পাওয়ার আদেশ দিবেন। আদালত প্রয়োজন বোধ করিলে উক্ত কোর্ফাদারের দখলের সর্ত্ত ও ক্ষতিপূরণ নিরূপণ করিয়া দিবেন।

৪৮ (চ) ধারা॥ (নূতন) কোর্ফা প্রজার জোতস্বত্ব স্থাবর অপরাপর সম্পত্তির ন্যায় মালিকের বিনানুমতিতে কোর্ফা জোত হস্তান্তর যোগ্য হইবে না।

কোর্ফা প্রজার দখলীস্বত্ব

৪৮ ছ ধারা। (১) (নূতন) বর্ত্তমান আইন প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে যদি কোন কোর্ফা রাইয়তের ভূমিতে স্থানীয় প্রথানুসারে তাহার দখলীস্বত্বের উদ্ভব হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত ভূমিতে ঐ দখলীস্বত্ব পূর্ব্ববৎ বলবৎ থাকিবে।

(২) যে কোর্ফা প্রজার দখলীস্বত্ব জন্মিয়াছে উপরস্থি মালীকের বিরুদ্ধে তাহার দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়তের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার অধিকার ও দায়িত্ব থাকিবে—যথা—

(i) ২০, ২১, ২২, ২৬ ক হইতে ২৬ ঞ ধারায় লিপিবদ্ধ অধিকার সমুহ ব্যতীত পঞ্চম অধ্যায়ের লিখিত অধিকার সমূহ

(ii) যথাসম্ভব ৬৫, ৮৬, ১১৬ এবং ১৮ ধারার অধিকার সমূহ

(iii) চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অধিকার সমূহ ; এবং উক্ত কোর্ফা জোত উপরিস্থ মালীকের বিরুদ্ধে দখলের স্বত্ববিশিষ্ট জোত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

৩। দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট কোর্ফা প্রজার স্বত্ব ১৬০ ধারার (ঘ) প্রকরণ অনুসারে "রক্ষিত স্বত্ব" বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

৪। ৪৮ ক ধারা হইতে ৪৮ঙ ধারার নিয়মগুলি যখন বর্ত্তমান ধারার সঙ্গে অমিল হয় তখন যে কোর্ফা প্রজা তাহার জোতে দখলী স্বত্ব পাইয়াছে তাহার উপর বর্ত্তিবে না।

৪৮ জ ধারা। (নূতন) (১) কোর্ফা জোতের ১২ বৎসরের অধিককালের জন্য পাট্টায়, কোর্ফা জোতদারের পাট্টার দলিলে কোর্ফা জোতের যে পণের উল্লেখ থাকিবে তাহার উপর শতকরা ২০৲ টাকা হারে ভূম্যধিকারীর নজর অথবা বাৎসরিক খাজানার পাঁচ গুণ—ইহার মধ্যে

যাহা বেশী হইবে তাহা ও তাহা ভূম্যধিকারীর নিকট পাঠানের খরচ রেজেষ্টারী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দাখিল না করিলে উক্ত দলিল রেজেষ্টারী করা হইবে না।

সরলার্থ:—যদি পাট্টা দেওয়া ভূমি পাট্টা দাতার ভূমির অংশ বিশেষ হয় তাহা হইলে এই ধারার মতে ভূম্যধিকারীর নজর নিরূপণ করিতে হইলে ঐ পাট্টার ভূমি, সমস্ত ভূমির যত অংশ, সমস্ত খাজানার তত অংশ নিরূপণ করিয়া নজর ঠিক করিতে হইবে।

২। পাট্টা দাতা কর্ত্তৃক পাট্টামূলে অথবা পাট্টা গ্রহণ কারী কর্ত্তৃক কবুলিয়ত মূলে ভূমি ইজারা দেওয়া যাইতে পারিবে কিন্তু ভূম্যধিকারীর নজর পাট্টা মূলে একবার দেওয়া হইলে পুনরায় কবুলিয়ত দেওয়ার সময় দিতে হইবে না। অথবা কবুলিয়ত দেওয়ার নোটীশ দেওয়া হইয়া থাকিলে নজর পুনরায় পাট্টা দেওয়ার সময় দিতে হইবে না।

(i) ২৬ গ ধারার মিয়াদি মতে ভূম্যধিকারীর নজর ঠিক উপরিতন ভূম্যধিকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

(ii) ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক নজর গ্রহণ করা হইলে তদ্দারা রাইয়ত বা কোর্ফার খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে কিংবা তাহাদের ভূমির পরিমাণ সম্বন্ধে অথবা তদধীনস্থ জোতের অংশ সম্বন্ধে ও বিভক্তরূপে খাজানা দেওয়ার সম্বন্ধে প্রকাশ্য স্বীকার্য্য বলিয়া গৃহীত হইবে না।

সপ্তম (ক) অধ্যায়

অনার্য্যগণ কর্ত্তৃক ভূমি হস্তান্তরের সীমা।

৪৯ ক ধারা (পরিবর্ত্তিত ১৯২৮) (১) এই অধ্যায় সর্ব্বপ্রথমে বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জিলাস্থ সাঁওতাল দিগের উপর বর্ত্তিবে। এই অধ্যায়ের অনার্য্য অর্থে তাহাদিগকেই বুঝাইবে।

২। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে কলিকাতা গেজেটে নোটীশ দ্বারা আদেশ করিতে পারিবেন যে এই আইনের নিয়মাদি ঐ ঐ স্থানে এবং ঐ ঐ জাতির উপর বর্ত্তিবে যাহাদিগের নাম ঐ গেজেটে প্রকাশিত হইবে; এবং এই অধ্যায়ের কার্য্যের জন্য নিম্নলিখিত জাতিকে অনার্য্য বলিয়া খ্যাত করা হইবে। যথা:—

অন্যান্য জিলার সাঁওতালগণ, ভূঁঞা সমূহ, ভূমজি, গারো, গোণ্ড, হাড়ি, হাজঙ্গ, হোস্, খারিজ্, খারোয়ার, কোচ্, (ঢাকা বিভাগে) কোরা, মব, মল, সোরিয়া, পাহারিয়া, মিকি, মুণ্ডা, ওরাও এবং টুরি।

৩। উক্ত ২ উপধারার মতে নোটীশ বিজ্ঞাপিত করিলে তাহাদিগের উপর এই অধ্যায়ের নিয়মাদি বর্ত্তিবে এবং ঐ নোটীশই তৎপক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৪। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত নিয়মে বিজ্ঞাপন দিয়া এই অধ্যায়ের নিয়ম সমূহ পূর্ব্বোক্ত ১ম উপধারায় সাওতালদিগের প্রতি অথবা ২য় উপধারায় অন্য কোনও জাতির উপর প্রচলিত থাকা রহিত করিয়া দিতে পারিবেন।

৫। এই আইনের অন্যত্র ভিন্নরূপ থাকিলেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত ২ ও ৪ উপধারার মতে আদেশ দিতে পারিবেন যে অনার্য্য রাইয়তের প্রতি নির্দ্দিষ্ট আইন ও নিয়ম সমূহের এই অধ্যায় সুন্দর বনের উপনিবেশ স্থান সমূহেও (যাহা নোটিশে বিজ্ঞাপিত হইবে) পূর্ব্বোক্তরূপে বর্ত্তিবে অথবা রহিত থাকিবে।

---

৪৯ খ ধারা। (নূতন) কোনও অনার্য্য মধ্য স্বত্বাধিকারীর, রাইয়তের অথবা কোফার স্বত্ব দান, বিক্রয়, বন্ধক, ইজারা বা কোনও চুক্তি ক্রমে এই অধ্যায়ের নিয়ম ব্যতীত হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

৪৯ গ ধারা। অনার্য্য মধ্য স্বত্বাধিকারী অপর অনার্য্যকে, এই আইনানুযায়ী মধ্যস্বত্ব বা রাইয়ত রূপে ভূমি ভোগ করিবার জন্য ইজারা দিতে পারিবেন।

৪৯ ঘ ধারা। ৮৫ ধারার নিয়মানুবর্ত্তিতায় কোন অনার্য্য রাইয়ত তাহার জোত কোর্ফা প্রজাকে চাষ করিবার জন্য দিতে পারিবেন।

৪৯ (ঙ) ধারা। ১। কোনও অনার্য্য মধ্য স্বত্বাধিকারী; রাইয়ত অথবা কোর্ফা প্রজাকে তাহার কর্ষিত ভূমির সম্পূর্ণ খাই খালাসী বন্ধকাদি দিতে পারিবে। কিন্তু ঐ বন্ধকের কাল কিছুতেই বা কোন প্রকারেই ৭ বৎসরের অধিক কাল বা তাহার নিজের স্বত্বের অধিক কাল এতদুভয়ের মধ্যে যে সময় অল্প তাহার অধিক সময়ের জন্য দিতে পারিবে না।

প্রকাশ থাকে যে ভারতীয় রেজিষ্ট্রেষণ এ্যাক্টের (১৯০৮ সন) নিয়ম মতে ঐ বন্ধক রেজেষ্টারী করিতে হইবে।

২। অনার্য্য প্রজা কেবল একমাত্র খাইখালাসী বন্ধকই দিতে পারিবে অন্য কোনও প্রকার নহে।

---

৪৯ (চ) ধারা। ১। যদি কোন ও সময়ে—

(ক) অনার্য্য মধ্যস্বত্বাধিকারী ৪৯ (গ) ধারানুযায়ী তাহার ভূমি ইজারা দিতে অসমর্থ হয়; অথবা ৪৯ (ঘ) ধারার মতে কোনও রাইয়ত কোর্ফা পত্তন করিতে না পারে অথবা ৪৯ (ঙ) ধারামতে মধ্যস্বত্বাধিকারী রাইয়ত বা কোর্ফা তাহাদের ভূমি বন্ধক দিতে না পারে। অথবা—

(খ) তাহারা দান, বিক্রয় বা বন্ধক দ্বারা ভূমি হস্তান্তর করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহারা কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিবেন, তাহাদিগকে অনুমতি দিতে যে (ক) রবেলায় অনার্য্য ব্যতীত অন্য

ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিতে এবং (খ)র বেলায় দান বিক্রয়াদি করিতে।

২। ঐরূপ প্রত্যেক হস্তান্তর রেজেষ্টারী করিয়া করিতে হইবে এবং তৎপূর্ব্বে কালেক্টর বাহাদুরের হস্তান্তর ও দলিলের বিষয়াদি সম্বন্ধে অনুমতি লইতে হইবে।

৩। প্রচলিত নিয়মে বা অন্য কোনও আইনে যে হস্তান্তর আইনসিদ্ধ নহে অথচ এই আইন বলে তাহা (হস্তান্তর) করা যায় তাহা এই আইনের বলে সিদ্ধ হইবে না।

৪৯ (ছ) ধারা। এই অধ্যায়ের নিয়ম ব্যতীত অনার্য্য মধ্যস্বত্বাধিকারী, রাইয়ত বা কোর্ফার হস্তান্তর রেজেষ্টারী করা হইবে না অথবা কি, দেওয়ানী, ফৌজদারী বা রেভিনিউ আদালত তাহা গ্রাহ্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন না।

৪৯ (জ) ধারা। ১। যদি কোন স্বত্বাধিকারী, রাইয়ত অথবা কোর্ফা এই অধ্যায়ের নিয়ম ব্যতীত ভূমি হস্তান্তর করেন এবং এমনকি যদি হস্তান্তরিত ব্যক্তি ঐ ভূমি কোন দখল ও করিতে থাকেন তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব স্বইচ্ছায় অথবা এজন্য দরখাস্ত পাইলে লিখিত আদেশ ক্রমে ঐ ব্যক্তিকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন।

প্রকাশ থাকে যে—

(ক) ঐ উচ্ছেদ করিবার ব্যক্তি ক্রমাগত দ্বাদশ বর্ষকাল ঐ ভূমি দখলে রাখেন নাই এবং

(খ) ঐ উচ্ছেদের বিরুদ্ধে তাহাকে কেন উচ্ছেদ হইবে না বা তাহার কারণ দর্শানের সময় দেওয়া হয়।

২। যখন কালেক্টর ঐরূপ আদেশ দেন তখন তিনি হয়—

(ক) ঐ হস্তান্তরিত ভূমি হস্তান্তরকারী বা তাহার উত্তরাধিকারকে প্রত্যর্পণ করিবেন অথবা

(খ) ঐরূপ কোন লোক না থাকিলে কালেক্টর ভূম্যধিকারীকে তাহা বন্দোবস্ত দিতে অদেশ করিবেন। প্রকাশ থাকে যে ঐ ভূম্যধিকারী যদি এক বৎসরের মধ্যে তাহার বন্দোবস্ত না দেন তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব স্বয়ং ছয়মাস মধ্যে ভূম্যধিকারীর পক্ষে তাঁহার মতে উপযুক্ত ভাবে বন্দোবস্ত দিয়া ফেলিবেন। আর যদি কালেক্টর সাহেব ঐরূপ ভাবে বন্দোবস্ত না দিতে পারেন তাহা হইলে

৪৯ (এও) ধারা। যখন

(ক) কোনও স্বত্ব পূর্ব্বোক্ত ২য় ক্লজের মতে ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হয়—অথবা—

(খ) অনার্য্য প্রজা তাহার স্বত্ব ইস্তাফা দেয় বা তদীয় বাসভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক জোত পরিত্যাগ করে—

তখন ভূম্যধিকারী ৮৬ ও ৮৭ ধারার নিয়মানুবর্ত্তিতায়

(i) ঐ জোত অন্য অনার্য্যকে বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন—অথবা

(ii) কালেক্টর সাহেবের অনুমত্যানুক্রমে অনার্য্য ব্যতীত লোকের নিকট ও বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন অথবা নিজেই রাখিতে পারিবেন।

প্রকাশ থাকে যে কালেক্টর অনুমতি দিতে বিরত হইবেন না যদি ৪৯ (খ) ৪৯ (ঙ) ৪৯ (চ) ধারার নিয়ম সমূহকে অতিক্রম করিবার মানসে ঐ ইস্তাফা দেওয়া হইয়া থাকে।

২। যদি কোন ও ভূস্বামী ১ম উপধারার বিধানের বিধি অতিক্রম করিয়া পুনঃ বন্দোবস্ত করে বা অন্য কোনও বন্দোবস্ত করে তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব ৪৯জ ধারামতে তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিবেন।

৪৯ট ধারা। এই আইনে ভিন্নরূপ থাকিলেও, কোনও আদালত অনার্য্য মধ্যস্বত্বাধিকারী, রাইয়ত বা কোর্ফার জোত বিচারের জন্য ডিক্রি বা আদেশ দিতে পারিবেন না অথবা ঐরূপ কোনও স্বত্ব আদালতের ডিক্রী ক্রমে নীলামে বিক্রয় হইবে না।

প্রকাশ থাকে যে—

(ক) কোন ও অনার্য্যের জোত বা স্বত্ব খাজানার দাবীতে আদালতের ডিক্রীক্রমে বিক্রীত হইতে পারিবে।

(খ) এই ধারার বিধান সমূহ ডিক্রীমূলে কোনও স্বত্ব বিক্রয়ের বা স্থিরবিশ্বাষকৃত কোন রাইয়তি চুক্তিপত্রের সর্ত্তগুলির পক্ষে বিঘ্ন জন্মাইবে না যদি সেই ডিক্রী ও চুক্তিপত্র রেজেষ্ট্রীকৃত হয় এবং

(i) বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের সাওতালদের বেলায় ১৯১৬ সনের ১লা নভেম্বরের পূর্ব্বে হয় এবং

(ii) এই অধ্যায়ে বর্ণিত অন্যান্য জাতীর বেলায় নোটিশ বিজ্ঞাপিত করিবার (৪৯ক ধারামতে) এক বৎসর পূর্ব্বে যদি ঐ ডিক্রী দেওয়া হয় অথবা চুক্তিপত্র করা হয়।

(গ) সরকারী প্রাপ্য আদায়ের জন্য নীলামে এইরূপ কোনও জোত বা স্বত্ব বিক্রয়ের পক্ষে এই ধারার বিধান সমূহ বিঘ্ন জানাইবে না।

৪৯ঠ ধারা। যদি কোন ও অনার্য্য মধ্যস্বত্বাধিকারী, রাইয়ত অথবা প্রজার জোত ডিক্রি মূলে বিক্রয় করিতে হয় তাহা হইলে ডিক্রির আদেশকারী আদালত প্রজাকে ন্যায্য পাওনা মিটাইয়া দেওয়ার জন্য উপযুক্ত সময় দিবেন।

৪৯ড ধারা। (১). ৪৯চ, ৪৯জ, ৪৯ঞ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত কোনও কর্ম্মচারি কর্ত্তৃক যদি কোন আদেশ দেওয়া হয় তাহা

হইলে ঐ আদেশের বিরুদ্ধে উক্ত আদেশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের ভিতর কালেক্টর সাহেবের নিকট আপীল করা যাইবে এবং ঐ কালেক্টর সাহেবের মীমাংসাই শেষ মীমাংসা বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রকাশ থাকে যে কালেক্টর সাহেবের আদেশের বিরুদ্ধে আনীত আপীল কমিশনার সাহেবের পরিবর্ত্তন বা পর্য্যবেক্ষণের তত্বাবধানে থাকিতে পারিবে।

২। পূর্ব্বোক্ত উপধারায় যাহাই কেন থাকুকনা এই আইনের ১০ম অধ্যায় মতে কার্য্য করিলে ও আদেশ দিলে ঐ কর্ম্মচারীর আদেশের বিরুদ্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দেশকৃত কর্ম্মচারীর নিকটই আপীল হইবে এবং ঐ ব্যক্তির মীমাংসাই শেষ মীমাংসা বলিয়া গণ্য হইবে।

তবে ইহাও প্রকাশ থাকে যে সব আপীলই স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নিদ্দিষ্ট কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তন বা পর্য্যবেক্ষণের তত্ত্বাবধানে থাকিতে পারিবে।

৩। জিলার কালেক্টর কর্ত্তৃক যে কোন ও প্রাথমিক আদেশের বিরুদ্ধে কমিশনার সাহেবের নিকট আপীল করা যাইবে।

৪৯ ভ ধারা। এই আইনে যাহাই থাকুক না কেন কালেক্টর কর্ত্তৃক এই অধ্যায় অনুসারে প্রদত্ত কোন ও আদেশ নষ্ট বা বিভিন্নরূপ (সেট্-এসাইড্) করিবার জন্য ছল চাতুরি বা জুরিডিক্সন না থাকা ব্যতীত কোন ও দেওয়ানী আদালতে নালিশ রুজু করিতে পারা যাইবে না।

৪৯ ণ ধারা। স্থিরবিশ্বাসে হস্তান্তরিত কোনও জোত মধ্যস্বত্ব বা কোর্ফাস্বত্বের বা (validiy) মূল্য স্থিরত্ব সম্বন্ধে এই অধ্যায় বিঘ্ন ঘটাইবে না যদি

(ক) তাহা বাঁকুড়া বীরভূম ও মেদিনীপুরের সাঁওতালদের বেলায় ১৯১৬ সনের ১লা নভেম্বরের পূর্ব্বে করা হয়—এবং

(খ) এই অধ্যায়ে বর্ণিত অন্যান্য জাতীর বেলায় নোটিশ বিজ্ঞাপিত করিবার (৪৯ক ধারা মতে) এক বৎসর পূর্ব্বে যদি ঐ হস্তান্তর হইয়া থাকে।

অষ্টম অধ্যায়

খাজানার সাধারণ নিয়ম

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে অনুমান ও নিয়মাদি।

৫০ ধারা। ১। কোন ও মধ্যস্বত্বাধিকারী অথবা রাইয়ত এবং তাহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীরা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যদি অপরিবর্ত্তনীয় খাজানা বা অপরিবর্ত্তনীয় হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিয়া থাকিলে তাহাদের খাজানা বা খাজানার হার বৃদ্ধি করা যাইবে না যে পর্য্যন্তঐ জোতের অথবা মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ পরিবর্ত্তিত না হয়।

২। কোনও মধ্যস্বত্বাধিকারী বা রাইয়ত এবং তাহার পূর্ব্বাধিকারীগণ যাহা বিশ বৎসর পরিবর্ত্তিত হয় নাই এরূপ খাজানায় বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, এই আইনমত কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ইহা প্রমাণ হইলে যাবৎ ভিন্নরূপ প্রতিপন্ন না হইতেছে তাবৎ এইরূপ অনুমনে হইবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি ঐ খাজানায় বা খাজানার হারে তাহারা ঐ ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

প্রকাশ থাকে যে যদি কোনও আইনে বা তৎক্রমে এইরূপ আদেশ থাকে যে স্থান বিশেষে মোকররী খাজানায় বা মোকররী হারে খাজানায়

প্রজাস্বত্ব বা কোনও শ্রেণীর প্রজাস্বত্ব থাকিলে তাহা উক্ত আইন দ্বারা বা তদ্দ্বারা নির্দ্দিষ্ট তারিখে বা তৎপূর্ব্বে রেজেষ্টারী করিতে হইবে, তবে ঐ স্থানে কোন প্রজাস্বত্ব বা স্থলবিশেষে উক্ত শ্রেণীর প্রজাস্বত্ব তদ্রূপে রেজেষ্টারী করা না হইয়া থাকিলে তৎসম্বন্ধে ঐ তারিখের পর পূর্ব্বোক্ত অনুমান খাটিবে না।

৩। কোন ও ভূমি জোত হইতে পৃথক বা একত্রিত হইয়া অন্য জোতের অংশ বা একটি পৃথক জোত হইয়া গেলেও রাইয়তের অধীনস্থ ভূমি সম্বন্ধে এই ধারা কার্য্যকারী হইবার পক্ষে কোনও বিঘ্ন হইবে না।

৪। কয়েক বৎসরের ম্যাদে কোনও মধ্যস্বত্ব ভোগ করিলে অথবা ভূম্যধিকারীর ইচ্ছামত তাহার শেষ হইবার কথা থাকিলে, এই ধারার কোন কথা তাহারপ্রতি বর্ত্তিবে না।

---

৫১ ধারা। কোনও কৃষি-বৎসরে, প্রজার খাজানার পরিমাণ বা কোন্ কোন্ নিয়মাধীনে তিনি ভূমি ভোগ করেন, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, ভিন্নরূপ প্রতিপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি যে খাজানা বা যে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষিবৎসর চলিয়াছেন তাহাই অনুমিত হইবে।

ভূমির পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধির জন্য খাজানার পরিবর্ত্তন।

৫২ ধারা। (পরিবর্ত্তিত) ১। প্রত্যেক প্রজা—(ক) যে পরিমাণ ভূমির জন্য খাজানা দিতেছেন মাপে তদরিক্ত ভূমি বাহির হইলে সেই বর্দ্ধিত ভূমির জন্য পৃথক্ খাজানা দিবেন; যাবৎ তিনি প্রমাণ না দিতেছেন যে ঐ বর্দ্ধিত ভূমি জোত বা মধ্যস্বত্বান্তর্গত ছিল এবং তাহা শিকস্তি ক্রমে (ডাইলেভিয়ান) বা অন্য প্রকারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল কিন্তু তজ্জন্য তাহার খাজানাদি কমান হয় নাই।

(খ) যে পরিমাণ ভূমির জন্য খাজানা দিতেছেন মাপে তাহার কম পরিমাণ ভূমি হইলে তিনি সেই কম অংশের জন্য খাজানা হইতে অব্যাহতি পাইবার অধীকারী বটেন ; কিন্তু যাবৎ তিনি এইরূপ প্রমাণ না দিতেছেন যে ঐ নষ্টভূমি পয়স্তি ক্রমে (এলোভিয়ান) বা অন্য কোনও প্রকারে তাহার জোত বা মধ্য স্বত্বের সহিত সংযোজিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য তাহার খাজানাদি বর্দ্ধিত করা হয় নাই তাহা হইলে এই বিধি খাটিবে না।

২। যে পরিমাণ ভূমির জন্য পূর্ব্বে খাজানা দেওয়া হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত, মোকদ্দমার কোনও পক্ষ যদি এরূপ প্রার্থন করে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখিবেন।

(ক) প্রজাস্বত্ব উদ্ভবের মূল কারণ ও নিয়মাদি যথা :—ঐ খাজানা সমস্ত জোত বা মধ্যস্বত্বের সমস্ত খাজানা ছিল কি না।

(খ) প্রজাকে অতিরিক্ত ভূমির জন্য ভূম্যধিকারীর জ্ঞাতসারে ও অনুমতি অনুষারে মোট খাজানার উপর অতিরিক্ত খাজানা দিয়া বা অন্য কোনও প্রকারে ঐ অতিরিক্ত ভূমি ভোগ করিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে কিনা।

(গ) খাজানা বা ভূমির পরিমাণ জন্য কোনও বিবাদ ব্যতীত যত দীর্ঘকাল ঐ প্রজাস্বত্ব ভোগ হইয়া আসিতেছে এবং

(ঘ) জোতের উদ্ভব কালে যে মাপ ব্যবহৃত হইয়াছিল অথবা স্থানীয় নিয়ম ছিল তাহার সঙ্গে—মোকদ্দমা উপস্থিত করার কালে যে মাপ ব্যবহৃত হয় বা স্থানীয় নিয়মে তাহার বিবেচনা ও তুলনা করা।

৩। খাজানায় যে পরিমাণ টাকা বর্দ্ধিত করিতে হইবে তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত সেই শ্রেণীর প্রজাদের যে হারে খাজানা দিতে হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন ; এবং মধ্য স্বত্বাধিকারী বেলায় উক্ত মধ্য স্বত্বের

খাজ্যনার তুলনায় যে পরিমাণ লাভ পাওয়ার পধিকারী বটেন তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ; কিন্তু উপরিউক্ত যে কোন বেলায় আদালত যাহা অন্যায় ও অনুপযুক্ত মনে করেন তাহা ধার্য্য করিবেন না।

৪। মধ্যস্বত্বের বা জোতের মোট বার্ষিকমূল্যের যে পরিমাণ হ্রাস হইয়াছে তাহা পূর্ব্ব বৎসারিক যে অংশ হয়, খাজনার যত টাকা কমাইতে হইবে তাহা পূর্ব্ব খাজনার তত অংশ হইবে ; অথবা নষ্টভূমির বার্ষিক মূল্যের সন্তোষজনক প্রমাণ না পাওয়া গেলে যে পরিমাণ হ্রাস হয়, তাহা মধ্যস্বত্বের জোতের ভূমির পূর্ব্বে পরিমাণের যে অংশ, খাজনার যতটাকা কমাইতে হইবে তাহা পূর্ব্ব দেয় খাজনার সেই অংশ হইবে।

৫। এই ধারামতে উথাপিত কোন ও মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারী কিংবা প্রজা যদি বর্দ্ধিত ভূমির পরিমাণ নির্দ্ধারণে অসমর্থ হয় তাহা হইলে ঐ বর্দ্ধিত ভূমির খাজানা নির্ণয়ার্থে সাধারণতঃ ঐ সাকুল্য ভূমির যে খাজানা হয় তাহাই ঐ বর্দ্ধিত ভূমি বাদ দিয়া দিতে হইবে।

৬। (নূতন) এই ধারামতে উপস্থাপিত করা কোনও মোকদ্দমায় যদি ভূম্যধিকারী বা প্রজা এরূপ প্রমাণ দেন যে—

১। বর্দ্ধিত ভুমি কোনও পাট্টা বা কবুলিয়তে লিখিত হওয়ার সময়ে বা তৎকালে, কোনও জোত বা মধ্যস্বত্ব স্থিত কোনও জোতের মধ্যস্বত্বের বা তাহার অংশ বিশেষের সম্বন্ধে ভূমি মাপিয়া তাহারার নিয়ম প্রচলিত থাকে—অথবা—

২। মুড়ির (কার্ডণ্টার ফাইল) রসীদে ভূমির যে পরিমাণ লিখিত আছে তাহার সঙ্গে, যাহার উপর দাবী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই খাজানার খাতার লিখিত ভূমির পরিমাণের সহিত মিল হইলে এবং যদি ইহা প্রতিপন্ন হয় যে ঐ খাজানার খাতা প্রস্তুত করার সময়ে ভূমি মাপিয়া বন্দোবস্ত করার নিয়ম থাকে তাহা হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে জোত বা মধ্য-স্বত্ব মাপিয়া বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

কিস্তিমতে খাজানা দেওয়া।

৫৩ ধারা। প্রচলিত প্রথা ও অঙ্গীকার মতে নগদান্ খাজানা আদায়কারী প্রজা সমান চারি কিস্তিতে, প্রতি কৃষিবৎসরের ঐ কিস্তির শেষ তারিখে সমান অংশে আদায় করিবেন।

খাজানা আদায়ের সময় ও স্থান।

৫৪ ধারা। (পুরাতন ৪৫ ধারার পরিবর্ত্তে গৃহীত)

১। প্রত্যেক প্রজা খাজানার কিস্তি আদায়ের নির্দ্দিষ্ট তারিখের সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহার খাজানা আদায় করিবেন বা খাজানা যাক্ত্রা করিবেন।

প্রকাশ থাকে যে সাম্বৎসরিক খাজানা দেয় হইবার পূর্ব্বে বৎসরের যে কোনও সময়ে প্রজা তাহার বাৎসরিক খাজানা দিতে পারিবেন বা যাক্ত্রা করিতে পারিবেন।

২। খাজানা আদায় বা যাক্ত্রা এইরূপে করিতে হইবে যথা :—

(i) ভূম্যধিকারীর গ্রামের কাছারীতে অথবা তৎকর্ত্তৃক ঐ নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট অন্য কোনও সুবিধামত স্থানে ; অথবা—

(ii) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দেশিত নিয়মানুসারে পোষ্টেল মনি-অর্ডার যোগে, ৬১ ধারার নিয়মানুসারে আদালতে খাজানা জমা দিয়াও খাজানা যাক্ত্রা করা যায়।

৩। নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পোষ্টেল মনি অর্ডার যোগে খাজানা পাঠান হইয়া থাকিলে আদালত বিপরীত প্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত খাজানা যাক্ত্রা করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন।

৪। যথানিয়মে মণি অর্ডার যোগে প্রেরিত খাজানা ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে ঐ মণিঅর্ডার ফারমে লিখিত সমস্ত বিষয়াদি শুদ্ধ এবং

ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণিত হইবে না অথবা ২৬ঘ, ২৬ঙ, ২৬চ, অথবা ২৬ঞ ধারাতে তাহার স্বত্ব ত্যাগ বুঝাইবে না।

৫। কোন কিস্তি বা কিস্তির অংশের খাজানা যে তারিখে দেয় সেই তারিখে বা তৎপূর্ব্বে দেওয়া না হইলে খাজানা বাকী পরিয়াছে বুঝিতে হইবে।

খাজানা গ্রহণ।

৫৫ ধারা। ১। যখন কোন প্রজা খাজানা আদায় করিবার জন্য টাকা দাখিল করেন তখন উহা কোন্ বৎসরের বা কোন্ সনের কোন্ কিস্তির জন্য দেওয়া হইল তাহার উল্লেখ করিবেন এবং তাহা সেইরূপ ভাবেই ওয়াশীল দেওয়া হইবে।

২। যদি তিনি এরূপ কোন উল্লেখ না করেন তাহা হইলে তাহা ভূম্যধিকারী যে সন বা যে কিস্তির টাকা বলিয়া উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেই সনের কিস্তি বলিয়াই ওয়াশীল দিবেন।

ভূম্যধিকারীর খাজানা আদায়কারী-প্রজার দাখিলা পাইবার অধিকার।

৫৬ ধারা (পরিবর্ত্তিত)। ১। প্রত্যেক প্রজা ভূম্যধিকারীকে খাজানা আদায় করিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে তাঁহার নাম স্বাক্ষরসম্বলিত আদায়ী টাকার লিখিত দাখিলা (রসিদ) পাইবার অধিকারী বটেন।

(২) ভূম্যধিকারী উক্ত দাখিলার মুড়ি (কাউন্টার ফয়েল) প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া দিবেন।

(৩) এই আইনের ২য় সিডিউলে যে সব বিষয় লিখিত আছে টাকা আদায়ের সময়ে রসিদে এবং মুড়িতে তাহার যাহা নির্দ্দেশ করিতে পারেন তাহা লিখা থাকিবে।

প্রকাশ থাকে যে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে সাধারণ ভাবে অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের নিমিত্ত কিম্বা কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে পরিবর্ত্তিত নিয়মের অনুমোদন বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

(৪) যদি কোনও দাখিলায় এই ধারার বিশেষ কথাগুলি না থাকে তাহা হইলে বিপরীত দর্শান না গেলে, তাহা যে তারিখে দেওয়া যায়, সেই তারিখ পর্য্যন্ত খাজানা পুরা খাজানা বলিয়া অনুমিত হইবে।

বৎসরান্তে প্রজার ফারখতী বা হিসাবের বিবরণ পাওয়ার অধিকার।

৫৭ ধারা। (পরিবর্ত্তিত)

১। কৃষিবৎসরের অন্তে প্রজার দেয় সমস্ত খাজানাদি আদায় হইয়াছে বলিয়া ভূম্যাধিকারী কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইলে ঐ সন শেষ হওয়ার তিনমাস মধ্যে উক্ত প্রজা বিনা ব্যয়ে আপন ভূম্যাধিকারীর নিকট তাহার স্বাক্ষরিত ঐ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত পাওনা সমুদয় খাজানার ফারখতী স্বরূপ দাখিলা পাইবার অধিকারী বটেন।

২। ভূম্যাধিকারী ঐরূপ স্বীকার না করিলে, প্রজা চারি আনা ফী দিলে ঐ বৎসরান্তে তিন মাস মধ্যে, এই আইনের ২য় সিডিউলস্থিত হিসাবনিকাশের বিষয়াদি সম্বলিত অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সময়ে, সময়ে সাধারণভাবে অথবা কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানের নিমিত্ত কিংবা কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়াদি সম্বন্ধে নির্দ্দেশিকৃত হিসাবের বিবরণাদি পাইবেন।

৩। ভূম্যধিকারী উক্ত বিবরণ পত্রের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন এবং তাহাতে ও ঐরূপ বিশেষ বিবরণ লিখা থাকিবে।

দাখিলা ও হিসাবের বিবরণাদি না দিলে এবং মুড়ি না রাখার দরুণ জরিমানা।

৫৮ ধারা। ১। প্রজা খাজানা দিলে যদি ভূম্যধিকারী কোনও যুক্তিসিদ্ধ কারণ ব্যতিরেকে ৫৬ ধারার অনুযায়ী লিখিত বিবরণাদি সম্বলিত দাখিলা দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন তাহা হইলে প্রজা খাজানা আদায়ের তারিখ হইতে তিনমাসের মধ্যে খাজানার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক টাকা, আদালত যাহা ন্যায্য মনে করেন তাহা পাইবার জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

২। যদি ভূম্যধিকারী যুক্তিসিদ্ধ কারণ ব্যতিরেকে প্রজার দাবীকৃত ৫৭ ধারার প্রয়োজনানুরূপ কোন বৎসরের ফারখতী দাখিলা, কিম্বা প্রজা ঐরূপ দাখিলা পাইবার অধিকারী না হইলে, হিসাবের বিবরণ পত্র দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন তাহা হইলে যে বৎসরের দাখিলা বা হিসাব দেওয়া উচিত ছিল সেই বৎসর প্রজা ভূম্যধিকারীকে যে সমস্ত খাজানা দিয়া থাকেন, তাহার মোট পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক আদালত যাহা উচিত বোধ করেন তত টাকা দণ্ড উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রজা, পরবর্ত্তী কৃষিবৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

৩। কোন ভূম্যধিকারী বা তাঁহার কর্ম্মচারী যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে প্রজাকে কোন রসিদ বা বিবরণপত্র দিতে অথবা কোন রসিদ বা বিবরণপত্রের অনুলিপি বা নকল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া দিতে ত্রুটি করিলে ঐ ভূম্যধিকারীকে বা তাঁহার কর্ম্মচারীকে কালেক্টর সাহেবের

অনুসন্ধানের পর ৫০৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড করিবেন তাহা দিতে হইবে।

৪। কালেক্টর সাহেব, ত্রুটির তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে কোন ও রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট হইতে সন্ধান পাইয়া অথবা ঐ তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট হইতে নালিশ প্রাপ্ত হইয়া অথবা দেওয়ানী আদালতের নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া উপরে লিখিত ৩য় উপধারা মতে সারাসরি অনুসন্ধান করিতে পারিবেন।

৫। উক্ত ৩য় উপধারামতে নালিশীকৃত কোন মোকদ্দমায় কালেক্টর সাহেব ভূম্যধিকারীকে বা তাঁহার কর্ম্মচারীকে নিষ্কৃতি দিলে এবং যে কারণ মূলে প্রজা এই নালিশ দায়ের করিয়াছেন তাহা মিথ্যা ও বিরক্তি উৎপাদক বলিয়া প্রতীতি হইলে তাঁহার বিবেচনা মতে নিষ্কৃতির আজ্ঞাতে এই আদেশ করিতে পারিবেন যে তাঁহার বিবেচনা মতে ৫০৲ টাকার অধিক যে কোন ক্ষতিপূরণ ঐ ভূম্যাধিকারীকে বা তাঁহার কর্ম্মচারীকে দিতে হইবে।

৬। কালেক্টর সাহেব কৃত ৩য় উপধারাতে কোন অর্থ দণ্ডের কিম্বা ৫ম উপধারামতে প্রদত্ত কোনও ক্ষতিপূরণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুরের নিকট আপীল করা যাইবে এবং ঐরূপ আদেশ পুনঃ রেভেনিউ বোর্ড কর্ত্তৃক বাতিল না হইলে তাহাই শেষ মীমাংসা বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৭। এই আইন অনুসারে যে অর্থদণ্ড করা হয় বা ক্ষতিপূরণের আদেশ দেওয়া হয় তাহা সরকারী টাকা আদায় করিবার যে প্রচলিত আইন আছে তদ্রূপে আদায় করা যাইবে।

৮। এই ধারার জন্য কালেক্টর সাহেবের দেওয়ানী কার্য্যবিধিতে যেমন বিধি আছে সেই রকম বিধির মত সাক্ষীর প্রতি সমন দেওয়ার,

আদালতে উপস্থিত হওয়ার এবং দলিল পত্রাদি দাখিলের বাধ্য করিবার জন্য হুকুমাদি করিবার অধিকার আছে।

৯। (নূতন সংযোজিত) কোন ও প্রজা যে খাজানা দেয় সেই খাজানা নিয়া কিংবা ভূমির পরিমাণ নিয়া কোন গোলমাল বা তর্ক থাকিলে

(ক) খাজানার জন্য যে টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহার রসিদ দিতে অথবা

(খ) ৫৭ ধারার লিখিত হিসাবাদি দেওয়ার অস্বীকার করা বা অন্য কারণে না দেওয়া যথেষ্ট কারণ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। এবং প্রজা রসিদ নিতে অস্বীকৃত বলিয়া ৫৬ ধারার মতে মুড়ি প্রস্তুত না করা এবং তাহা রক্ষা না করাও যথেষ্ট কারণ বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দাখিলা ও হিসাবাদি প্রস্তুত

৫৯ ধারা।

১। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক ধারা মতে ব্যবহারের উপযোগী মুড়িশুদ্ধ দাখিলার ও হিসাবের বিবরণ পত্রাদি প্রস্তুত করাইয়া ভূম্যধিকারীদের নিকট বিক্রয়ার্থ মহকুমার কাছারীতে রাখাইবেন।

২। ঐ ফারমসমূহ পুস্তকাকারে ক্রমান্বয়ে পত্রাঙ্ক দেওয়া অবস্থায় বিক্রীত হইবে অথবা তদন্যথার স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যেরূপ আদেশ করেন সেইরূপ থাকিবে।

রেজেষ্টারী করা ভূম্যধিকারী, কর্ম্মচারী বা বন্ধক গ্রহীতা দাখিলা দিলে তাহার ফলাফল।

৬০ ধারা। কোন মহালের জমিদার, কর্ম্মচারী বা বন্ধক গ্রহীতার নিকট খাজানা দেনা হইলে যে ব্যক্তির নাম উক্ত মহালের ভূম্যধিকারী, কর্ম্মচারী বা বন্ধক গৃহীতা বলিয়া ভূমি রেজেষ্টারী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমতে রেজেষ্টারী করা যায়, সেই ব্যক্তির কিম্বা তদর্থে তাঁহার ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর প্রদত্ত দাখিলা খাজানা আদায়ের প্রচুর ফারখতী হইবে। এবং যে ব্যক্তির নাম ঐরূপে রেজেষ্টারী করা থাকে তিনি দাবী করিলে তদ্দুত্তরে খাজানা দিবার দায়ী ব্যক্তি ঐরূপ প্রতিবাদ করিতে পারিবেন না যে ঐ খাজানা তৃতীয় কোন ব্যক্তির প্রাপ্য।

কিন্তু রেজেষ্টারী করা ভূম্যাধিকারী, কার্য্যাধ্যক্ষ বা বন্ধক গ্রহীতার বিপক্ষে ঐরূপ তৃতীয় কোন ও ব্যক্তির যে কোনও প্রতিকারের উপায় থাকে, এই ধারার কোন কথায় তাহার বিঘ্ন হইবে না।

খাজানার আমানতী।

আদালতে খাজানা আমানত করিবার জন্য দরখাস্ত।

৬১ ধারা। নিম্নলিখিত যে কোনও কারণে যথা :—(ক) প্রজা খাজানা দিলে যখন ভূস্বামী উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইবেন অথবা খাজানা গ্রহণ করিয়া দাখিলা দিতে অস্বীকার করিবেন।

(খ) যে স্থলে প্রজা খাজানার জন্য টাকা দিতে বাধ্য সেই স্থলে পূর্ব্বের কোন কারণের জন্য প্রজার অবিশ্বাস করিবার হেতু থাকিলে, যে প্রজা খাজানা দিলে ও ভূস্বামী তাহা গ্রহণ করিবেন না বা উহার জন্য দাখিলা দিবেন না।

(গ) যে স্থলে ভূস্বামীরা নানা সরিকে বিভক্ত এবং প্রজার পক্ষে একত্র খাজানা দিয়া সকল সরিকের রসিদ পাওয়া অসম্ভব এবং তাঁহাদিগের সকলের পক্ষে খাজানা লইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোনও ব্যক্তি নিয়োজিত নাই। অথবা

(ঘ) কে প্রকৃত পক্ষে ভূস্বামী সে সম্বন্ধে প্রজার সন্দেহ হইলে এবং কে খাজানা গ্রহণের অধিকারী তাহা না জানিলে—

প্রজার জোত বা মধ্য স্বত্বের খাজানার মোকদ্দমা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা যে আদালতের থাকে, সেই আদালতের তৎকালীন পাওনা সমুদায় টাকা আমানত করিবার অনুমতি পাইবার জন্য প্রজা দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

২। যেহেতুতে দরখাস্ত করা হয় ঐ দরখাস্তে তাহার বিষদ বর্ণনা থাকিবে, তাহাতে এই বর্ণিত হইবে—(ক) ও (খ) স্থলে যে ব্যক্তির নামে আমানতী টাকা জমা করিতে হইবে তাঁহার বা তাঁহার কমন ম্যানেজারের নাম—(গ) স্থলে যে সব সরিকদের নামে আমানতী টাকা জমা করিবে তাহাদিগের নাম অথবা যত জনের নাম প্রজা নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হয়েন তত ব্যক্তির নাম থাকিবে। এবং (ঘ) স্থলে যে ব্যক্তিকে শেষবার খাজানা দেওয়া হয় তাঁহার নাম, এবং এখন যে ব্যক্তি বা যাঁহারা খাজানার দাবী করিতেছেন তাঁহাদের নাম দিতে হইবে—

তাহাতে প্রজা স্বাক্ষর করিবেন এবং দেওয়ানী কার্য্য বিবিধ ২৫ ধারানুসারে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে সত্য-পাঠ লিখিবেন। যেখানে তিনি স্বয়ং উক্ত মোকদ্দমার বিষয় অবগত নহেন সে স্থলে যে ব্যক্তি ঐ মোকদ্দমার বিষয় অবগত আছেন তিনি নাম স্বাক্ষর ও সত্যপাঠ লিখিবেন; এবং (ক) ও (খ) এর স্থলে খাজানা জমা দেওয়ার সময় খাজানা পাঠাইবার খরচ ও জমা দিবেন এবং (গ) ও (ঘ) এর স্থলে সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দেশিত যে ফী দিবার আদেশ করা হয় সেই ফীও ঐ সঙ্গে পাঠাইতে হইবে।

আদালতে দাখীলি খাজানার রসিদ দেওয়া হইলে তাহা উপযুক্ত ফারখতী বলিয়া গণ্য হইবে।

৬২ ধারা। (১) যে আদালতের নিকট পূর্ব্ব ধারা মতে দরখাস্ত করা হয় সেই আদালতের মতে যদি ইহা বিবেচিত হয় যে দরখাস্তকারী উক্ত ধারা মতে খাজানা জমা দিবার অধিকারী তাহা হইলে তাহাদের খাজানা লইয়া আদালতের মোহর যুক্ত রসিদ দিবেন।

(২) এই ধারামতে রসীদ দেওয়া হইলে তাহা প্রজার দেয় যে খাজানা পূর্ব্বোক্তরূপে আমানত করা যায়; সেই সম্বন্ধে ফারখাতীর ন্যায় কার্য্যকরী হইবে; এবং এরূপ ভাবে জমা দেওয়া হইয়াছে গণ্য হইবে যে তাহা

পূর্ব্বোক্ত ধারায় (ক) ও (খ) এর বেলায় দরখাস্তে উল্লিখিত ব্যক্তি কর্ত্তৃকই গৃহীত হইয়াছে এবং

ঐ ধারার (গ) এর বেলায় যে সরীক ভূম্যধিকারীদের প্রাপ্য খাজানা তাহাদিগকর্ত্তৃকই গৃহীত হইয়াছে এবং

ঐ ধারায় (ঘ) এর বেলায় যে ব্যক্তি খাজানা পাওয়ার অধিকারী তৎকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

আমানতী খাজানা ভূম্যধিকারীর নিকট প্রেরণের নিয়ম।

৬৩ ধারা। (নুতন) (পুরাতন ৬৩ ধারার পরিবর্ত্তে গৃহীত ১৯২৮ সন।)

যে আদালত আমানতী টাকা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা

(i) ৬১ ধারার (ক) ও (খ) এর বেলায় ঐ টাকা পোষ্টেল মণিঅর্ডার যোগে ভূম্যধিকারীর ঠিকানায় অথবা ক্ষমতা প্রাপ্ত কোনও কমন ম্যানেজার থাকিলে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

(ii) ঐ ধারায় (গ) ও (ঘ) এর বেলায় আদালতের কোনও প্রাকাশ্য স্থানে সমস্ত প্রয়োজনীয় বর্ণনা সহ এই খাজানা গ্রহণের বিষয়ের একটি নোটিশ লাগাইয়া দিবেন; কিন্তু ঐরূপ নোটীশ লাগানের পর পনরদিনের মধ্যে ৬৪ ধারার মতে যদি আমানতী টাকা ভূম্যধিকারীকে না দেওয়া যায় তাহা হইলে আদালত তৎক্ষণাৎ (গ) এর বেলায় আমানতী টাকা গ্রহণ বিষয়ের এক নোটিশ বিনা খরচে ভূম্যধিকারীর কোনও গ্রাম্য কাছারী থাকিলে তথায় পাঠাইয়া দিবেন এবং যেথানে ঐ মধ্যস্বত্ব, জোত বা তাহার কোনও অংশ অবস্থিত আছে তথায় কোনও সুপ্রকাশ্য স্থানে ঐরূপ নোটিশ দিবেন; এবং—

(ঘ) এর বেলায় ঐরূপ নোটিশ বিনা খরচায় যে সব ব্যক্তি ঐ আমানতী টাকা পাইতে দাবী করেন বা দাবী করিবার কারণ আছে তাহাদিগের উপর ও নোটিশ জারী করাইবেন।

আমানতী টাকা দেওয়া বা ফিরাইয়া দেওয়া।

৬৪ ধারা (পরিবর্ত্তিত) ১। আমানতী টাকা, ৬৩ ধারা মতে নোটিশ দেওয়া হইলে আদালতের বিবেচনায় যে ব্যক্তিকে তাহা পাইবার অধীকারী মনে করেন তাহাকে দিবেন। অথবা যদি উপযুক্ত মনে করেন তাহা হইলে ঐ টাকা যথার্থ কে পাইবার অধীকারী, দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক তাহা সুমিমাংসিত না হওয়া পর্য্যন্ত রাখিয়া দিতে পারেন।

২। যদি ৬৩ ধারার ১ম ক্লজের মতে অথবা এই ধারার ১ম উপধারামতে কোনও টাকা আমানত করিবার তিনবৎসর মধ্যে দেওয়া না হয় তাহা হইলে ঐ আমানতী টাকা আমানতকারীর দরখাস্ত পাইলে এবং আদালত কর্ত্তৃক প্রদত্ত খাজানার রসিদ প্রত্যর্পণ করিয়া দিলে এবং

দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক ভিন্ন কোনওরূপ আদেশ না হইলে ঐ আমানত কারীকেই প্রত্যর্পণ করিয়া দিবেন।

৩। পূর্ব্বোক্ত ধারাগুলির মতে আমানত গ্রহণকারী কোনও আদালতের কোন কাজের জন্য ভারতবর্ষের সপারিষদ ষ্টেট্ সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে কোনও মোকদ্দমা বা তদনুরূপ কোনও কার্য্য আনয়ন করা যাইবে না। কিন্তু এই ধারা, যে ব্যক্তি ঐরূপ আনামতী টাকা পাওয়ার অধিকারী সেই ব্যক্তির পক্ষে যে ব্যক্তির নিকট ঐরূপ টাকা আমানত করা হইয়াছে তাহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইবার পক্ষে কোনও বিঘ্ন জন্মাইবে না।

পোষ্টেল মনিঅর্ডারে প্রেরিত টাকা কিম্বা আমানতী টাকা গ্রহণ না করিলে তাহার দণ্ড।

৬৪ (ক) ধারা (নূতন) উপযুক্ত কারণ ব্যতীত মনিঅর্ডার যোগে প্রেরিত খাজানার টাকা বা আদালতে জমা দেওয়া খাজানার টাকা ভূস্বামী গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে তিনি মোকদ্দমা করিয়া ঐ খাজানার দরুণ সুদ বা ক্ষতিপূরণ লইতে পারিবেন না পরন্তু আদালত ইচ্ছা করিলে প্রজাকে এজন্য বাদীর দাবীকৃত টাকার উপর শতকরা ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণ দিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

এই ধারার বিধান মতে কোন জোতের ভূমির পরিমাণ সম্বন্ধে অথবা ইহার খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে কোনও গোলমাল থাকিলে তাহা খাজানা গ্রহণ না করিবার পক্ষে যুক্তিসিদ্ধ কারণ বলিয়া গ্রাহ্য করা হইবে না।

কিন্তু যদি কোন ও মালিক এরূপ খাজানার টাকা গ্রহণ করেন তাহা হইলে ইহা প্রমাণিত হইবে না যে ঐ টাকা জমা দেওয়ার দরখাস্তে বা

মনিঅর্ডারের ফারমে যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা ঐ মালিক স্বীকার করিয়া লইতেছেন।

কায়েমী মধ্যস্বত্ব, মোকররীহারের জোত বা দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত জোত বাকী খাজানার জন্য নিলাম।

৬৫ ধারা। প্রজা, কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী বা মোকররী হারের ভোগকারী রাইয়ত কিংবা দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়ত হইলে বাকী খাজানার জন্য তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইবে না কিন্তু তাহার স্বত্ব বা জোত খাজানার ডিক্রীজারী ক্রমে নীলাম হইতে পারিবে এবং ঐ খাজানা তাহার সর্ব্বপ্রথম দায় বলিয়া গণ্য হইবে।

অন্যান্য স্থলে বাকী খাজার জন্য উচ্ছেদ।

৬৬ ধারা। ১। কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী, মোকররী প্রজা ও দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়ত ব্যতীত প্রজার নিকট যদি খাজানা বাকী পড়ে তাহা হইলে কৃষিবৎসরের শেষে, ভূম্যাধিকারী উক্ত বাকী খাজানা আদায় করিবার ডিক্রি পাইয়া থাকুন বা না থাকুন এবং কোন চুক্তির সর্ত্ত মতে খাজানা আদায়ের জন্য তাহাকে উচ্ছেদ করিবার অধিকারী হউন বা না হউন তাহাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারিবেন।

২। বাকী খাজানার নিমিত্ত উচ্ছেদের মোকদ্দমায় বাদীর পক্ষে ডিক্রী দেওয়া হইলে ঐ ডিক্রীতে বাকী খাজানার পরিমাণ ও যদি তাহার কোনও সুদ থাকে তাহার বিবরণ থাকিবে; এবং যদি ঐ টাকা ও আদালতের খরচ ডিক্রির আদেশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে এবং

যদি ঐ দিন আদালত বন্ধ থাকে তাহা হইলে যে দিন পুনর্ব্বার আদালত খুলিবে সেই দিন আদালতে দাখিল করেন তাহা হইলে ঐ ডিক্রীজারী করা হইবে না।

৩। বিশেষ কোনও কারণ থাকিলে আদালত এই ধারায় লিখিত ৩০ দিনের সময় বর্দ্ধিত করিয়া দিতে পারিবেন।

বাকী খাজানার নিমিত্ত সুদ।

৬৭ ধারা। বাকী খাজানার সুদ শতকরা বৎসরিক ১২৷৷০ টাকা হারে কৃষিবৎসরের ত্রৈমাসিক কিস্তি খেলাপের তারিখ হইতে মোকদ্দমা দায়েরের তারিখ কিম্বা টাকা আদায়ের তারিখ এতদুভয়ের মধ্যে যে তারিখ পূর্ব্বের সেই তারিখ পর্য্যন্ত গণনা করা হইবে।

কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে খাজানা না দিলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষমতা কিম্বা অন্যায়রূপে বিবাদীর নামে খাজানার নালিশ করিলে বিবাদীকে ক্ষতিপূরণ দিবার ক্ষমতা।

৬৮ ধারা। (পরিবর্ত্তিত) ১। বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত আনীত কোনও মোকদ্দমায় যদি আদালতের বোধ হয় যে বিবাদী কোনও যুক্তিযুক্ত ও সম্ভাবিত কারণ ব্যতিরেকে তাহার দেয় খাজানা দিতে উপেক্ষা বা অস্বীকার করিয়াছেন তাহা হইলে খাজানা ও খরচাদির বাবৎ যে টাকা ডিক্রি হয় তাহার উপর শতকরা ২৫৲ টাকার অনধিক আদালত তাহার বিবেচনা মতে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে পারিবেন।

প্রকাশ থাকে যে এই ধারার মতে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ করিলে আর সুদ দেওয়ার ডিক্রি দিবেন না।

আরও প্রকাশ থাকে যে যেখানে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ হইয়াছে সেখানে—

(i) ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণ মোকদ্দমা দায়ের করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ের সুদের টাকার কম হইবে না, এবং—

(ii) বাকী খাজানার সুদ মোকদ্দমা দায়েরের তারিখ হইতে টাকা আদায়ের তারিখ পর্য্যন্ত আদালতের আদেশ মত হারে দেওয়া হইবে।

২। বাকী খাজানার জন্য আনীত কোনও মোকদ্দমায় যদি আদালতের মনে হয় যে বাদী কোনও যুক্তিযুক্ত ও সম্ভাবিত কারণ ব্যতীত বিবাদীর বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন তাহা হইলে আদালত তাহার বিবেচনা মত বাদীর দাবীকৃত সমস্ত টাকার উপর শতকরা ২৫৲ টাকার অনধিক ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বিবাদীকে দেওয়ার আদেশ দিবেন

অষ্টম অধ্যায়

৬৯ ধারা। উঠিয়া গেল।

---

৭০ ধারা। উঠিয়া গেল।

৭১ ধারা। উঠিয়া গেল।

৭২ ধারা। ভূম্যধিকারীর স্বত্ব হস্তান্তরিত হওয়ার নোটিশ না পাইলে প্রজা যদি তাহার দেয় খাজানা আদায় করিয়া ফেলেন তজ্জন্য তিনি ভূস্বামীর স্বত্ব ক্রেতার নিকট দায়ী হইবেন না।

১। কোন প্রজার ভূম্যধিকারীর স্বত্ব হস্তান্তরিত হইবার পর যে খাজানা পাওনা হয় তাহা যদি প্রজা ভূস্বামীর স্বত্ব ক্রেতার নিকট হইতে ঐ মর্ম্মে কোনও হস্তান্তরের নোটিশ পাওয়ার পূর্ব্বে পূর্ব্ব-ভূস্বামীকে দিয়া থাকেন তাহা হইলে ঐ খাজানার নিমিত্ত পুনঃ স্বত্ব গ্রহীতার নিকট দায়ী হইবে না।

২। যেখানে একাধিক প্রজা স্বত্ব-হস্তান্তরকারী ভূস্বামীকে খাজানা দিয়া থাকে, সেখানে স্বত্বগ্রহীতা নির্দ্দিষ্ট প্রকারে সাধারণ এক নোটিশ প্রচার করিলে এই ধারার মতে যথেষ্ট নোটিশ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

দখলীস্বত্ব হস্তান্তরের পূর্ব্বে খাজানা দেওয়ার দায়িত্ব।

৭৩ ধারা। (পরিবর্ত্তিত)। কোনও দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়ত আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে তাহার জোত হস্তান্তর করিলে, হস্তান্তরের কালের পূর্ব্ববর্ত্তীকাল পর্য্যন্ত দেয় খাজানার জন্য হস্তান্তরকারী ও গ্রহীতা উভয়ে পৃথক্ ভাবে এবং একত্রিত ভাবে ভূম্যধিকারীর নিকট দায়ী থাকিবেন।

প্রকাশ থাকে যে যদি হস্তান্তর সময়ে, গ্রহীতা ভূম্যধিকারীর বাকী খাজানাদি দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন এবং তাহা হস্তান্তর দলিলে লিখিত থাকে তাহা হইলে হস্তান্তরকারী খাজানাদির জন্য ভূম্যধিকারীর নিকট দায়ী হইবে না।

আবওয়াব প্রভৃতি বেআইনী।

৭৪ ধারা। (১) (পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত) প্রকৃত খাজানার উপর অতিরিক্ত আবওয়াব, মাথট কিম্বা ঐরূপ নামধেয় কোন কর ধার্য্য করা আইন বিরুদ্ধ; এবং ঐরূপ কর দিবার সমুদয় নিয়ম ও সর্ত্ত অসিদ্ধ হইবে।

২। প্রজার উপর দাবীকৃত রোড্-সেস্ বা পাবলিক ওয়ার্কস্-সেস্ অথবা উভয়ই—

(ক) ১৮৮০ সনের সেস্ এ্যাক্টের ৪১ ধারার ২য় ক্লজে নির্দ্ধারিত পরিমানের অধিক অথবা—

(খ) ঐ ধারার ৩য় ক্লজের নির্দ্ধারিত পরিমানের অধিক প্রকৃত খাজানার উপর ধার্য্য করা হইলে তাহা আইন বিরুদ্ধ হইবে; এবং ঐরূপ ভাবে দেওয়ার কোনও অঙ্গীকার পত্র প্রজা এবং ভূম্যধিকারীর মধ্যে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবরের পরে হইয়া থাকিলে তাহা অসিদ্ধ হইবে।

প্রকাশ থাকে যে এই উপধারাতে, বঙ্গীয় প্রজাসত্ব সংশোধিত (১৯১৯ সনের) আইনের প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে কোনও রেজেষ্টারী করা লিখিত চুক্তিপত্রের কোনও অনিষ্ট হইবে না।

ইহাও প্রকাশ থাকে যে ১৯১৯ সনের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধিত) আইনে প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে যদি প্রজাকর্ত্তৃক উপরিউল্লিখিত ২য় উপধারার মতে কোনও খাজানা প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার জন্য ১৮৭২ সনের ভারতীয় চুক্তিপত্র আইনের ৭২ ধারার নিয়মানুসারে তাহার পুনঃ প্রাপ্তির জন্য আর নালিশ রুজু করিতে পারিবেন না।

৩। কোন ভূস্বামীর নিকট হইতে বা কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে প্রাপ্ত কোনও নির্দ্ধারিত ভূস্বত্ব পাট্টা ক্রমে কায়েমী মোকররী ভাবে প্রাপ্ত হইলে এবং বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধিত আইন (১৯২৮ সন) প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে রেজেষ্টারীকৃত হইলে এই ধারার নিয়মাদি তৎপ্রতি বর্ত্তিবে না।

ভূম্যাধিকারী দেয় খাজনার অতিরিক্ত খাজানা প্রজার নিকট হইতে লইবার জন্য দণ্ড।

৭৫ ধারা। সাময়িক প্রচলিত কোন ও বিশেষ আইন ব্যতীত আইনানুমোদিত খাজানা, রোড্‌সেস্ অথবা পাবলিক ওয়ার্কস্ সেস ব্যতীত যদি কোন ও খাজানা বা উৎপন্ন শস্য ভূম্যধিকারী প্রজা হইতে আদায় করেন তাহা হইলে ঐরূপ প্রত্যেক আদায়কারী প্রজাই ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে ৭৪ ধারার ২য় উপধারায় ২য় ক্লজের নিয়মানুবর্ত্তিতায় ঐরূপ আদায়ের ৬ মাস কাল মধ্যে ঐ আদায়ী টাকার উপর আদালতের বিবেচনানুসারে দণ্ডস্বরূপ দেয় ২০০৲ শত টাকার অনধিক অথবা যদি ঐ আদায়ী টাকার দ্বিগুণ ২০০৲ শত টাকার অধিক হয় তাহা হইলে ঐ দ্বিগুণিত টাকাই ভূম্যধিকারী হইতে আদায় করিবার জন্য নালিশ করিতে পারিবেন।

উন্নতির সংজ্ঞা।

৭৬ ধারা। এই আইনে উক্ত, কৃষির কিংবা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত মানুষ ও গরুর "উন্নতি বিধান" শব্দে, যে কার্য্য জোতের মূল্য বর্দ্ধক ও তাহার কার্যের উপযুক্ত হয় অথবা জোতের উপর ঐ কাজ সম্পাদন না করিলেও তাহা দ্বারা ঐ জোতের উন্নতি বিধান হয় তাহাকেই বুঝাইবে।

সরলার্থ :—কৃষির জন্য ঐরূপ উদ্দেশ্যেকৃত কোনও কাজ জোতের মূল্য হ্রাস করিবার জন্য করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

২। বিপরীত না দর্শান পর্য্যন্ত এই ধারার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে "উন্নতি" বলিবে।

(ক) কূপ খনন, পুকুর, জল চলাচলের খাল সংরক্ষণের জন্য অন্য কাজ অথবা কৃষির জন্য জল সরবরাহ।

(খ) পূর্ত্ত কাজের জন্য ভূমি প্রস্তুত করণ

(গ) নালা দ্বারা বন্যা নিবারণের উপায় অথবা জল দ্বারা কৃষি-ভূমি বা পতিত ভূমি যাহাতে কর্ষণ করা যাইবে তাহা অনিষ্টের হাত হইতে বাঁচানের অন্য উপায়াদি।

(ঘ) পরিষ্কার করা, বাঁধ বাধা প্রভৃতি কৃষিভূমির স্থায়ী উন্নতি সমূহ—

(ঙ) পূর্ব্বোক্ত কার্য্যাদির মেরামত অথবা তাহার বর্দ্ধনাদি ইত্যাদি।

(চ) ইট বা পাথর প্রভৃতি স্থায়ী জিনিষ দ্বারা প্রজার বা তাহার পরিবারের বাসস্থান ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য গৃহ নির্ম্মাণ।

৩। কিন্তু রাইয়ত বা প্রজা কর্ত্তৃক কৃত কোনও কাজ এই আইনের কাজের জন্য উন্নতি বলিয়া বিবেচিত হইবে না যদি তদ্দারা ভূস্বামীর ভূমির মূল্য বিশেষ ভাবে হ্রাস হয়।

মোকররী ও দখলী স্বত্বের জোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন বিষয়

৭৭ ধারা। (সংশোধিত)

১। রায়ত বা ভূম্যধিকারী নিজে উৎকর্ষ সাধন করিতে সম্মত আছেন এই হেতু বিনা কোন রাইয়ত বা ভূম্যধিকারী, কেবল রাইয়ত বা ভূম্যধিকারী স্বরূপে, এক পক্ষ অপর পক্ষকে জোত সম্বন্ধে উৎকর্ষ সাধন করিতে বাধা দিতে পারিবেন না।

২। যদি রাইয়ত ও ভূম্যধিকারী উভয়েই একই উৎকর্ষ সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে উক্ত ভূম্যধিকারীর অধীন অন্য এক বা অধিক জোত তদ্দারা না হইলে উৎকর্ষসাধন করার অগ্রস্বত্ব রাইয়তেরই থাকিবে।

যদি কোন জোত সম্পর্কে কোন উৎকর্ষসাধন করিবার অনুমতির জন্য কোন রাইয়ত হইতে কোন নজরাণা আদায় করা হয় তবে তাহা আব্‌ওয়াব্‌ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তৎসম্পর্কে ৭৪ ধারার (১) প্রকরণের নিয়মাবলী প্রজোয্য হইবে।

উৎকর্ষসাধন প্রভৃতি করিবার স্বত্ব সম্বন্ধে কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তি।

৭৮ ধারা। (পরিবর্ত্তিত) রাইয়ত, অথবা কোর্ফা রাইয়ত এবং তাহার ভূম্যধিকারীর মধ্যে—

(ক) উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব সম্বন্ধে, কিম্বা

(খ) কোন বিশেষ কার্য্য উৎকর্ষসাধন কিনা, এতৎ সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে কালেক্টর সাহেব যে কোন পক্ষের প্রার্থনা-মতে সেই বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, এবং তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

৭৯ ধারা—১৯২৮ সনে উঠিয়া গেল

৮০ ধারা। (পরিবর্ত্তিত) ১। কোন ভূম্যধিকারী—আইনানুসারে যে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন, কিম্বা যাহা আইনানুসারে "সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে" (" " ১৯২৮ সালে সংযুক্ত) তাঁহার খরচে করা হইয়াছে, কিম্বা যাহা করিতে তিনি প্রজাকে সাহায্য করিয়াছেন, ঐরূপ যে কোন উৎকর্ষসাধন তিনি স্থানীয়

গভর্ণমেণ্টের নিযুক্ত রাজস্বকর্ম্মচারীর নিকট দরখাস্ত দ্বারা রেজেষ্টারি করাইতে পারিবেন।

২। "স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সময় সময় যেরূপ নিয়ম নির্দ্ধারণ করেন", (সাবেক "বিধিমতে যেরূপ অদেশ করেন" এর পরিবর্ত্তে), আবেদন পত্র সেইরূপ ফারমে লিখিত হইবে, ও তাহাতে সেই সকল তত্ত্ব থাকিবে এবং তাহাতে স্থানীয় তদন্ত দ্বারা বা অন্য উপায়ে সত্যপাঠ লিখিতে হইবে।

৩। যে কর্ম্মচারী আবেদন পত্র প্রাপ্ত হইবেন, তিনি—

(ক) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে উৎকর্ষসাধন হইলে, এই আইন প্রচলিত হইবার সময় হইতে ;

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পরে উৎকর্ষসাধন হইলে, উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবার তারিখ হইতে ১২ মাসের মধ্যে আবেদন করা না গেলে, ঐ আবেদন পত্র অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবার প্রার্থনা

৮১ ধারা। (ক) কোন জোতের ভূম্যধিকারী বা প্রজা ঐ জোত সম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন করা হইয়াছে তাহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করিলে, কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন। তখন যদি উক্ত রাজস্ব কর্ম্মচারী এরূপ বিবেচনা না করেন যে ঐ দরখাস্ত করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই অথবা এরূপ দেখা না যায় যে ঐ বিষয়

কোন দেওয়ানী আদালতে তদন্তাধীন রহিয়াছে,তবে উক্ত কর্ম্মচারী উভয় পক্ষকে নির্দ্ধারিত সময়ের ও স্থানের নোটীশ দিয়া সেই সময়ে ও স্থানে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

২। এই ধারা অনুসারে কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইলে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কিম্বা তাহাদের অধীন দাবীদার ব্যক্তিদের মধ্যে পরবর্ত্তী সমস্ত কার্য্যাবলীতে ঐ লিপিবদ্ধ বিষয় প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য করিবে।

রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়তের উৎকর্ষসাধনের জন্য ক্ষতি পূরণ

৮২ ধারা। ১। যে কোণ রাইয়ত অথবা কোর্ফা রাইয়তকে তাহার জোত হইতে উচ্ছেদ করা যায়, সেই রাইয়ত অথবা কোর্ফা রাইয়ত অথবা তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী এই আইন অনুসারে তাহাদের জোত সম্পর্কে যে সকল উৎকর্ষ সাধণ করিয়াছেন, তজ্জন্য পূর্ব্বে ক্ষতি পূরণ দেওয়া না হইয়া থাকিলে, তাহারা ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

২। কোন আদালত কোন রাইয়ত অথবা কোর্ফা রাইয়তকে উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী বা আদেশ করার সময় এই ধারা অনুসারে উৎকর্ষসাধনের জন্য তাহাদের কোন ক্ষতিপূরণ পাওনা হইলে তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবেন এবং নির্দ্ধারিত ক্ষতিপূরণের টাকা না দিয়া রাইয়ত অথবা কোর্ফা রাইয়তকে উচ্ছেদ করা যাইবে না, ডিক্রী বা আদেশে এরূপ সর্ত্ত রাখিবেন।

৩। যে স্থলে কোন বিশেষ সুবিধ পাইবেন বলিয়া রাইয়ত অথবা কোর্ফা রাইয়ত ক্ষতিপূরণ বিনা উৎকর্ষসাধন করিতে বাধ্য হইবার চুক্তি অনুসারে বা পাট্টা মূল্যে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন এবং উক্তসুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই স্থলে এই ধারামতে উৎকর্ষ সাধনের দরুণ ক্ষতিপূরণ পাইবার দাবী করা যাইতে পারিবে না।

৪। ১৮৮৩ সালে ২রা মার্চ্চ এবং এই আইন প্রচলিত হওয়ার সময়ের মধ্যে রাইয়ত অথবা কোর্ফা রাইয়ত যে উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া পরিগণিত হইবে।

৫। কোন উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত এই ধারা মতে যে ক্ষতি-পূরণ ধার্য্য করিতে হইবে সেই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয়ার্থ স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যতজন এসসর উপযুক্ত বোধ করেন, আদালত ততজন এসসর সঙ্গে লইবার জন্য নিয়ম করিয়া এবং এসসর-দের যোগ্যতা ও নির্ব্বাচন প্রণালী স্থির করিয়া স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সময় সময় সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপন দ্বারা নিয়ম প্রণয়ণ করিতে পারিবেন।

যে নিয়ম অনুসারে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে তাহার বিষয়।

৮৩ ধারা ঃ—(পরিবর্ত্তিত)

১। পূর্ব্বধারামতে উৎকর্ষসাধনের দরুণ যে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে—

(ক) জোতের মূল্য অথবা তাহাতে উৎপন্ন ফসল অথবা ঐ উৎপন্ন ফসলের মূল্য উৎকর্ষসাধন দ্বারা যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে সেই পরিমাণের প্রতি ;

(খ) উৎকর্ষসাধনের অবস্থা ও তাহার ফল যতকাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা তাহার প্রতি ;

(গ) উক্ত উৎকর্ষসাধন করিতে যে পরিশ্রম ও মূলধন ব্যয় হয় তাহার প্রতি ;

(ঘ) উক্ত উৎকর্ষসাধনের জন্য ভূম্যধিকারী কোনরূপ খাজানা হ্রাস বা ক্ষমা করিলে বা রাইয়তকে অথবা কোর্ফা রাইতকে অন্য কোন সুবিধা প্রদান করিলে তৎপতি ; এবং

(ঙ) ভূমি আবাদ করা গেলে কিম্বা অসেচিত ভূমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রাইয়ত অবথা কোর্ফা রাইয়ত যতকাল খাজানা বৃদ্ধি না দিয়া উৎকর্ষ সাধনের ফল ভোগ করিয়াছেন, সেই কালের প্রতি।

(চ) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ধার্য্য হইলে পর ভূম্যধিকারী ও রাইয়ত অথবা কোর্ফা রাইয়ত সন্মত হইলে আদালত এইরূপ আদেশ দিতে পারিবেন যে সম্পূর্ণরূপে নগদ টাকায় প্রদত্ত না হইয়া, উহা সম্পূর্ণরূপে ব অংশতঃ অন্য কোনরূপে প্রদত্ত হইবে।

ইমারত ও অন্য কার্য্যের জন্য ভূমি খাস করা

৮৪ ধারা ঃ—কোন জোতের ভূম্যধিকারী আবেদন করিলে যদি কোন দেওদানী আদালত সন্তোস জনক রূপে বুঝিতে পারেন

যে ঐ ভূমিতে ইমারত করিবার নিমিত্ত ঐ ভূমির ব্যবহারকে হিতজনক ও যুক্তি সঙ্গত ও উপযুক্ত কার্য্যের জন্য উক্ত জোতের অথবা উক্ত জোত বা মহালের অন্তর্গত সেই মহালের হিত জনক কোন যুক্তি সঙ্গত ও উপযুক্ত কার্য্যের নিমিত্ত, কিম্বা কোন ধর্ম্ম, শিক্ষা বা দাতব্য কার্য্যের উদ্দেশ্যেই উক্ত ভূম্যধিকারী ঐ জোত বা তাহার কোন অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক,

এবং যদি কালেক্টর সাহেবের সার্টিফিকেট ক্রমে আদালত ঐ উদ্দেশ্য যুক্তি সঙ্গত ও উপযুক্ত বলিয়া সন্তুষ্ট হন, তবে উক্ত দেওয়ানী আদালত যে নিয়ম উপযুক্ত বোধ করেন সেই নিয়মে ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক ঐ জোত খাস হওয়ার অনুমতি দিয়া প্রজার প্রতি এই আদেশ দিতে পারেন যে প্রজাকে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিবার সর্ত্ত সমেত যে সর্ত্ত আদালত অনুমোদন করেন, সেই সর্ত্তে উক্ত সমস্ত জোতে বা তাহার অংশে প্রজার যে স্বার্থ থাকে, তাহা প্রজা ভূম্যধিকারীর নিকট বিক্রয় করিবেন।

---

৮৫ ধারা। ১৯২৮ সনে উঠিয়া গেল।

ইস্তাফা ও পরিত্যাগ।

৮৬ ধারা ঃ—(পরিবর্ত্তিত) ১। কোন রাইয়ত পাট্টা বা অন্য চুক্তিপত্র দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বাধ্য না থাকিলে, যে কোন কৃষিবৎসরের শেষে আপন জোত ইস্তাফা করিতে পারিবেন।

২। কিন্তু ইস্তাফা করা সত্বেও রাইয়ত যদি সেই ইস্তাফা করিবার অন্যূন তিনি মাস পূর্ব্বে ইস্তাফা করিবার অভিপ্রায়ে

নোটীশ ভূম্যাধিকারীকে না দিয়া থাকে তবে ইস্তাফা করিবার তারিখের পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের নিমিত্ত ঐ রাইয়ত উক্ত জোতের খাজানা সম্বন্ধে ভূম্যাধিকারীকে ক্ষতি দিতে দায়ী থাকিবে।

৩। কোন রাইয়ত তাহার জোত ইস্তাফা দিয়া থাকিলে, বিপরীত না দর্শান পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত স্থলে উক্ত নোটীশ ঐরূপে দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া (২) প্রকরণের উদ্দেশ্য পক্ষে আদালত এই অনুমান করিবেন, অর্থাৎ,—

(ক) যদি রাইয়ত ইস্তাফা করিবার পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরে মধ্যে সেই ভূম্যধিকারী হইতে সেই গ্রামে নূতন জোত নেন

(খ) যে কৃষি বৎসরের শেষে ইস্তাফা করা হয়, সেই বৎসর শেষ হইবার অন্যূন তিন মাস থাকিতে যদি রাইয়ত ইস্তাফা দেওয়া জোত যে গ্রমে থাকে, সেই গ্রামে আর বাস না করেন।

৪। রাইয়ত উচিত বোধ করিলে, উক্ত জোত বা তাহার কোন অংশ যে দেওয়ানী আদালতের এলাকাধীন থাকে সেই আদালত দ্বারা উক্ত নোটীশ জারী করাইতে পরিবেন।

৫। কোন রাইয়ত আপন জোত ইস্তাফা করিলে, ভূম্যধিকারী ঐ জোতে প্রবেশ করতঃ তাহা অন্য কোন প্রজার নিকট পত্তন করিতে কিম্বা নিজ চাষে নিতে পারিবেন।

৬। কোন জোত রেজেষ্টারীকৃত দলীল দ্বারা সুরক্ষিত দায়ের অধীন থাকিলে, ভূম্যধিকারী ও দায় ধারীর সম্মতি না লইয়া ঐ জোত ইস্তাফা করা হইলে ঐ ইস্তাফা সিদ্ধ হইবে না।

৭। পূর্ব্ব প্রকরণে যেরূপ বিধান আছে তদ্ব্যতীত, যে চুক্তি মূলে কোন রাইয়ত ও তদীয় ভূম্যধিকারী সমস্ত জোত বা

তাহার কোন অংশ ইস্তাফা করিবার জন্য বন্দোবস্ত করেন এই ধারার কোন কথায় সেই চুক্তির কোন বিঘ্ন হইবে না।

সিকস্তীর জন্য খাজানা হ্রাস বা খাজানার দায় হইতে মুক্তি

৮৬ (ক) ধারা :—(পরিবর্ত্তিত) ১। যদি—

(ক) কোন মধ্য স্বত্ব বা জোত সিকস্তী হইয়া সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হয় এবং ঐ মধ্য স্বত্ব বা জোত সম্পর্কে প্রজা তজ্জন্য খাজানা দিবার দায় হইতে মুক্তিলাভ করেন,

(খ) কোন মধ্য স্বত্ব বা জোতের কোন অংশ সিকস্তী হইয়া বিলুপ্ত হয় এবং তজ্জন্য প্রজা ঐ অংশ সম্পর্কে জমা কমী প্রাপ্ত হন, তবে, রেজেষ্টরীর দলীল মূলে বিপরীত কোন চুক্তি না থাকিলে ঐ বিলুপ্ত জমী বা তাহার অংশে প্রজা তাহার যাবতীয় স্বত্ব ইস্তাফা করা গণ্য হইবে এবং তাহাতে তাহার সকল রকম স্বত্ব বিলুপ্ত হইবে।

২। যদি ঐ জমী সিকস্তী হওয়ার পর ঐ জোত বা মধ্য স্বত্বের লপ্তপয়স্তীরূপে পুনরায় উত্থিত হয় এবং যদি অপর কোন আইনের কার্য্য দ্বারা সিকস্তী জোত বা মধ্য স্বত্বের জমীর কোন অংশে কোনরূপ স্বত্বের উদ্ভব হয় তবে এই ধারার কোন কথায় তাহার বিঘ্ন হইবে না।

রাইয়ত অথবা কোর্ফা রাইয়তের ভূমি পরিত্যাগ।

৮৭ ধারা ঃ— (পরিবর্ত্তিত) ১। কোন রাইয়ত অথবা কোর্ফা রাইয়ত আপন ভূম্যধিকারীকে নোটীশ না দিয়া এবং খাজনা যাহা দেয় হয় তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক আপন বাসস্থান ত্যাগ করেন ও নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন জোত আর চাষ না করেন তবে উক্ত রাইয়ত অথবা কোর্ফা রাইয়ত যে কৃষি বৎসরে ঐরূপ ত্যাগ করিয়া যায় ও চাষ করিতে বিরত হন, সেই বৎসর অতীত হইবার পর যে কোন সময়ে ভূম্যধিকারী ঐ জোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন প্রজার নিকট পত্তন করিতে পারিবেন কিম্বা নিজ চাষে নিতে পারিবেন।

২। কোন ভূম্যধিকারী এই ধারা অনুসারে কোন জোতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তিনি উক্ত জোত পরিত্যক্ত জ্ঞানে তাহাতে প্রবেশ করিতে উদ্যত এই কথা লিখিয়া কালেক্টর সাহেবের আফিসে নির্দ্দিষ্ট ফারমে নোটীশ দাখিল করিবেন ; এবং কালেক্টর সাহেবের বিধিবদ্ধ প্রকারে একটী নোটীশ জারী করাইবেন।

৩। কোন ভূম্যধিকারী এই ধারা মতে কোন জোতে প্রবেশ করিলে উক্ত নোটীশ জারীর তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা দখলী স্বত্ব শূন্য রাইয়ত অথবা কোর্ফা রাইয়ত হইলে ছয় মাস অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ রাইয়ত আথবা কোর্ফা রাইয়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন। তাহা হইলে রাইয়ত অথবা কোর্ফা রাইয়ত ইচ্ছা পূর্ব্বক আপন জোত পরিত্যাগ

করেন নাই, আদালত এইরূপ সন্তুষ্ট হইলে, যে সকল ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহাদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে বাকী খাজানা দিবার সম্বন্ধে আদালত যেরূপ (যদি কোন) সর্ত্ত ন্যায্য বোধ করেন, সেই সর্ত্তে দখল ফিরিয়া পাইবার আদেশ দিতে পারিবেন।

৪। সমস্ত জোত্‌ বা তাঁহার কোন অংশ রেজেস্টরীযুক্ত দলীল মূলে দরপত্তন করা গিয়া থাকিলে, ভূম্যধিকারী এই ধারা-মতে উক্ত জোতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে যে রাইয়ত অথবা কোর্ফা রাইয়ত ঐ জোত চাষ করিতে বিরত হইয়াছে, সেই রাইয়ত অথবা কোর্ফা রাইয়ত যে খাজানা দিতেন সেই খাজানার এবং সেই রাইয়ত অথবা কোর্ফা রাইয়তের স্থানে প্রাপ্য সমস্ত বাকী খাজানা দর পাট্টাদার দিবেন এই নিয়মে, দর পাট্টার ম্যাদের অবশিষ্ট কালের নিমিত্ত, দর পাট্টাদারকে সমস্ত জোত দিবার প্রস্তাব করিবেন। দর পাট্টাদার দুই মাস মধ্যে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে ভূম্যধিকারী প্রবেশ করিতে এবং (১) ও (২) প্রকরণের বিধানমতে উহা অন্য কোন প্রজার নিকট পত্তন করিতে কিম্বা নিজে চাষ করিতে পারিবেন।

৫। (ক) যদি কোন কোর্ফা রাইয়তের কোন জোতে বা তাহার অংশে দখলের স্বত্ব থাকে; অথবা

(খ) যদি কোন কোর্ফা রাইয়তের তাহার জমিতে মোকররী ও মৌরসীস্বত্ব থাকা ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক কোন দলীলে স্বীকৃত হয়, অথবা

(গ) যদি কোন কোর্ফা রাইয়তে তদীয় জমীতে ১৯২৮ সনে সংশোধিত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রচলিত হওয়ার, সম্পূর্ণ পূর্ব্বে বা পরে অথবা অংশতঃ পূর্ব্বে বা অংশতঃ পরে ক্রমান্বয়ে বার বৎসর কাল যাবত দখল থাকে অথবা ঐ জমীর উপর তাহার থানা বাড়ী থাকে তবে ভূম্যধিকারী এই ধারামতে উক্ত জোতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কোর্ফা রাইয়ত যে খাজানা রাইয়তকে দিতেন সেই খাজানায় এবং রাইয়তের নিকট প্রাপ্য সমস্ত বাকী খাজানা এবং উপরোক্ত খাজানার পাঁচগুণ সেলামী কোর্ফা রাইয়ত দিবেন এই নিয়মে, কোর্ফা রাইয়তকে সমস্ত জোত অথবা তাহার অংশ দিবার প্রস্তাব করিবেন। কোর্ফা রাইয়ত দুই মাস মধ্যে ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে ভূম্যধিকারী নিম্নস্থ প্রজাস্বত্ব অসিদ্ধ করিয়া ঐ জোতে প্রবেশ করিতে এবং (১) ও (২) প্রকরণের বিধান মতে তাহা অন্য কোন প্রজার নিকট পত্তন করিতে কিম্বা নিজে চাষ করিতে পারিবেন।

ভূম্যধিকারীর সম্মতি বিনা প্রজা-স্বত্বের বিভাগ ভূম্যধিকারী প্রতি বাধ্যকর না হইবার বিষয়।

৮৮ ধারা :—ভূম্যধিকারীর বা এতদর্থে তাঁহার যথারীতি ক্ষমতা-প্রাপ্ত গোমস্তার লিখিত স্পষ্ট সম্মতিক্রমে না হইলে মধ্য স্বত্বের বা জোতের বিভাগ বা তৎসম্বন্ধে দেয় খাজানার বণ্টন ভূম্যধিকারীর প্রতি বাধ্যকর হইবে না।

কিন্তু কোন মধ্য স্বত্ব বা জোতের বিভাগ করা হইয়াছে অথবা তৎসম্পর্কে দেয় খাজানার বণ্টন করা হইয়াছে কোন ভূম্যধিকারীর খাতায় যদি এতৎ প্রদর্শক কোন কথা লিখা হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ হয় তাহা হইলে ঐ ভূম্যধিকারী ঐরূপ বিভাগ বা বণ্টন সম্বন্ধে

আপনার স্পষ্ট সম্মতি লিখিয়া দিয়াছেন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারিবে।

আরও প্রকাশ থাকে যে

(১) সমস্ত সরিক-ভূম্যধিকারী এবং সমস্ত প্রজাগণের সম্মতি নিয়া না করিলে কোন মধ্য স্বত্ব বা জোতের বিভাগ বা খাজানার বণ্টন সিদ্ধ হইবে না—এবং

(২) যদি কোন ভূম্যধিকারী কোন প্রকার প্রার্থনা অনুসারে মধ্য স্বত্ব বা জোত জমীর বিভাগ বা উহার খাজানার বণ্টন সম্বন্ধে সম্মতি না দেন অথবা যদি কোন সরিকপ্রজা ঐরূপ বিভাগ বা বণ্টন সম্বন্ধে সম্মতি না দেন অথবা যদি কোন সরিক প্রজা, ভূম্যধিকারী কৃত বিভাগ বা বণ্টন দ্বারা নিজকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করেন এবং যদি প্রজা পরবর্ত্তী বিধান অনুসারে ভূম্যধিকারীর প্রতি নোটীশ দিয়া নোটীশের তারিখ হইতে ছয় মাস মধ্যে এতদর্থে দেওয়ানী আদালতে আবেদন করেন তবে ঐ দেওয়ানী আদালত লিখিত আদেশ দ্বারা যে ভাবে মধ্য স্বত্ব বা জোত বিভাগ বা উহার খাজানা বণ্টন করা ন্যায্য ও সঙ্গত বিবেচনা করেন সেই ভাবে, তাহা বিভাগ বা বণ্টনের আজ্ঞা করিতে পারিবেন অথবা ভূম্যধিকারী কর্তৃক কৃত বিভাগ বা বণ্টন অন্যায্য ও অসঙ্গত বোধ করিলে তাহা রদ বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন। এই ধারার অন্তর্গত কোন কথা দ্বারা মধ্যস্বত্ব বা জোত বিভাগ বা উহার, খাজানা বণ্টনের আদেশ করিতে কোন আদালতের কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া গণ্য হইবে না।

১। যদি উক্তরূপ বিভাগের ফলে অসঙ্গত রূপ ছোট জোত সমূহের সৃষ্টি হয় ;

২। যদি উক্তরূপ খাজানা বণ্টনের ফলে কোন অংশের খাজানা (জোত স্থলে) ২॥০ আনার ন্যূন এবং (মধ্য স্বত্ব স্থলে) ৪৲ টাকার ন্যূন হয়,

সমস্ত ভূম্যধিকারী ও প্রজার উপর আবেদন পত্রের নোটীশ না দিয়া আদালত ঐরূপ কোন আদেশ করিতে পারিবেন না, এবং প্রয়োজন মত ভূম্যধিকারী অথবা অপর সরিক—প্রজাদের বা উভয়ের প্রতি রেজেষ্টরী ডাকযোগে নোটীশ না দিয়া কেহ ঐরূপ কোন আবেদন করিতে পারিবেন না।

আদালত মধ্য স্বত্ব বা জোত বিভাগ বা উহার খাজানা বণ্টনের প্রত্যেক আদেশের সহিত ইহাও আদেশ করিবেন যে মধ্য স্বত্বের বেলায় প্রজার দেয় খাজানার দ্বিগুণ এবং জোতের বেলায় ঐরূপ খাজানায় চারিগুণ পরিমাণ টাকা নামজারী ফিস্ স্বরূপ ভূম্যধিকারীকে আবেদনকারীর দিতে হইবে।

৮৯ ধারা ঃ—ডিক্রীজারী ব্যতীত কোন প্রজাকে তাহার জোত বা মধ্য স্বত্ব হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে না।

ভূমি মাপ করিতে ভূম্যধিকারীর অধিকার।

৯০ ধারা ঃ—

(১) এই ধারার বিধান সমূহ এবং কোন চুক্তি থাকিলে তাহা মানিয়া ভূম্যধিকারী স্বয়ং কিম্বা এতদর্থে তাঁহার ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা লাখেরাজ ভূমি ছাড়া আপন মহালের বা মধ্য স্বত্বের অন্তর্গত সমুদয় ভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাহা মাপ করিতে পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী প্রজার সম্মতি বিনা কিম্বা কালেক্টর সাহেবের লিখিত অনুমতি বিনা দশ বৎসর মধ্যে একবারের অধিক ভূমি মাপ করিতে পারিবেন না। কেবল নিম্নলিখিত স্থলে এই নিয়ম খাটিবে না। যথা,—

(৩) শেষ মাপের তারিখ অবধি উক্ত দশ বৎসর গণনা করিতে হইবে। ঐ মাপ এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বেই হইয়া থাকুক বা পরেই হইয়া থাকুক।

(ক) যে স্থলে মধ্যস্বত্ব বা জোতের ভূমির পরিমাণ সিকস্তী পয়স্তী হেতু বৎসর বৎসর পরিবর্ত্তিত হইতে পারে এবং দেয় খাজানা ঐ পরিমাণের উপর নির্ভর করে;

(খ) যে স্থলে আবাদী ভূমির পরিমাণ বৎসর বৎসর পরিবর্ত্তিত হইতে পারে এবং দেয় খাজানা আবাদী ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে;

(গ) যে স্থলে ভূম্যধিকারী স্বেচ্ছাকৃত হস্তান্তর ক্রমে না হইয়া অন্য প্রকারে খরিদ্দার হন এবং খরিদ সূত্রে দখল করিবার তারিখ হইতে দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

প্রজাকে উপস্থিত থাকিয়া সীমা দেখাইয়া আদেশ করা সম্বন্ধে আদালতের ক্ষমতা।

৯১ ধারা। ১। কোন ভূম্যধিকারী পূর্ব্ব ধারামতে যে ভূমি মাপ করিতে অধিকারী, তাহা মাপ করিতে ইচ্ছা করিলে, ভূম্যধিকারীর আবেদন মতে দেওয়ানী আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে প্রজা উপস্থিত থাকিয়া ঐ ভূমির সীমা দেখাইয়া দিবেন।

২। যদি প্রজা উক্ত আজ্ঞামতে কার্য্য করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে যে সময়ে উপস্থিত থাকিবার জন্য প্রজার প্রতি আজ্ঞা করা হয়, সেই সময়ে ভূম্যধিকারীর আদেশ ও উপদেশ মতে ভূমির সীমানার ও মাপের মানচিত্র বা অন্য যে কাগজপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে, বিশুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

মাপের আদর্শ।

৯২ ধারা। ১। ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন মোকদ্দমায় বা অনুষ্ঠানিক কার্য্যে কোন দেওয়ানী আদালতের বা রাজস্ব কর্ম্মচারীর আজ্ঞাক্রমে যে মাপ হইবে তাহা একর দ্বারা হইবে। কিন্তু উক্ত আদালত বা রাজস্ব কর্ম্মচারী অন্য বিশেষ আদর্শে মাপ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; তাহা হইলে একর দ্বারা মাপ হইবে না।

২। উভয় পক্ষের স্বত্ব একর ছাড়া অন্য কোন স্থানীয় মাপ অনুসারে নিয়মিত হইলে, উক্ত মোকদ্দমার বা কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য একরের মাপকে ঐ স্থানীয় মাপে পরিণত করা যাইবে।

৩। কোন স্থানে যে বা যে যে মাপের আদর্শ প্রচলিত আছে, স্থানীয় তদন্ত ক্রমে যে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট তাহা ঘোষণা করিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন; এবং যে পর্য্যন্ত বিপরীত দর্শান না যায়, ঐরূপ প্রত্যক ঘোষণা পত্র বিশুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

এজমালী কার্য্যাধ্যক্ষ (কমন্ ম্যানেজার) কেন নিযুক্ত করিবেন না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য সরীক-মালীক প্রতি আদেশ দিবার ক্ষমতা।

৯৩ ধারা। (নূতন)

১। কোন মহালের অথবা মধ্যস্বত্বের অথবা দুই বা ততোধিক মহালের বা মধ্যস্বত্বের এজমালী ভূমির শাসন সমরক্ষণ সম্বন্ধে উহার সরিক-মালীকান মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে; অথবা

২। কোন মহালে বা মধ্যস্বত্বে অধিক সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিক মালীক থাকার দরুণ প্রজা অথবা ভূম্যধিকারীদের দেয় থাজানা দিতে বা প্রাপ্য থাজানা পাইতে অসুবিধা এবং ক্লেশের কারণ হইলে,

জিলার জজ সাহেব যদি ন্যায় সঙ্গত ও সুবিধাজনক বিবেচনা করেন তবে (১) স্থলে—(ক) কালেক্টর সাহেবের, অথবা—

(খ) ঐ মহালে বা মধ্যস্বত্বে অথবা যে কোন একটি মহাল বা মধ্যস্বত্বে কোন স্বার্থ আছে এরূপ কোন ব্যক্তির আবেদন অনুসারে এবং (২) স্থলে

(ক) অর্দ্ধেকের বেশী সংখ্যক প্রজার, অথবা

(খ) মহালে বা মধ্যস্বত্বে মোটের উপর অর্দ্ধেকের বেশী সরিকানের আবেদন অনুসারে (১) স্থলে, প্রয়োজন মতে, যে বা যে সম্পূর্ণ মহালে বা মহাল সমূহে অথবা মধ্যস্বত্বে বা মধ্যস্বত্ব সমূহে বিবাদ বর্ত্তমান আছে, তজ্জন্য, অথবা, উহাদের যে যে অংশে বিবাদ বর্ত্তমান আছে সেই অংশের জন্য, এবং (২) স্থলে, যে মহালে বা মধ্যস্বত্বে প্রজাগণের বা ভূম্যধিকারী-গণের অসুবিধা বা ক্লেশের কারণ হইয়াছে, সেই মহাল বা মধ্যস্বত্বের জন্য, কেন উক্ত সরীকগণ বা সরিক মালীকগণ একজন এজমালী কার্য্যধ্যক্ষ (কমন্ ম্যানেজার) নিযুক্ত করিবেন না তাহা কারণ দর্শইবার জন্য তাঁহাদের সকলের প্রতি জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন মহাল বা মধ্য স্বত্বের কোন সরিক (কো—শেয়ারার) বা সরিক-মালীক (কো—ওনার) অথবা দুই কিম্বা ততোধিক মহালের বা মধ্য স্বত্বের এজমালী ভূমির কোন সরিক মালীক (কো—ওনার) যদি বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার দাবীকৃত স্বত্বে দখলকার না থাকেন এবং যে স্থলে তিনি কোন মহালের সরিক বা সরিক মালীক হন সেই স্থলে যদি তাঁহার নাম এবং স্বত্বের পরিমাণ ১৮৭৬ সালের নামজারী আইন অনুসারে রেজেষ্টারী করা না থাকে তবে তিনি এই ধারামতে আবেদন করিতে অধিকারী হইবেন না।

কারণ দর্শান না হইলে কার্য্যাধ্যক্ষ (ম্যানেজার) নিযুক্ত করিবার জন্য আজ্ঞা দেওয়ার ক্ষমতা।

৯৪ ধারা ঃ—যদি পূর্ব্ব ধারামতে নোটীশ জারী হইবার পর এক মাসের মধ্যে সরিক মালীকান পূর্ব্বোক্তমত কারণ দেখাইতে না পারেন তবে জিলার জজ সাহেব তাঁহাদিগকে একজন এজমালী কার্য্যাধ্যক্ষ (কমন্ ম্যানেজার) নিযুক্ত করিবার আদেশ ও আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে যে সরিক মালীক উপস্থিত হন নাই তাঁহার প্রতি ঐ আজ্ঞার নকল জারী করা যাইবে।

আজ্ঞা প্রতিপালিত না হইলে কার্য্যাধ্যক্ষ (ম্যানেজার) নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা।

৯৫ ধারা ঃ—পূর্ব্ব ধারামতে আজ্ঞা হইবার পর, এতদর্থে জিলার জজসাহেব এক মাসের অন্যূন যে সময় ধার্য্য করিয়াছেন, সেই সময়ের মধ্যে অথবা যে স্থলে পূর্ব্ব ধারামতে ঐ আজ্ঞা জারী করা হইয়াছে সেই স্থলে ঐরূপ জারীর পর অনুরূপ সময় মধ্যে, যদি সরীক মালীকান একজন এজমালী কার্য্যধ্যক্ষ (কমন ম্যানেজার) নিযুক্ত না করেন এবং জিলার জজ সাহেবের অবগতির জন্য ঐরূপ নিয়োগের সংবাদ না দেন, তবে যুক্তি সঙ্গত সময় মধ্যে সন্তোষজনক বন্দোবস্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, জিলার জজ সাহেবকে ইহা সন্তোষজনক রূপে দেখান না হইলে, জিলার জজ সাহেব—

(ক) যে স্থলে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ উক্ত মহালের বা মধ্যস্বত্বের শাসন সমরক্ষণের ভার লইতে সম্মত হন, সেই স্থলে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ দ্বারা ঐ মহালের শাসন সমরক্ষণ হওয়ার আদেশ দিতে পারিবেন ; অথবা,

(খ) যে কোন স্থলে একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

পূর্ব্ব ধারার (খ) প্রকরণ মতে সকল স্থলে কার্য্য করিবার জন্য কোন ব্যক্তির নাম নির্দ্দেশ করার (নমিনেট্) ক্ষমতা।

৯৬ ধারা ঃ—কোন স্থানের অন্তর্গত যে সকল মহালের ও মধ্যস্বত্বের জন্য পূর্ব্ব ধারার (খ) প্রকরণ মতে একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা আবশ্যক হয়, সেই সকল মহালের ও মধ্যস্বত্বের কার্য্যাধ্যক্ষত্ব করিবার জন্য উক্ত স্থানের নিমিত্ত স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কোন ব্যক্তির নাম নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন; এবং ঐরূপে কোন ব্যক্তির নাম নির্দ্দেশ করা হইলে, জিলার জজ্ সাহেব উক্ত প্রকরণ মতে অন্য কোন ব্যক্তিকে কার্য্যাধ্যক্ষ (ম্যানেজার) নিযুক্ত করিতে পারিবেন না। কিন্তু কোন মহাল সম্বন্ধে যদি জজসাহেব সরিক-মালীকদের মধ্যেই এক জনকে কার্য্যাধ্যক্ষ স্বরূপ নিযুক্ত করা উচিত বোধ করেন তবে তিনি তাহা করিতে পারিবেন।

কোর্টঅবওয়ার্ডসের কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে ১৮৭৯ সালের কোর্টঅব্‌ওয়ার্ড্‌স্ বিষয়ক আইন প্রযোজ্য।

৯৭ ধারা ঃ—যে কোন স্থলে কোর্টঅব্‌ওয়ার্ড্‌স্ ৯৫ ধারা মতে কোন স্থানের বা মধ্যস্বত্বের কার্য্যধ্যক্ষত্ব গ্রহরণ করেন সেই স্থলে ১৮৭৯ সালের কোর্টঅব্‌ওয়ার্ডস্ বিষয়ক আইনের স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত বিধান সমূহ কার্য্যাধ্যক্ষত্ব সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ সম্বন্ধে যে সকল বিধান প্রযোজ্য তাহা।

৯৮ ধারা ঃ—(১) জিলার জজ সাহেব সঙ্গত বোধ করিলে সময় সময় যেরূপ নির্দ্দেশ করেন, তদনুসারে ৯৫ ধারামতে নিযুক্ত কার্য্যাধ্যক্ষের

পারিশ্রমিক নির্দ্দিষ্ট বেতন দ্বারা অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ স্বরূপে তৎকর্ত্তৃক আদায়ী টাকার উপর শতকরা কোন অংশ দ্বারা অথবা অংশতঃ এক প্রকারে এবং অংশতঃ অন্য প্রকারে দিতে পারা যাইবে।

২। উক্ত কার্য্যাধ্যক্ষ যথারীতি আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার জন্য জিলার জজসাহেব যেরূপ জামিন দিবার আদেশ করেন সেইরূপ জামিন দিবেন।

৩। তিনি নিযুক্ত না হইলে, সরিক মালীকান সকলে একযোগে যে সকল ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিতেন, জিলার জজসাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে শাসন সমরক্ষণের জন্য তাঁহার সেই সকল ক্ষমতা থাকিবে, এবং সরিক মালীকান ঐরূপ কোন ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবেন না।

৪। তিনি জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞানুসারে সমস্ত আয় বণ্টন করিয়া দিবেন।

৫। তিনি যথারীতি হিসাব রাখিবেন এবং সরিক মালীকান বা তাঁহাদের যে কেহকে উক্ত হিসাব পরিদর্শন করিতে ও উহার নকল লইতে দিবেন।

৬। জিলার জজসাহেব যে সময়ে ও যে ফারমে আদেশ করেন, তিনি সেই সময়ে ও সেই ফারমে আপন হিসাব পাস করিবেন।

৭। ভূস্বামীরা (প্রোপ্রাইটার্স্) ১০৩ ধারা মতে অথবা ১৫৮ (ক) ধারা (১৯২৮ সালে সংযুক্ত*) মতে যে কোন আবেদন করিতে পারিতেন তিনি সেই সব আবেদন করিতে পারিবেন।

৮। জিলার জজসাহেবের আজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে অপসারিত করা যাইবে, অন্য কোন প্রকারে নহে।

৯৯ ধারা ঃ—যখন কোন মহাল বা মধ্যস্বত্ব কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন হয় কিংবা ৯৫ ধারা বিধান মতে কোন ম্যানেজার নিযুক্ত হয়,

ডিষ্ট্রীক্ট জজ বাহাদুর যদি বুঝিতে পারেন যে আংশিক মালিকদ্বারা মহাল পরিচালিত হইলে সাধারণের বা ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থের বা কোন স্বত্বের হানি হইবে না, তবে যে কোন সময় তিনি উহা আংশিক মালিকের অধ্যক্ষতার জন্য ন্যস্ত করিতে পারেন।

সাধারণ প্রতিনিধি (কমন্ এজেণ্ট) নিয়োগ।

৯৯ (ক) ধারাঃ—(নূতন) ১। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি সম্মিলিত (জয়েণ্ট) বা সরিক ভূম্যধিকারী থাকিলে তাঁহারা লিখিত দলিল মূলে তাঁহাদের সমস্ত এজমালী সম্পত্তি বা উহার কোন অংশ সম্পর্কে তাঁহাদের সকলের পক্ষে নিম্নলিখিত কার্য্য করার জন্য একজন সাধারণ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারিবেন ঃ—

(ক) ১২।১৩।১৫।১৭।১৮।২৬ (গ) ও ২৬ (চ) ধারা অনুসারে মধ্যস্বত্ব বা জোত বা উহার কোন অংশ বা হিস্যা হস্তান্তরিত হওয়ার নোটীশাদি তাঁহাদের সকলের পক্ষে গ্রহণ করিবার জন্য।

(খ) ঐ সমস্ত ধারা অনুসারে দেয় ভূম্যধিকারীর ফিস্ বা হস্তান্তরের দরুণ ভূম্যধিকারীর ফিস্ তাঁহাদের সকলের পক্ষে গ্রহণ করিবার জন্য ; এবং

(গ) ৬১ ধারা অনুসারে আদালতে গচ্ছিত খাজানা তাঁহাদের সকলের পক্ষে গ্রহণ করিবার জন্য।

২। (ক) উক্ত সাধারণ প্রতিনিধি আবেদন করিলে এবং তাঁহার নিয়োগ পত্র দাখিল করিলে কালেক্টর সাহেব বিধিবদ্ধ প্রণালীতে সাধারাণ প্রতিনিধির এবং তাঁহাকে যে সকল ভূম্যধিকারী নিযুক্ত করিয়াছেন তাঁহাদের নাম, ধাম ইত্যাদি এবং অন্যান্য বৃত্তান্ত রেজেষ্টরী করিবেন।

(খ) যে স্থানে কার্য্য করার জন্য তিনি সাধারণ প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন ঐ স্থানের অন্তর্গত মধ্যস্বত্ব বা জোতের

জন্য দেয় খাজানা আদায়ের পর ৫৬ ধারা অনুসারে যে রসীদ দেওয়ার বিধান আছে ঐ রসীদে উক্ত সাধারণ প্রতিনিধির নাম ধাম লিখিতে হইবে।

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

১০০ ধারা—নূতন। (১) ৯৫ হইতে ৯৯ ধারা অনুসারে কার্য্যাধ্যক্ষদের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্যাদি নিরূপণ করিয়া হাইকোর্ট সময় সময় বিধি প্রণয়ণ করিতে পারিবেন।

(২) ৯৯ (ক) ধারা অনুসারে এজমালী কার্য্যাধ্যক্ষদের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্যাদি নিরূপণ করিয়া বোর্ড অব্ রেভিনিউ সময় সময় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

দশম অধ্যায়।

প্রথম অংশ, স্বত্বের লিখন (রেকর্ড্ অব্ রাইট্‌স্)।

১০১ ধারা ঃ—(১৯২৮ সালে সংশোধিত)

ভূমি জরীপ এবং স্বত্বের লিখন (রেকর্ড্ অব্ রাইট্‌স্) প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দেওয়ার ক্ষমতা।

(১) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যে কোন স্থলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বড় লাট সাহেব বাহাদুরের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক এবং অব্যবহিত পশ্চাদোক্ত যে কোন স্থলে সঙ্গত বোধ করিলে ঐরূপে অনুমতি ব্যতীত এইরূপ আদেশ সূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক কোন

স্থানের বা মহালের বা মধ্যস্বত্বের বা উহার অংশের অন্তর্গত সমস্ত ভূমি সম্বন্ধে জরীপ ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করা হয়।

প্রকাশ থাকে যে সকল ভূমি কৃষক ভিন্ন অন্য লোকের দখলে আছে এবং যাহা কৃষি বা বাগবাগিচা সংক্রান্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না ঐ সকল ভূমি সম্পর্কে ১০৪—১০৫ (ক), ১০৯ (গ), ১০৯ (ঘ), ১১০, ১১২ এবং ১১৩ ধারার বিধান সমূহ প্রযোজ্য হইবে না।—(১৯২৮ সালে পরিবর্দ্ধিত)

(২) যে সকল স্থলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বড়লাট সাহেব বাহাদুরের অনুমতি পূর্ব্বে গ্রহণ না করিয়া এই ধারা মতে আজ্ঞা করা যাইবে, তাহা :—

(ক) যে স্থলে—

(i) ভূম্যধিকারী অথবা প্রজাগণ, কিম্বা

(ii) ভূম্যধিকারীদের মোট সংখ্যার অন্যূন অদ্ধ-সংখ্যক লোক, কিম্বা

(iii) এমন কোন এক জন ভূম্যধিকারী বা ভূম্যধিকারীদের এমন কোন ভাগ যথাক্রমে যাহার বা যাহাদের স্বত্ব কোন স্থানে, মহালে মধ্যস্বত্বে বা উহার অংশে সমগ্র ভূম্যধিকারীদের মোট হিস্যার অর্দ্ধেকের কম নয়,

(iv) প্রজাদের মোট সংখ্যার অন্যূন চারি ভাগের এক ভাগ লোক উপরোক্ত আজ্ঞা পাইবার জন্য আবেদন করেন এবং স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যে পরিমাণ টাকা আমানত করার বা যে পরিমাণ জামিন দেওয়ার আদেশ করেন সেই পরিমাণ টাকা আমানত করেন অথবা সেই পরিমাণ জামীন দেন

(খ) যে স্থলে ঐরূপ স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইলে সাধারণ ভাবে প্রজাগণ ও তাহাদের ভূম্যধিকারীগণ মধ্যে যে গুরুতর বিবাদ আছে বা হইবার সম্ভাবনা আছে তাহার নিষ্পত্তি বা নিবারণ হইতে পারে ;

(গ) যে স্থালে গভর্ণমেণ্ট বা কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ বা জিলার জজ সাহেব কর্ত্তৃক ৯৫ ধারা মতে নিযুক্ত কার্য্যাধ্যক্ষ কোন স্থান, মৃহাল, মধ্য-স্বত্ব বা উহার অংশের মালীক বা কার্য্যাধ্যক্ষ ;

(ঘ) যে স্থলে ঐ স্থান, মহাল, মধ্যস্বত্ব বা উহার কোন অংশ সম্পর্কে ভূমির রাজস্ব ধার্য্য হইতেছে বা শীঘ্র হইবে।

১ম ব্যাখ্যা ঃ—(ঘ) প্রকরণে ব্যবহৃত "ভূমিরাজস্ব ধার্য্যকরণ," কথায় গভর্ণমেণ্ট যাহার মালীক এরূপ কোন মহাল বা মধ্যস্বত্বের খাজানা ধার্য্যকরণ ও বুঝাইবে।

২য় ব্যাখ্যা ঃ—কোন উপরিস্থ ভূম্যধিকারী তাঁহার মহাল বা মহালের অংশ কোন মধ্যস্বত্বাধিকারীর নিকট অস্থায়ীভাবে পত্তন দিয়া থাকিলেও এই ধারা অনুসারে আজ্ঞা পাইবার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামতে কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইলে, তাহাই উক্ত আজ্ঞা রীতিমত হইবার চূড়ান্ত প্রমাণ হইবে।

(৪) এতদর্থে স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধি অনুসারে জরীপ ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করা হইবে।

যে সকল বিশেষ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, তাহা।

১০২ ধারা ঃ—(১৯২৮ সালে সংশোধিত) যে স্থলে ১০১ ধারা মতে কোন আজ্ঞা করা যায় সেই স্থলে যে সকল বিশেষ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে হইবে তাহা উক্ত আজ্ঞায় নির্দ্দেশ করা যাইবে এবং তাহার মধ্যে, অন্যান্য বৃত্তান্ত ব্যতীত বা অন্যান্য বৃত্তান্তের সহিত, নিম্নলিখিত সমুদয় বা কতকগুলি বৃত্তান্ত থাকিতে পারিবে, যথা :—

(ক) প্রত্যেক প্রজার বা দখিলকারের নাম ;

(খ) প্রত্যেক প্রজা যে শ্রেণী বা শ্রেণী সমূহের অন্তর্গত অর্থাৎ তিনি মধ্যস্বত্বাধিকারী কি মোকররী হারে দখিলকার রাইয়ত, কি স্থিতিবান রাইয়ত, কি দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়ত, কি দখলীস্বত্ব বিহীন রাইয়ত, কি

দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট বা দখলীস্বত্ব বিহীন কোর্ফা রাইয়ত, এবং তিনি মধ্য-স্বত্বাধিকারী হইলে, কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী কি না এবং তাঁহার মধ্যস্বত্ব চলিত থাকা সময় মধ্যে তাঁহার খাজানা বৃদ্ধিযোগ্য কি না।

(গ) প্রত্যেক প্রজা বা দখিলকারের দখলীয় ভূমির অবস্থান, পরিমাণ এবং এক বা একাধিক সীমানা।

(ঘ) প্রত্যেক প্রজার ভূম্যধিকারীর নাম।

(ঘঘ) ঐ স্থান বা মহালের প্রত্যেক ভূস্বামীর নাম।

(ঙ) স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হওয়া কালে দেয় খাজানা।

(ঙঙ) স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হওয়া কালে গোচারণ স্বত্ব বনকর স্বত্ব, জলকর স্বত্ব এবং ঐরূপ অন্যান্য স্বত্ব সম্পর্কে দেয় টাকা এবং ঐ সকল স্বত্ব সম্পর্কিত নিয়ম ও অনুসঙ্গাদি (ইন্‌সিডেন্ট্‌স্‌) এবং উক্ত টাকা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে যে সময়ে এবং যে পরিমাণ বৃদ্ধি দ্বারা উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা ;

(চ) যে প্রকারে—চুক্তিক্রমে কি আদালতের আজ্ঞা ক্রমে কি অন্য প্রকারে—উক্ত খাজানার ধার্য্য হইয়াছে তাহা ;

(ছ) যদি খাজানা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে তবে যে সময়ে ও যে ক্রমে উহা বৃদ্ধি হয় তাহা ;

(ছছ) নিম্ন লিখিত বিষয় সম্বন্ধে প্রত্যেক প্রজা ও ভূম্যধিকারীর স্বত্ব ও দায়িত্ব—

(i) কৃষিকার্য্যের প্রয়োজনে প্রজা কর্ত্তৃক জলের ব্যবহার, ঐ জল নদী, বিল, পুকুর বা কূপ হইতেই পাওয়া যাউক কিম্বা অন্য কোন জলাশয় হইতেই পাওয়া যাউক ; এবং

(ii) প্রত্যেক প্রজার দখলীয় ভূমির চাষবাদের জন্য জল সরবরাহ পাইবার সাজসরঞ্জাম, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ—উক্ত সাজসরঞ্জাম ঐ ভূমির সীমানার মধ্যে অবস্থিত থাকুক বা না থাকুক ;

(জ) প্রজাস্বত্বের কোন বিশেষ নিয়ম ও অনুসঙ্গ থাকিলে তাহা ;

(ঝ) যে ভূমির নিমিত্ত স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইতেছে—ঐ ভূমি সংক্রান্ত কোন বত্মস্বত্ব বা অপর কোন স্বচ্ছন্দাধিকার (ইজমেণ্ট)

(ঞ) যদি ভূমি নিষ্করব্রূপে ভোগ দখল করিবার দাবী করা হয়—দখিলকার ঐ ভূমি বিনা খাজানায় ভোগ দখল করিতে অধিকারী কি না এবং ঐরূপ অধিকারী হইলে, কি ক্ষমতার বলে অধিকারী। প্রকাশ থাকে যে, যদি ভূমি কৃষি বা বাগ বাগিচা সংক্রান্ত কার্য্যে ব্যবহৃত না হয় তবে, ঐ বৃত্তান্ত ও তৎসঙ্গে দখিলকার ভূম্যধিকারী এবং প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধীয় ধার্য্যাকৃত বৃত্তান্ত সমূহ লিপিবদ্ধ করিলেই যথেষ্ট হইবে (১৯২৮ সালে পরিবর্দ্ধিত)

জলসম্বন্ধে জরীপ ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা।

১০২ (ক) ধারা ঃ—স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট—

ভূম্যধিকারীগণ, ভূস্বামীগণ কিম্বা এই সকল শ্রেণীর কোন ব্যক্তিদের মধ্যে জল ব্যবহার বা জল প্রণালী লইয়া যে সকল বিবাদ আছে বা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে সেই সকল বিবাদ নিষ্পত্তি বা নিবারণ উদ্দেশ্যে এরূপ আদেশ মূলে আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, কোন স্থানের, মহালের বা মধ্যস্বত্বের বা উহার কোন অংশের প্রত্যেক প্রজা ও ভূম্যধিকারীর নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে স্বত্ব ও দায়িত্বাদি নির্ণয় ও লিপিবদ্ধ করার জন্য কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী দ্বারা ঐ সকল স্থান, মহাল ইত্যাদি জরীপ ও উহার স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করা যায়—

(ক) কৃষিকার্য্যের প্রয়োজনে প্রজা কর্ত্তৃক জলের ব্যবহার—ঐ জল নদী, ঝিল, পুকুর, বা কূপ হইতেই পাওয়া যাউক কিম্বা অন্য কোন জলাশয় হইতেই পাওয়া যাউক ; এবং

(খ) প্রত্যেক প্রজার দখলীয় ভূমির চাষাবাদের জন্য জল সরবরাহ পাইবার সাজসরঞ্জাম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ—উক্ত সাজসরঞ্জাম ঐ ভূমির সীমানায় মধ্যে অবস্থিত থাকুক বা না থাকুক।

ভূস্বামীর বা মধ্যস্বত্বাধিকারীর বা বহুসংখ্যক রাইয়তের প্রার্থনা মতে রাজস্ব কর্ম্মচারীর বিশেষ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা।

১০৩ ধারা ঃ—কোন মহাল বা মধ্যস্বত্বের ভূস্বামী বা মধ্যস্বত্বাধিকারিগণের এক বা একাধিক ব্যক্তি অথবা বহুসংখ্যক রাইয়ত প্রার্থনা করিলে এবং প্রার্থনাকারা আবশ্যকীয় খরচপত্রের টাকা আমানত করিলে বা তজ্জন্য জামিন দিলে, এতদর্থে স্থানীয় গভর্ণমেণ্টকৃত বিধির অধীন থাকিয়া ও তদনুসারে, কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ মহাল, মধ্যস্বত্ব বা তাহার কোন অংশ সম্পর্কে—১০২ ধারার নির্দ্দিষ্ট সমুদয় বা যে কোন বিশেষ বৃত্তান্ত নিরূপণ ও লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

স্বত্বের লিখন প্রথম প্রকাশকরণ, সংশোধন ও চূড়ান্ত প্রকাশ।

১০৩ (ক) ধারা ঃ—(১) স্বত্বের লিখনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হইলে রাজস্ব কর্ম্মচারী নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ও নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ঐ পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করিবেন এবং ঐ কাল মধ্যে উক্ত লিখনের কোন (entry) লেখা সম্বন্ধে ভুল হইলে অথবা বাদ পড়িয়া থাকিলে তৎসম্বন্ধে যে কোন আপত্তি গ্রহণ ও বিবেচনা করিবেন।

২। স্থানীয় গভর্ণমেণ্টকৃত বিধি অনুসারে ঐ আপত্তিগুলির বিবেচনা ও নিষ্পত্তি হইলে এবং যে স্থলে ভূমি রাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে বা শীঘ্রই হইবে সেই স্থলে ১০৪ (চ) ধারার (৩) প্রকরণ অনুসারে বন্দোবস্তী জমাবন্দী লিখনের অন্তর্ভুক্ত করা হইলে পর রাজস্ব কর্ম্মচারী লিখন চূড়ান্তরূপে প্রস্তুত করিবেন এবং নির্দ্দিষ্ট প্রকারে তাহা চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত করাইবেন এবং উক্ত লিখন যে এই অধ্যায়মতে যথারীতি প্রস্তুত করা হইয়াছে ঐরূপ প্রকাশ করাই তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ হইবে।

৩। ভিন্ন ভিন্ন স্থান, মহাল, মধ্যস্বত্ব বা তাহার অংশের নিমিত্ত (১) বা (২) প্রকরণ মতে পৃথক্ পৃথক্ পাণ্ডুলিপি বা চূড়ান্ত লিখন প্রকাশ করিতে পারা যাইবে।

স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার এবং উহার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে অনুমান।

১০৩ (খ) ধারা। (১৯২৮ সালে সন্নিবেশিত)

১। কোন মোকদ্দমায় বা অপর আনুষ্ঠানিক কার্য্যে (প্রসিডিং) এই অধ্যায়মতে প্রস্তুত ও প্রকাশিত স্বত্বের লিখন কিম্বা উহার রীতিমত সই মোহরী নকল কিম্বা উহার কোন উদ্ধৃতাংশ উপস্থিত করা হইলে, ঐ স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে ইহা স্পষ্টতঃ অস্বীকৃত না হইলে, তাহা চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইবে। এবং রাজস্ব কর্ম্মচারীর দস্তখৎযুক্ত সার্টিফিকেট বা স্বত্বের লিখন সম্পর্কিত স্থান, মহাল, মধ্যস্বত্ব বা উহার কোন অংশ যে জেলায় সেই জেলার কালেক্টর বাহাদুরের দস্তখৎযুক্ত সার্টিফিকেট, যাহাতে স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে, প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া লিখিত আছে, ঐরূপ সার্টিফিকেট স্বত্বের লিখন প্রকাশিত হওয়া সম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ হইবে।

২। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান সম্বন্ধে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষণা করিতে পারিবেন যে ঐ স্থানের অন্তর্গত প্রত্যেক গ্রামের জন্য স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে—এবং ঐরূপ বিজ্ঞাপনই ঐরূপ স্বত্বেরলিখন প্রকাশ করণ সম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।

৩। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানের সম্বন্ধে ঘোষণা করিতে পারেন যে উক্ত স্থানের মধ্যস্থিত প্রত্যেক গ্রামের রেকর্ড অব্ রাইটস্ (স্বত্বের লিখন) প্রকাশিত হইয়াছে। ঐরূপ বিজ্ঞাপন ঐরূপ প্রকাশের (কনক্লুসিভ প্রুফ) অকাট্য প্রমাণ হইবে।

৪। কোন মোকদ্দমায় বা অন্য কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে (প্রসিডিংস্) এই অধ্যায় মতে রেকর্ড অব্ রাইটস্ (স্বত্বের লিখন) প্রস্তুত ও প্রকাশিত হইলে কিম্বা উহার যথারীতি সার্টিফিকেট যুক্ত নকল কিম্বা উহার কোন উদ্ধৃতাংশ উপস্থিত করা হইলে, ঐরূপ রেকর্ড অব্ রাইটস্ (স্বত্বের লিখন) স্পষ্টতঃ অস্বীকৃত না হইলে, চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে।

৫। চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত রেকর্ড অব্ রাইটস্ (স্বত্বের লিখন) এর মধ্যস্থিত প্রত্যেকটী বিষয় (এন্ট্রি) ঐরূপ বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইবে এবং যে পর্য্যন্ত উহা ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন না হয় সে পর্য্যন্ত উহা শুদ্ধ বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

দ্বিতীয় ভাগ—সেটেলমেণ্ট রেণ্ট রোল (জমাবন্দী) প্রস্তুত করণ এবং খাজানা ধার্য্য অথবা তাহার কোন আপত্তির মীমাংসা

১০৪ ধারাঃ—রাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে বা শীঘ্রই হইবে এরূপ প্রত্যেক স্থলে রাজস্ব কর্ম্মচারী (রেভেনিউ অফিসার) ১০৩ (ক) ধারার (১) উপধারা মতে **রেকর্ড অব রাইটসের** (স্বত্বের লিখনের) পাণ্ডুলিপি (ড্রাফ্ট্) প্রকাশ করিবার পর—

(ক) প্রত্যেক শ্রেণীর প্রজার উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা নির্দ্ধারিত করিবেন

(খ) কোন ভূমি সম্বন্ধে তিনি যদি ১০২ ধারার (ঞ) দফানুসারে এরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন যে তাহার দখলকারী খাজানা না দিলে তাহা ভোগ করিতে অধিকারী নহেন, তাহা হইলে ১৯২ ধারার যে কোনও বিধান থাকুক না কেন তৎস্বত্বেও তিনি সেই ভূমির নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা নির্দ্ধারিত করিবেন।

(গ) একটী জমাবন্দী (সেটেলমেণ্ট রেণ্ট রোল) প্রস্তুত করিবেন।

কিন্তু যদি গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত কোন মহালে বা মধ্য স্বত্বে উক্ত রাজস্ব কর্ম্মচারী দ্বারা প্রজার খাজানার বন্দোবস্ত করা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমীচীন বলিয়া মনে না করেন তবে ঐ রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐরূপ মহালের বা মধ্য স্বত্বের প্রজার খাজানার বন্দোবস্ত করিবেন না।

---

১০৪ (ক) ধারা ঃ—(১) প্রজাস্বত্ব আইনের এই ভাগ অনুসারে খাজানা নির্দ্ধারিত করিবার ও জমাবন্দী প্রস্তুত করিবার জন্য রাজস্ব কর্ম্মচারী নিম্নলিখিত অবস্থাগুলির কোন এক বা একাধিক অবস্থা অনুসারে করিতে পারিবেন। বা উহার একটী অবস্থার কতকাংশ বা অপর একটী অবস্থার কতকাংশ অনুসরণ করিতে পারিবেন। অর্থাৎ

(ক) উপযুক্ত ও ন্যায্যরূপে দেয় খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে যাহা ভূম্যধিকারী ও প্রজা পরস্পর সম্মত হন তাহা হইলে রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ; তিনি যদি উহা ন্যায্য ও উপযুক্ত বলিয়া বোধ করেন তবে ঐরূপ খাজানা ন্যায্য ও উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত ও লিপিবদ্ধ করা হইতে পারিবে। কিন্তু ঐরূপ না বুঝিলে পারা যাইবে না।

(খ) রাজস্ব কর্ম্মচারী, যাহা ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজানা বলিয়া মনে

করেন তিনি নিজেই তাহার প্রস্তাব করিতে পারিবেন এবং ঐরূপে প্রস্তাবিত খাজানার পরিমাণ মৌখিক বা লিখিত ভাবে প্রজা কর্তৃক গৃহীত হইলে এবং ভূম্যধিকারীকে উপস্থিত হওয়ার জন্য নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও ভূম্যধিকারী যদি কোন আপত্তি উপস্থিত না করেন তবে ঐরূপে প্রস্তাবিত খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বলিয়া নির্দ্ধারিত ও লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারিবে।

(গ) সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া রাজস্ব কর্ম্মচারী যদি এরূপ মনে করেন যে, কোনও স্থান, মহাল, মধ্য স্বত্ব কিম্বা গ্রাম বা তাহার কোন অংশের মধ্য স্বত্বাধিকারী, রাইয়ত, বা কোর্ফা রাইয়ত কর্ত্তৃক উপযুক্ত ও ন্যায্য ভাবে দেয় খাজানার হার (রেট) দর্শাইয়া "হারের তালিকা" প্রস্তুত করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে তিনি একটা "হারের তালিকা"(টেবল অব্ রেটস্) প্রস্তুত করিতে পারিবেন এবং উক্ত হারের উপর নির্ভর করিয়া পশ্চাৎ লিখিত প্রকারে খাজানা নির্দ্ধারিত ও লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

(ঘ) ১০৩ (ক) ধারার (১) উপধারা মতে প্রকাশিত **রেকর্ড অব রাইটস্** (স্বত্বের লিখন) এ যে বর্ত্তমান খাজানা লিখিত আছে রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ খাজানা বহাল রাখিয়া, বা বর্দ্ধিত বা হ্রাস করিয়া ধার্য্য করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐরূপে খাজানা ধার্য্য করিবার সময়ে ৬ হইতে ৯, ২৭ হইতে ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪৩, ৫০ হইতে ৫২, ১৮০ এবং ১৯১ ধারার নীতির (প্রিন্সিপলস্) প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

২। জমাবন্দিতে (রেণ্ট রোল) ভূম্যধিকারীর নাম, যে সমস্ত প্রজার খাজানা ধার্য্য করা হইয়াছে তাহাদের নাম ও ঐরূপ প্রজার নামের পাশেই লিখিত ভূমির বাবদ তাহার দেয় খাজানার পরিমাণ দেখাইতে হইবে।

১০৪ (খ) ধারা (১)—হারের তালিকা (টেবল অব রেটস) প্রস্তুত হইলে তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করিতে হইবে।

(ক) রাজস্ব কর্ম্মচারী জমীর রকম অবস্থান, জলসেচের সুযোগ-সুবিধা এবং ঐরূপ অন্যান্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যদি খাজানার একটী হার বা বিভিন্ন রকমের হার নির্দ্দেশ করা আবশ্যক বা সম্ভবপর বলিয়া বিবেচনা করেন তাহা হইলে উহা কোন শ্রেণীর

(খ) প্রজার অধিকৃত ঐরূপ ভূমির খাজানা পরিবর্ত্তনশীল হইলে, প্রজাকর্তৃক উপযুক্ত ও ন্যায্য ভাবে দেয় খাজানার হার

২। হারের তালিকা প্রস্তুত হইলে পর যে স্থান, মহাল, মধ্য স্বত্ব বা গ্রামের সম্বন্ধে উহা রচিত হয় রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ সকল স্থানে উহা সেই সেই জিলায় প্রচলিত দেশীয় ভাষায় নির্দ্ধারিত নিয়মানুযায়ী প্রকাশ করিবেন।

৩। হারের তালিকায় লিখিত কোন কোনও বিষয়ে কাহারও আপত্তি থাকিলে তিনি ঐরূপ প্রকাশের পরে এক মাসের মধ্যে রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট আবেদন করিতে পারেন এবং রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐরূপ কোন আপত্তি থাকিলে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিয়া তালিকা পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত করিতে পারিবেন।

৪। উক্ত একমাস সময়ের মধ্যে কোন আপত্তি না করিলে অথবা আপত্তি করার পর আপত্তি নিষ্পত্তি হইয়া গেলে রাজস্ব কর্ম্মচারী, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রণীত বিধিবলে, প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের এই ভাগ অনুসারে রচিত তালিকা বা জমাবন্ধি বহাল করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত রাজস্ব কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাহার প্রস্তাব সমূহের হেতুর সম্পূর্ণ বিবরণ সহ কার্য্য বিবরণ দাখিল করিবেন এবং কোন আপত্তির দরখাস্ত পাইয়া থাকিলে তাহা পাঠাইয়া দিবেন। অতঃপর উক্ত রাজস্ব কর্ত্তৃপক্ষকে (কনফার্ম্মিং অথারিটী), মঞ্জুরকারী কর্ত্তৃপক্ষ বলা হইবে।

৫। "মঞ্জুরকারী কর্ত্তৃপক্ষ" (কনফর্ম্মিং অথারিটী) ৪ উপধারা অনুসারে প্রদত্ত কোন তালিকা বহাল করিতে অথবা নামঞ্জুর করিতে

অথবা যে প্রকারে উপযুক্ত মনে করেন সেই প্রকারে উহা সংশোধন করিতে পারিবেন্ এবং ঐ তালিকার সহিত প্রেরিত বা তাহার পরে দাখিলকরা কোন আপত্তি সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে গ্রাহ্য করিতে অথবা বিষয়টী অধিকতর তদন্তের জন্য ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

৬। "মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ" কর্তৃক হারের তালিকা বহাল করা হইলে ঐ তালিকা প্রস্তুতের কাজ যে এই আইন অনুসারে যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছে, তালিকা মঞ্জুরকরণ সূচক আজ্ঞাই তাহার অকাট্য প্রমাণ রূপে (কনক্লুসিভ এভিডেন্স) গণ্য হইবে এবং ইহাও অনুমান করা যাইতে পারিবে যে প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির জন্য প্রত্যেক শ্রেণীর প্রজার যে হার তালিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা যে স্থানের সম্বন্ধে ঐ তালিকা রচনা করা হইয়াছে সেই স্থানের মধ্যবর্ত্তী সেই শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত দেয় উপযুক্ত ও ন্যায্য হার।

১০৪ (গ) ধারা। ১০৪ খ ধারার (৫) উপধারা অনুসারে কোনও হারের তালিকা বহাল হইয়া থাকিলে রাজস্ব কর্ম্মচারী প্রত্যেক মধ্যস্বত্বে রাইয়তি জোত ও কোর্ফা রায়তের জোতের পরিমাণের উপর ঐ তালিকায় লিখিত হার অনুসারে খাজানা ধার্য্য করিতে এবং জমাবন্দি (রেণ্টরোল) প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

কিন্তু রাজস্ব কর্ম্মচারী কোনও বিশেষ স্থলে উক্ত হার (রেট) প্রয়োগ করা অন্যায় ও অনুপযুক্ত মনে করিলে সে স্থানে উহা প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইবেন না।

১০৪ (ঘ) রাজস্ব কর্ম্মচারী ১০৪ (খ) ধারা অনুসারে হারের তালিকা প্রস্তুত করার সময় এবং ১০৪ (গ) ধারা অনুসারে খাজানা ধার্য্য করার সময় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতৎ সম্পর্কে যে সমস্ত বিধি প্রণয়ন করিতে

পারেন তাহা মানিয়া চলিবেন। এবং ১০৪ (গ) ধারার বিশেষ বিধির বশবর্ত্তী হইয়া এই আইনের যে সকল সাধারণ নিয়ম অনুসারে খাজানা বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যাইতে পারে তাহার প্রতি যতদূর সম্ভব দৃষ্টি রাখিবেন।

---

১০৪ ঙ। কোনও স্থান, মহাল, মধ্যস্বত্ব অথবা গ্রাম বা তাহার অংশের নিমিত্ত জমাবন্দী (রেণ্টরোল) প্রস্তুত হইয়া থাকিলে রাজস্ব কর্ম্মচারী নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভাবে উহার একখানা পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করিবেন, এবং ঐরূপ প্রকাশের সময় মধ্যে উহার মধ্যস্থিত কোন বিষয় সম্বন্ধে বা উহা হইতে কোন কথা বাদ পড়িয়াছে বলিয়া কেহ আপত্তি করিলে তিনি ঐ আপত্তি গ্রহণ করিয়া ও বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং গবর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধি অনুযায়ী নিষ্পত্তি করিবেন।

জমাবন্দী (রেণ্টরোল) "মঞ্জুরকারী" কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দাখিল হওয়ার পূর্ব্বে যে কোনও সময়ে রাজস্ব কর্ম্মচারী তাহার নিজ ইচ্ছায় বা ক্ষতিগ্রস্ত কোন পক্ষের দরখাস্ত মতে উহার মধ্যে লিখিত কোন খাজানার পুনরালোচনা করিতে পারিবেন।

প্রকাশ থাকে যে, যে সমস্ত সংস্পৃষ্ট পক্ষগণকে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বক্তব্য জানাইবার নিমিত্ত নোটীশ না দিয়া ঐরূপ কোন লিখিত বিষয় পুনর্ব্বিবেচনা করা যাইবে না।

বন্দোবস্তী জমাবন্দী সম্বন্ধে চূড়ান্ত বিবেচনা এবং তাঁহা স্বত্বের লিখনের অন্তর্ভুক্ত করিবার কথা।

১০৪ (চ) ধারা। ১। ১০৪ (ঙ) ধারামতে সমস্ত আপত্তি নিষ্পত্তি করা হইলে, রাজস্ব কর্ম্মচারী তাঁহার প্রস্তাব সমূহের হেতুর সম্পূর্ণ বিবৃতি ও কোন আপত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে সেই সকল আপত্তির চুম্বক সমেত ঐ বন্দোবস্তি জমাবন্দী মঞ্জুরকারী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন।

২। মঞ্জুরকারী কর্ত্তৃপক্ষ সংশোধন সহিত বা সংশোধন ব্যতীত ঐ বন্দোবস্তি জমাবন্দী মঞ্জুর করিতে পারিবেন অথবা পুনর্ব্বিবেচনার জন্য উহা ফেরৎ দিতে পারিবেন।

প্রকাশ থাকে যে সংসৃষ্ট পক্ষগণকে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বক্তব্য জানাইবার জন্য যুক্তি সঙ্গত নোটীশ না দিয়া কোন লিখিত বিষয় (এন্ট্রি) সংশোধন বা ছুট যাওয়া (ওমিশন্) পূরন করা যাইবেনা।

৩। মঞ্জুরকারী কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা বন্দোবস্তি জমাবন্দী মঞ্জুরকরা হইলে পর, রাজস্ব কর্ম্মচারী তাহা চূড়ান্তরূপে প্রস্তুত করিবেন। এবং তাহা ১০৩ (ক) ধারানুসারে স্বত্বের লিখনের যে পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

ঊর্দ্ধতম রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকটে আপীল ও তৎকর্তৃক পুনর্ব্বিবেচনা।

১০৪ (ছ) ধারা। (সংশোধিত)

(১) যে আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল করা হয় ঐ হুকুমের তারিখ হইতে দুই মাস মধ্যে আপীল করা গেলে স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে রাজস্ব কর্ম্মচারী ১০৪ (খ) ধারায় (৩) প্রকরণ বা ১০৪ (ঙ) ধারামতে কৃত কোন আপত্তি সম্বন্ধে যে সকল আজ্ঞা করেন তাহার প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে এবং ঐরূপ আপীল নির্দ্দিষ্ট ঊর্দ্ধতন রাজস্ব কর্ত্তৃপক্ষের নিকট করিতে হইবে।

২। বোর্ড অব্ রেভিনিউ এই অংশ অনুযায়ী, যে কোন স্থলে, দরখাস্তমূলে বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, যে কোন স্বত্বের লিখন বা উহার কোন অংশ চূড়ান্তরূপে প্রকাশ হইবার সার্টিফিকেটের দিবস হইতে দুই বৎসর মধ্যে যে কোন সময়ে, উহার পুনর্ব্বিবেচনার আদেশ দিতে পারিবেন কিন্তু ঐরূপ আদেশ দ্বারা কোন দেওয়ানী আদালত ১০৪ (জ) ধারা মতে কোন আদেশ দিয়া থাকিলে তাহার কোন খর্ব্বতা হইবে না।

প্রকাশ থাকে যে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ উপস্থিত হইবার ও ঐ বিচারে তাহাদের যাহা বক্তব্য থাকে তাহা শোনাইবার জন্য যুক্তিসঙ্গত নোটীশ না দিয়া ঐরূপ কোন আদেশ করা যাইবে না।

খাজানা সম্পর্কিত বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের এলাকা।

১০৪ (জ) ধারা। (সংশোধিত)

১০৪ (ক) হইতে ১০৪ (চ) পর্য্যন্ত ধারা সমূহ মতে যে বন্দোবস্তী জমাবন্দী প্রস্তুত হইয়াছে এবং যাহা ১০৩ (ক) ধারামতে চূড়ান্ত প্রকাশিত

স্বত্বের লিখনের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, ঐরূপ কোন বন্দোবস্তী জমাবন্দীর ধার্য্য খাজানা সম্বন্ধীয় কোন লিখিত বিষয় (এন্টি্র) দ্বারা, অথবা, ঐরূপ বন্দোবস্তী জমাবন্দীতে লিখিবার জন্য কোন খাজানা ছুট্‌বশতঃ ধার্য্য করা না হইলে ঐ ছুট্ প্রযুক্ত কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তিনি, উক্ত লিখিত বিষয় (এন্টি্র) যে ভূমি সম্বন্ধে বা যে ভূমি সম্বন্ধে উক্ত ছুট্ হইয়াছে—ঐ ভূমির দখলের নিমিত্ত মোকদ্দমা গ্রহণ করিবার এলাকা আছে এরূপ কোন দেওয়ানী আদালতে, মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

২। স্বত্বের লিখন চূড়ান্ত প্রকাশিত হইবার সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে, কিম্বা, কোন রাজস্ব কর্ত্তৃপক্ষের সমীপে ১০৪ (ছ) ধারা মতে কোন আপীল করা হইয়া থাকিলে ঐ আপীল নিষ্পত্তির সময়ে হইতে, ছয় মাস মধ্যে ঐরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে।

৩। ঐরূপ মোকদ্দমা নিম্নলিখিত কোন হেতুতে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে কিন্তু অপর কোন হেতুতে পারা যাইবে না। হেতু যথা :—

(ক) ভূমির খাজানা দিতে দায়ী নহে ;

(খ) ভূমি-নিষ্কর স্বরূপে ভোগ দখল করা হয় বলিয়া স্বত্বের লিখনে লিখিত হইলেও, তাহা খাজানা দিতে দায়ী ;

(গ) প্রজা ও ভূম্যধিকারী সম্বন্ধ নাই ;

(ঘ) ভূমি বিশেষ কোন মহাল বা প্রজাস্বত্বের অংশ বলিয়া অন্যায়রূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে অথবা কোন মহাল বা প্রজাস্বত্বের ভূমি হইতে অন্যায়রূপে বাদ দেওয়া হইয়াছে ;

(ঙ) স্বত্বের লিখনে প্রজা যে শ্রেণীভুক্ত বলিয়া দেখান হইয়াছে তিনি তাহা হইতে ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ;

(চ) রাজস্ব কর্ম্মচারী ১১০ ধারায় (ক) দফার বিধানমতে ধার্য্য খাজানা আমলে আনা স্থগিত রাখেন নাই বা যে তারিখ হইতে ঐ ধার্য্য খাজানা ঐ দফার বিধান মতে আমলে আসিবে তাহা অন্যায়রূপে ধার্য্য করিয়াছেন ;

(ছ) প্রজাস্বত্বের বিশেষ নিয়ম ও অনুষঙ্গগুলি লিপিবদ্ধ করা হয় নাই অথবা অন্যায়রূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে ;

(জ) ভূমি সংক্রান্ত কোন বর্ত্মস্বত্ব বা অপর স্বচ্ছন্দাধিকার (ইজমেণ্ট) লিপিবদ্ধ করা হয় নাই বা অন্যায়রূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত লিখিত বিষয়টি (এণ্ট্রি) যে ভূমি সম্বন্ধীয় অথবা যে ভূমি সম্পর্কে পূর্ব্বোক্তমত ছুট্ (ওমিশন্) হইয়াছে, গভর্ণমেণ্ট সেই ভূমির ভূম্যধিকারী বা প্রজা না হইলে, ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের ষ্টেট্ সেক্রেটারীকে বিবাদী করা যাইবে না।

৪। ধার্য্য খাজানা সম্বন্ধীয় লিখিত বিষয় (এণ্ট্রি) অশুদ্ধ আছে বিবেচিত হইলে, আদালত, (৩) প্রকরণের (ক) বা (গ) স্থলে কোন খাজানা দেয় নহে বলিয়া প্রকাশ করিবেন এবং অপর কোন স্থলে উপযুক্ত খাজানা ধার্য্য করিবেন ;

এবং উক্ত (৩) প্রকরণের (চ) বা (ছ) দফার লিখিত কোন স্থলে, যে তারিখ হইতে ধার্য্য খাজানা আমলে আসিবে তাহা আদালত প্রকাশ করিতে পারিবেন কিম্বা উক্ত লিখিত বিষয় সম্বন্ধে যেরূপ আজ্ঞা করা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(৫) (৪) প্রকরণ মতে কোন খাজানা দেয় নয় বলিয়া আদালত প্রকাশ করিলে, স্বত্বের লিখনে বিপরীত ভাবে লিখিত বিষয় (এণ্টি) কর্ত্তিত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) (৪) প্রকরণ মতে উপযুক্ত খাজানা ধার্য্য করিবার সময় আদালত ঐ একই বন্দোবস্তী জমাবন্দীর অন্তর্গত সেই শ্রেণীর অপরাপর মধ্যস্বত্ব বা জোতের জন্য ১০৪ (ক) হইতে ১০৪ (চ) পর্য্যন্ত ধারামতে ধার্য্য খাজানা সমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিবেন।

(৭) (৪) প্রকরণ মতে আদালত কর্ত্তৃক ধার্য্য খাজানা বন্দোবস্তী জমাবন্দীর লিখিত খাজানার পরিবর্ত্তে রীতিমত ধার্য্য করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৮) এই ধারার বিধান অনুসারে ভিন্ন ১০৪ (ক) হইতে ১০৪ (চ) পর্য্যন্ত ধারা অনুসারে কোন খাজানা ধার্য্যকরণ বা কোন খাজানা ধার্য্য করিতে ছুট্ হওয়া সম্বন্ধে কোন দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা দায়ের করা যাইবে না।

(৯) কোন দেওয়ানী আদালত এই ধারা মতে চূড়ান্ত আজ্ঞা বা ডিক্রী প্রদান করিলে তাহা জেলার কালেক্টর সাহেবকে জ্ঞাপন করিবেন।

---

১০৪ (ক) হইতে ১০৪ (ছ) পর্য্যন্ত ধারানুসারে ধার্য্য খাজানা সম্বন্ধে অনুমান।

১০৪ (ঝ) ধারা ঃ—১০৪ (জ) ধারার বিধান সমূহ মান্য করিয়া, ১০৪ (ক) হইতে ১০৪ (চ) পর্য্যন্ত ধারা অনুসারে ধার্য্যকৃত এবং ১০৩ (ক) ধারা মতে চূরান্ত প্রকাশিত স্বত্বের লিখনের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত খাজানা শুদ্ধরূপে ধার্য্যকরা হইয়াছে বলিয়া এবং তাহা এই আইনের অর্থানুসারে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বলিয়া বিবেচিত হইবে।

স্বত্বের লিখন।

তৃতীয় অংশ।

যে সকল স্থলে ভূমিরাজস্ব ধার্য্যকরা হইতেছে না বা অতি শীঘ্র ধার্য্যকরা হইবে না সেই সকল স্থলে রাজস্বকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক খাজানা ধার্য্যকরণ।

১০৫ ধারা ঃ—(১৯২৮ সালে সংশোধিত)

(১) যেস্থলে ভূমিরাজস্ব ধার্য্যকরা হইতেছে না বা অতি শীঘ্রই ধার্য্য-করা হইবে না, সেই স্থলে, ভূম্যধিকারী বা প্রজা ১০৩ (ক) ধারার (২)

প্রকরণ মতে স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে "চারি মাস" মধ্যে খাজানা ধার্য্য করিয়া দিবার জন্য আবেদন করিলে রাজস্বকর্ম্মচারী প্রজার দখলীয় ভূমি সম্বন্ধে ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ—কোন উপরিস্থ ভূম্যধিকারী তাঁর মহাল বা মধ্যস্বত্ব অস্থায়ীভাবে দেওয়া হইয়া থাকিলেও খাজানা ধার্য্য করিয়া দিবার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) যে স্থলে ভূমিরাজস্ব ধার্য্যকরা হইতেছে না বা অতিশীঘ্রই ধার্য্য-করা হইবে না, সেই স্থলে, রাজস্বকর্ম্মচারী যদি ১০২ ধারার (এ) দফা অনুসারে এরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন যে, যে ভূমি নিষ্কর-ভোগ দখল করিবার দাবীকরা হয় তাহার দখলকার খাজানা না দিয়া তাহা ভোগ করিতে অধিকারী নহেন, এবং ভূম্যধিকারী বা দখলকার ১০৩ (ক) ধারার (২) প্রকরণ মতে স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে "চারি মাস" ("দুই মাস" স্থলে) মধ্যে খাজানা ধার্য্য করিয়া দিবার জন্য আবেদন করিলে, রাজস্বকর্ম্মচারী ঐ ভূমির জন্য ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিবেন।

(৩) ১৮৭০ সালের কোর্টফিস্ আইনের বিধান স্বত্বেও (১) বা (২) প্রকরণানুযায়ী প্রত্যেক আবেদন পত্রে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যেরূপ নির্দ্দেশ করেন তদ্রূপ ষ্টাম্প দিতে হইবে।

(৪) এই ধারামতে খাজানা ধার্য্য করিবার সময় যে পর্য্যন্ত বিপরীত প্রমাণ না হয় সেই পর্য্যন্ত, রাজস্বকর্ম্মচারী বর্ত্তমান খাজানা ন্যায্য ও উপযুক্ত বলিয়া অনুমান করিবেন এবং খাজানা বৃদ্ধি বা স্থলভেদে হ্রাসকরা বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের উপদেশের জন্য এই আইনে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধকরা হইল তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

(৫) এই ধারা অনুসারে যে কোন বিষয়ে রাজস্বকর্ম্মচারী যে খাজানা ন্যায্য ও উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন পক্ষগণ নিকট সেই খাজানার প্রস্তাব করিতে পারিবেন; এবং পক্ষগণ ঐরূপে প্রস্তাবিত খাজানা লিখিয়া দিয়া বা মৌখিক গ্রহণ করিলে তাহা উপযুক্ত খাজানা বলিয়া লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারিবে ও তাহা এই আইনানুসারে যথারীতি ধার্য্য করা হইয়াছে বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(৬) রফা দ্বারা বা অন্যপ্রকারে কত খাজানা উপযুক্ত এতৎ সম্বন্ধে পক্ষগণ এক মত হইলে, যে খাজানা সম্বন্ধে পক্ষগণ এক মত হইল তাহা যে ন্যায্য ও উপযুক্ত, রাজস্বকর্ম্মচারী এ সম্বন্ধে নিজে সন্তুষ্ট হইবেন এবং তিনি কেবল ঐরূপ সন্তুষ্ট হইলেই ঐ খাজানা ন্যায্য ও উপযুক্ত বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন। কিন্তু তিনি যদি ঐরূপ সন্তুষ্ট না হন তবে নিজেই (৪) ও (৫) প্রকরণের বিধান অনুসারে ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজানা ধার্য্য করিবেন।

(৭) যে সকল বিভিন্ন স্থানের জন্য পৃথক্ পৃথক্ স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করা হয়, প্রজাস্বত্বের ভূমি ঐরূপ বিভিন্ন স্থানের অন্তর্গত হইলে, যে শেষ স্বত্বের লিখনে ঐ প্রজাস্বত্বের বিষয় লিখিত হয় তাহার চূড়ান্ত প্রকাশসূচক সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে (১) প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট তমাদির কালের গণনা আরম্ভ হইবে।

এই অংশ অনুসারে খাজানা ধার্য্যের কার্য্য চলিত থাকা সময়ের মধ্যে যে সকল প্রশ্ন উত্থিত হয় তাহার নিষ্পত্তি।

১০৫ (ক) ধারা ঃ—যে স্থলে এই অংশ অনুসারে খাজানা ধার্য্যের জন্য কোন অনুষ্ঠানিক কার্য্যে (প্রসিডিং) নিম্ন লিখিত কোন ইস্যু উত্থাপিত হয় যথা ঃ—

(ক) ভূমি খাজানা দিতে দায়ী কিনা ;

(খ) ভূমি, স্বত্বের লিখনে নিষ্কর স্বরূপে ভোগ দখল করা হইতেছে বলিয়া লিখিত হইলেও, খাজানা দিতে দায়ী কি না ;

(গ) প্রজা ও ভূম্যধিকারী সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে কি না ;

(ঘ) ভূমি অন্যায়রূপে কোন বিশেষ মহাল বা প্রজাস্বত্বের অংশ বলিয়া লিখিত আছে কি না অথবা তাহা কোন মহালের বা প্রজাস্বত্বের ভূমি হইতে অন্যায়রূপে বাদ দেওয়া হইয়াছে কি না ;

(ঙ) যে শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া প্রজাকে স্বত্বের লিখনে দেখান হইয়াছে প্রজা তাহা হইতে ভিন্ন কোন শ্রেণীর অন্তর্গত কি না ;

(চ) প্রজাস্বত্বের বিশেষ নিয়ম ও অনুসঙ্গাদি অথবা ভূমি সম্বন্ধীয় কোন বর্ত্মস্বত্ব বা অপর স্বচ্ছন্দাধিকার লিপবদ্ধকরা হইয়াছে বা হয় নাই কিম্বা অন্যায়রূপে লিপিবদ্ধকরা হইয়াছে কি না ;

(ছ) স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হওয়ার সময়ে যে খাজানা দেয় তাহা শুদ্ধরূপে লিখিত হইয়াছে কি না, এবং যদি না হইয়া থাকে তবে ঐ সময়ে দেয় খাজানা কত ছিল।

সেই স্থলে রাজস্বকর্ম্মচারী ঐরূপ ইস্যুর বিচার করিবেন এবং তদনুসারে ১০৫ ধারানুযায়ী খাজানা ধার্য্য করিবেন। প্রকাশ থাকে যে রাজস্ব-কর্ম্মচারী এই ধারা অনুসারে সেইরূপ কোন ইস্যুর বিচার করিবেন না যে সম্বন্ধে একই পক্ষগণ মধ্যে বা যে সকল পক্ষের অধীনে তাঁহারা বা তাঁহাদের মধ্যে কেহ দাবী করেন সেই সকল পক্ষগণ মধ্যে সাক্ষাৎভাবে এবং মূলতঃ ইস্যু হইয়া গিয়াছে বা ইতি পূর্ব্বেই আছে এবং যে সম্বন্ধে ১০৬ ধারা

অনুসারে উপস্থিত করা কোন মোকদ্দমায় কোন রাজস্বকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক বিচার ও নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে বা ইতি পূর্ব্বেই বিচার হইতেছে।

১০৫ (ক) ধারা মতে কোন ইস্যু উত্থাপিত করিবার জন্য কোর্টফিস্।

১০৫ (খ) ধারা ঃ—(১৯২৮ সালে সংযুক্ত) ১০৫ (ক) ধারা অনুসারে কোন ইস্যু উত্থাপিত হইলে, যে পক্ষ তাহা উত্থাপন করেন সেই পক্ষকে, অপরাপর যে সমস্ত কোর্টফিস্ দিতে তিনি দায়ী তদতিরিক্ত এরূপ কোর্টফিস্ দিতে হইবে, যে কোর্টফিস্ তিনি ১০৬ ধারানুসারে প্রতিকার প্রার্থী হইলে, তাঁহাকে দিতে হইত।

১০৫ ধারার কার্য্যানুষ্ঠানে রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক সাধারণতঃ মোকদ্দমা খরচ প্রদত্ত হইবে না।

১০৫ (গ) ধারা ঃ—(১৯২৮ সনে সংশোধিত)

লিখিত কারণ ব্যতীত কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী ১০৫ ধারার কার্য্যানুষ্ঠানে (প্রসিডিং) কোন পক্ষকে তাঁহার খরচের কোন অংশ প্রদান করিবেন না।

রাজস্ব কর্ম্মচারীর সমক্ষে মোকর্দ্দমা দায়ের করন।

১০৬ ধারা ঃ—(১) রাজস্ব কর্ম্মচারী কোন স্বত্বের লিখনে যে কোন বিষয় লিখিয়াছেন কিম্বা ঐ লিখন হইতে যে কোন বিষয় বাদ দিয়াছেন তৎসম্বন্ধে কোন বিবাদ থাকিলে ঐ বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য, বিবাদ ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যেই হউক, কিম্বা একই মহালের বা পার্শ্ববর্ত্তী মহাল সমূহের ভূম্যধিকারীদের মধ্যেই হউক, কিম্বা প্রজা ও প্রজার মধ্যেই হউক, কিম্বা প্রজা ও ভূম্যধিকারী সম্বন্ধ আছে কি না এই বিষয়েই হউক, কিম্বা কোন ভূমি বিনা খাজানায় ভোগ দখল করা হইলে তাহা তদ্রূপে ভোগ দখল করা সঙ্গত কি না এই বিষয়েই হউক, এই অংশানুযায়ী

সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠানে (প্রসিডিং) ঐ স্বত্বের লিখন এই আইনের ১০৩ (ক) ধারার (২) প্রকরণ মতে চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে "চারি মাস" মধ্যে যে কোন সময়ে, কোন রাজস্ব-কর্ম্মচারীর সমক্ষে ষ্টাম্প যুক্ত কাগজে আরজী দাখিল করিয়া মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারা যাইবে, এবং রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ বিবাদ শ্রবণ ও নিষ্পত্তি করিবেন।

প্রকাশ থাকে যে এতদর্থে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বিধি সমূহের অধীন থাকিয়া, রাজস্ব কর্ম্মচারী, কোন বিশেষ মোকদ্দমা বা কোন বিশেষ শ্রেণীর মোকদ্দমা, কোন উপযুক্ত ক্ষমতা সম্পন্ন দেওয়ানী আদালতে বিচারার্থে প্রেরণ করিতে পারিবেন।

আরও প্রকাশ থাকে যে, এই ধারানুসারে কোন মোকদ্দমায়, রাজস্ব কর্ম্মচারী সেই স্থলে এরূপ কোন ইস্যুর বিচার করিতে পারিবেন না যাহা, এই অংশানুসারে খাজানা ধার্য্যের নিমিত্ত অনুষ্ঠানিক কার্য্যে (প্রেসিডিং) একই পক্ষগণ মধ্যে অথবা যে পক্ষগণের অধীনে তাঁহারা বা তাঁহাদের কেহ দাবী করেন সেই পক্ষগণ মধ্যে সাক্ষাৎ ভাবে বা মূলতঃ ইস্যু হইয়া গিয়াছে বা ইতি পূর্ব্বেই ইস্যু আছে, যে স্থলে উক্ত ইস্যু কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক ১০৫ (ক) ধারামতে বিচার ও নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে কিম্বা ইতি-পূর্ব্বেই তাহার বিচার চলিতেছে।

(২) যে সকল বিভিন্ন স্থানের জন্য পৃথক্ পৃথক্ স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করা হয়, বিবাদ সংক্রান্ত ভূমি ঐরূপ বিভিন্ন স্থলে অবস্থিত হইলে, যে শেষ স্বত্বের লিখনে ঐ ভূমি সম্বন্ধীয় বিষয় লিখিত হয় (এণ্ট্রি) তাহার চূড়ান্ত প্রকাশ সূচক সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে (১) প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট তমাদি কালের গণনা আরম্ভ হইবে।

রাজস্ব কর্ম্মচারী যে কার্য্য পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন।

১০৭ ধারা। (১৯২৮ সনে সংশোধিত) ১০৫, ১০৫ (ক) এবং ১০৬ ধারা অনুযায়ী সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠানে, রাজস্ব কর্ম্মচারী, এই আইন অনুসারে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কৃত বিধি সমূহের অধীন থাকিয়া, মোকদ্দমা

বিচারের নিমিত্ত দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনে যে কার্য্য পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট আছে সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন ; এবং ঐরূপ প্রত্যেক কার্য্যানুষ্ঠানে তাঁহার নিষ্পত্তির শক্তি ও ফল, কোন মোকদ্দমার পক্ষগণ মধ্যে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর শক্তি ও ফলের অনুরূপ হইবে ; এবং ১০৮ ও ১১৫ ধারার বিধি সমূহের অধীনে থাকিয়া তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক পুনর্ব্বিবেচনা।

১০৮ ধারা ঃ—(১৯২৮ সালে সংশোধিত) এতদর্থে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী, আবেদন মূলে বা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া, ১০৫, (১০৫ (ক)), ১০৬ অথবা ১০৭ ধারা মতে যে কোন আজ্ঞা বা নিষ্পত্তি করা হয় তাহার বার মাস মধ্যে ঐ আজ্ঞা বা নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিবেচনা করিতে পারিবেন, উক্ত আজ্ঞা বা নিষ্পত্তি তাঁহার নিজের দ্বারাই করা হইয়া থাকুক কিম্বা অন্য কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী দ্বারাই হইয়া থাকুক ; কিম্বা তদ্দারা ১১৫ (গ) ধারামতে যে কোন আজ্ঞা বা ডিক্রী প্রদত্ত হইয়াছে তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

প্রকাশ থাকে যে, কোন আজ্ঞা বা নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে ১১৫ (গ) ধারা মর্তে কোন আপীল দাখিল করা হইয়া থাকিলে, অথবা, যে পর্য্যন্ত পক্ষগণ প্রতি উপস্থিত হইয়া তাহাদের বক্তব্য শুনাইবার জন্য যুক্তি সঙ্গত নোটীশ না দেওয়া হয় সেই পর্য্যন্ত ঐরূপ কোন আজ্ঞা বা নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিবেচনা করা যাইবে না।

১০৮ (ক) ধারা—বর্ত্তমান সংশোধিত আইনে ১১৫ (খ) ধারা হইল এবং যথাস্থানে মুদ্রিত হইল।

দেওয়ানী আদালতের এলাকা।

১০৯ ধারা ঃ—(১৯২৮ সনে সংশোধিত) যে বিষয় লইয়া ১০৫— হইতে ১০৮ ধারা মতে (১০৫ ও ১০৮ উভয় ধারা সমেত) মোকদ্দমা, বা কার্য্যানুষ্ঠান উপস্থিত করা হয় কিম্বা ইতিপূর্ব্বেই উপস্থিত করা হইয়াছে সেই বিষয় সম্বন্ধে কোন দেওয়ানী আদালত ১১৫ (গ) ধারার বিধান সমূহ মান্য করিয়া কোন আবেদন বা মোকদ্দমা গ্রহণ করিবেন না।

প্রকাশ থাকে যে, এই ধারার অন্তর্গত কোন বিষয় দ্বারা দেওয়ানী আদালতের এরূপ কোন বিষয় সম্বন্ধে মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে বাধা হইবে না, যে বিষয়—

(ক) ১০৫ বা ১০৫ (ক) ধারামতে কোন আবেদন পত্রের বা ১০৬ ধারা মতে কোন মোকদ্দমার বিষয় ছিল, যদি উক্ত আবেদন পত্র বা মোকদ্দমা ত্রুটি প্রযুক্ত ডিস্‌মিস্ হইয়া থাকে বা উঠাইয়া লওয়া হইয়া থাকে, অথবা—

(খ) ঐরূপ মোকদ্দমায় বা কার্য্যানুষ্ঠানে চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করা হয় নাই।

১০৯ (ক) ধারা ঃ—বর্ত্তমান সংশোধনে ১১৫ (গ) ধারা হইল এবং যথাস্থানে মুদ্রিত হইল।

চুক্তি বা রফা সকল আইন সঙ্গত বলিয়া অনুমান করিতে রাজস্বকর্ম্মচারীর ক্ষমতা।

১০৯ (খ) ধারা নূতন। এই অধ্যায়ের যাবতীয় কার্য্যানুষ্ঠানে, ভূম্যধিকারী ও তাঁহার প্রজা কোন চুক্তি বা রফা করিয়া থাকিলে তাহা আইন সঙ্গত বলিয়া রাজস্ব কর্ম্মচারী অনুমান করিতে পারিবেন। কিন্তু যে স্থলে ঐ চুক্তি বা রফার সর্ত্ত সকল এরূপ হয় যে, তাহা তৃতীয় পক্ষগণের স্বত্বের অসঙ্গত বা অন্যায়রূপে হানিজনক হইতে পারে, সেইস্থলে, উক্ত তৃতীয় পক্ষগণ প্রতি উপস্থিত হইয়া তাহাদের বক্তব্য শ্রবণ করাইবার জন্য যুক্তি সঙ্গত নোটীশ না দিয়া, এবং উক্ত চুক্তি বা রফা সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ যে সকল উক্তি করিতেছেন তাহা সত্য বলিয়া তাঁহার প্রতীতি না হইলে রাজস্ব কর্ম্মচারী উপরোক্ত চুক্তি বা রফা কার্য্যে পরিণত করিবেন না।

চুক্তি মূলে খাজানা ধার্য্য করিতে রাজস্ব কর্ম্মচারীর ক্ষমতা।

১০৯ (গ) ঃ—(১৯২৮ সালে সংশোধিত)

১। ১০৯ (খ) ধারায় যাহা আছে তাহা সত্ত্বেও, মধ্যস্বত্ব বা জোতের জন্য যে খাজানা দেয় বলিয়া লিপিবদ্ধ হইবে, কোনস্থলে, স্বত্বের

লিখন প্রস্তুত হইতেছে এরূপ সময়ে, ভূম্যধিকারী ও প্রজা তাহা চুক্তি মূলে স্থির করিলে, রাজস্ব কর্ম্মচারীর ("এতদর্থে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট হইতে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত" এই কথা গুলি ১৯২৮ সালে বাদ দেওয়া হইয়াছে) যদি এরূপ প্রতীতি হয় যে, অঙ্গীকৃত খাজানা ন্যায্য ও উপযুক্ত, তাহা হইলে, তিনি, ঐ চুক্তি সর্ত্তাদি কোন চুক্তি পত্রে নিবদ্ধ হইলে তাহা এই আইন অনুসারে বলবৎ করিতে পারা যাইত না এরূপ হইলেও, ঐ খাজানা ন্যায্য ও উপযুক্ত বলিয়া ধার্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু তাঁহার ঐরূপ প্রতীতি না হইলে, তিনি ঐ খাজানা ন্যায্য ও উপযুক্ত বলিয়া ধার্য্য করিতে পারিবেন না; এবং এইরূপে ধার্য্যকৃত খাজানা সম্বন্ধে ১১৩ ধারার বিধান সমূহ প্রয়োজ্য হইবে।

২। কোন ভূম্যধিকারী বা প্রজা, ১১৫ ধারা অনুসারে নিযুক্ত বিশেষ জজের নিকটে, এই হেতুতে আপীল করিতে পারিবেন যে রাজস্ব কর্ম্মচারী (১) প্রকরণ অনুসারে যে খাজানা ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজানা বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন তাহা ঐ ভূম্যধিকারী বা প্রজা কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়নাই; এবং অন্য কোন হেতুতে আপীল করিতে পারিবেন না।

৩। বোর্ড অব্ রেভিনিউ, আবেদন পত্র প্রাপ্তে বা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া, আনুষ্ঠানিক কার্য্যে (১) প্রকরণ মতে ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজানা ধার্য্য করণ মূলে আজ্ঞার তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে, ঐরূপে ধার্য্যকৃত খাজানায় পুনর্ব্বিবেচনার আদেশ দিতে পারিবেন।

প্রকাশ থাকে যে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ প্রতি উপস্থিত হইয়া উক্ত বিষয়ে তাহাদের বক্তব্য শুনাইবার জন্য যুক্তিসঙ্গত নোটিশ না দেওয়া পর্য্যন্ত ঐরূপ কোন আদেশ করা যাইবে না।

স্বত্বের লিখনে নিষ্পত্তি সমূহ নোট করিবার বিষয়।

১০৯ (খ) ধারা ঃ— (১৯২৮ সালে সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত)

১০৫ ধারা মতে যে সকল খাজানা ধার্য্য হইয়াছে তাহার, এবং ১০৫ (ক) বা ১০৬ ধারা মতে ইস্যু সমূহের যে সকল নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহার, এবং তৎসম্বন্ধে ১০৮ বা ১১৫ (গ) ধারা মতে আপীল বা পুনর্বিবচারে যে

সকল আজ্ঞা করা হইয়াছে তাহার নোট ১০৩ (ক) ধারার (২) প্রকরণ মতে চূড়ান্ত প্রকাশিত স্বত্বের লিখনে লিপি বা সংযোগ করিতে হইবে এবং ঐরূপ নোট ঐ লিখনের অংশ স্বরূপ বিবেচিত হইবে।

ধার্য্য খাজানা যে তারিখ হইতে আমলে আসিবে।

১১০ ধারা ঃ—এই অধ্যায় অনুসারে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক কোন খাজানা ধার্য্য করা হইলে, যে নিষ্পত্তি মূলে খাজানা ধার্য্য করা হইয়াছে ঐ নিষ্পত্তির তারিখ কিম্বা যদি ভূমি রাজস্ব ধার্য্য হইতেছে বা শীঘ্রই হইবে এরূপ হয় স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার তারিখের ঠিক্ পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের প্রারম্ভাবধি, উহা আমলে আসিবে। কিন্তু—

নিম্নলিখিত বিধানগুলি মানিতে হইবে।

(ক) যদি ভূমি এমন কোন স্থান, মহাল বা মধ্য স্বত্বের অন্তর্গত হয় যাহার সম্বন্ধে ভূমি রাজস্ব ধার্য্য হইতেছে বা শীঘ্রই হইবে, তবে ধার্য্যকৃত খাজানা, ১৯১ ও ১৯২ ধারার বিধান সমূহের অধীনে চলিত বন্দোবস্তের ম্যাদের আমল হইতে, অথবা ঐ ম্যাদ অতীত হওয়ার পর অন্য যে কোন তারিখ রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক ধার্য্য করা হয়, সেই তারিখ হইতে আমলে আসিবে।

(খ) যদি ভূমি পূর্ব্বোক্ত মত কোন স্থান, মহাল বা মধ্য স্বত্বের অন্তর্গত না হয় এবং যদি বর্ত্তমান খাজানা অনতিক্রান্ত ম্যাদের জন্য পক্ষগণ মধ্যে বাধ্যকর কোন চুক্তিমূলে ধার্য্য করা হইয়া থাকে, তবে ধার্য্যকৃত খাজানা ঐ ম্যাদের আমল হইতে, অথবা ঐ ম্যাদ অতীত হওয়ার পর অন্য যে কোন তারিখ রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক ধার্য্য করা হয়, সেই তারিখ হইতে, আমলে আসিবে।

স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হওয়া কালীন দেওয়ানী আদালতের সমস্ত কার্য্য স্থগিত থাকিবার বিষয়।

১১১ ধারা ঃ—(১৯২৮ সালে সংশোধিত) স্বত্বের লিখন প্রস্তুত

করার আদেশ দিয়া ১০১ ধারামতে কোন আজ্ঞা করা হইলে, ১০৪ (জ) ধারার বিধান মান্য করিয়া, কোন দেওয়ানী আদালত

(ক)* যে স্থলে ভূমি রাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে বা শীঘ্রই হইবে, সেই স্থলে স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত ; এবং

(খ) যে স্থলে ভূমি রাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে না বা শীঘ্রই হইবে না, সেই স্থলে স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার পর চারি মাস অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত—

১৫৮ ধারামতে কোন আবেদন পত্র অথবা ঐ স্বত্বের লিখন যে স্থান সম্বন্ধে প্রযোজ্য হয় ঐ স্থানের কোন প্রজার খাজানা পরিবর্ত্তিন বা অবস্থা (ষ্টেটাস্) নির্দ্ধারণ জন্য কোন মোকদ্দমা বা আবেদন পত্র গ্রহণ করিবেন না।

স্বত্বের লিখন সম্বন্ধে খাজানা ব্যতীত অপরাপর বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের এলাকা সীমাবদ্ধ করিবার কথা।

১১১ (ক) ধারা ঃ—

এই অধ্যায়মতে স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ সূচক কোন আজ্ঞা সম্বন্ধে অথবা ঐরূপ লিখন বা তাহার কোন অংশ প্রস্তুত করণ, প্রকাশ করণ, স্বাক্ষর করণ বা এটেষ্টেশন্ সম্বন্ধে অথবা ১০৪ (জ) ধারার বিধানানুসারে ভিন্ন অন্য প্রাকারে ঐরূপ লিখনে ১০৪ (ক)—১০৪ (চ) ধারামতে ধার্য্য কোন খাজানা সম্বন্ধীয় কোন লিখিত বিষয়ের (এন্ট্রি) পরিবর্ত্তনের জন্য কোন দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা দায়ের করা যাইবে না।

প্রকাশ থাকে যে, কোন ব্যক্তির দখলীয় কোন স্বত্ব সম্বন্ধে ১০১ ধারার (২) প্রকরণের (ঘ) দফামতে দেওয়া কোন আজ্ঞানুসারে প্রস্তুতী স্বত্বের লিখনের কোন লিখিত বিষয়ে (এন্ট্রি) বা ঐ লিখনে বাদ দেওয়া হইয়াছে এরূপ বিষয়ে, ঐ ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হইলে, তিনি ১৮৭৭ সালের

বিশেষ উপকার বিষয়ক আইনের (স্পেসিফিক্ রিলিফ্ এক্ট্) ষষ্ঠ অধ্যায় অনুসারে, তাঁহার স্বত্ব সাব্যস্থকরার জন্য মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারিবেন।

যে মোকদ্দমায় কোন ইস্যু উত্থিত হয় সেই মোকদ্দমা স্থগিত করিবার বিষয়।

১১১ (খ) ধারা সংশোধিত।

১। যে স্থানে ভূমি রাজস্বের বন্দোবস্তকরা হইতেছে না বা শীঘ্র করা হইবেনা, এমন কোন স্থানের অন্তর্গত ভূমি সম্বন্ধে স্বত্বের লিখন প্রস্তুত এবং চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকিলে, ঐ স্বত্বের লিখন চূরান্ত-রূপে প্রকাশিত হইবার সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে চারি মাস মধ্যে নিম্ন-লিখিত কোন ইস্যুর নিষ্পত্তির জন্য ঐ ভূমি বা উহার কোন প্রজা সম্বন্ধে কোন আবেদনপত্র বা মোকদ্দমা কোন দেওয়ানী আদালতে দায়ের করা যাইবে না, অর্থাৎ :—

(ক) ঐ ভূমি খাজানা দিবার জন্য দায়ী কি দায়ী নহে ;

(খ) প্রজা ভূম্যধিকারী সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে কি না ;

(গ) ঐ ভূমি কোন বিশেষ মহাল বা প্রজাস্বত্বের ভূমির অংশ কি না ;

(ঘ) প্রজাস্বত্বের কোন বিশেষ সর্ত্ত বা অনুসঙ্গ আছে কি না, অথবা, ঐ ভূমি সম্পর্কে কোন বর্ত্মস্বত্ব বা অপর স্বচ্ছন্দাধিকার আছে কি না।

২। যদি ঐ স্থানে স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে (১) প্রকরণের লিখিত কোন ইস্যুর বিচার সাপেক্ষ কোন মোকদ্দমা কোন দেওয়ানী আদালতে দায়ের করা হইয়া থাকে, এবং যদি উক্ত দেওয়ানী মোকদ্দমায় প্রকৃত পক্ষে ঐ ইস্যুর বিচার বা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, তবে, রাজস্বকর্ম্মচারী ১০৫ ধারানুযায়ী কোন কার্য্যানুষ্ঠানে কিম্বা ১০৬ ধারানুযায়ী কোন মোকদ্দমায় ঐ ইস্যুর বিচার করিবেন না।

৩। ১০৫ ধারানুসারে উপযুক্ত খাজানা ধার্য্য করিবার সময়, যে

স্থলে রাজস্বকর্ম্মচারী দেখেন যে, (১) প্রকরণের লিখিত ইস্থ সমূহের মধ্যে কোন ইস্থর বিচার সাপেক্ষ কোন মোকদ্দমা, স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কোন দেওয়ানী আদালতে দায়ের করা হইয়াছে বলিয়া অথবা ১০৬ ধারা অনুসারে কোন রাজস্বকর্ম্মচারীর সমক্ষে উপস্থিত করা হইয়াছে বলিয়া, তিনি ঐ ইস্থর নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত উপযুক্ত খাজানা ধার্য্য করিতে অসমর্থ সেই স্থলে, তিনি ঐ ইস্থর চূড়ান্ত নিষ্পত্তির সাপক্ষে উপযুক্ত খাজানা ধার্য্যকরণার্থ কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত রাখিবেন ; এবং ঐ ইস্থর চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকরা হইলে পর, তিনি, স্বত্বের লিখন উক্ত নিষ্পত্তি অনুসারে প্রস্তুত করা হইয়াছে মনে করিয়া, উপযুক্ত খাজানা ধার্য্য করিবেন।

৪। (১) প্রকরণের কার্য্য বশতঃ আবেদন পত্র করিতে বা মোকদ্দমা দায়ের করিতে যে স্থলে বিলম্ব ঘটে, সেই স্থলে, ঐরূপ মোকদ্দমা বা আবেদন পত্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট ম্যাদের কাল গণনা করিতে উক্ত প্রকরণের লিখিত চারিমাস কাল বাদ দিতে হইবে।

বিশেষ স্থলে বিশেষ বন্দোবস্তের ক্ষমতা দিবার অধিকার।

১১২ ধারা ঃ—(১৯২৮ সালে সংশোধিত)

১। সাধারণ শৃঙ্খলা বা স্থানীয় হিতের জন্য পশ্চাল্লিখিত ক্ষমতা সকল ব্যবহার করা আবশ্যক, অথবা, এই অধ্যায় অনুসারে প্রস্তুতী কোন স্বত্বের লিখনে যে খাজানা দেয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে কিম্বা উক্ত স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপ প্রকাশিত হইবার পর আইন সঙ্গত উপায়ে বৃদ্ধি দরুণ যে খাজানা দেয়, কোন ভূম্যধিকরী তদপেক্ষা অতিরিক্ত খাজানা দাবী বা বলপূর্ব্বক আদায় করিতেছেন, এরূপ সন্তুষ্ট হইলে, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বড়লাট সাহেব বাহাদুরের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, কোন রাজস্বকর্ম্মচারীকে নিম্ন লিখিত সমুদায় বা উহাদের একটি ক্ষমতা দিতে পারিবেন, যথা :—

(ক) সমস্ত খাজানা ধার্য্য করিবার ক্ষমতা ;

(খ) যে কোন কারণে, ঐ কারণ এই আইনে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়া থাকুক বা না থাকুক, উক্ত রাজস্বকর্ম্মচারীর বিবেচনায় যদি বর্ত্তমান খাজানা বহাল রাখা অনুপযুক্ত বা অন্যায্য বোধ হয়, তবে খাজানা ধার্য্য করিবার সময়ে খাজানা কমাইবার ক্ষমতা।

২। এই ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান মধ্যে সাধারণ ভাবে কিম্বা নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমা বা নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর মোকদ্দমা সম্বন্ধে ব্যবহার যোগ্য করা যাইতে পারিবে।

(ক) ১০৪ হইতে ১০৪ (ঞ) ধারার বিহিত প্রকারে এই ধারানুসারে খাজানার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

(খ) এই ধারা অনুসারে খাজানা ধার্য্য করা হইতেছে এরূপ সময়ে, কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে, যে খাজানার জন্য ইতি পূর্ব্বেই ডিক্রী হাসিল করা হইয়াছে তদ্ভিন্ন অপর কোন খাজানা অনাদায়ী থাকিলে, যে কালের জন্য ঐ খাজানা দাবী করা হয় তাহার প্রারম্ভেই যদি খাজানা ধার্য্য করা হইত তবে সেই প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে খাজানা স্বরূপে যে টাকা পাওনা হইত তদপেক্ষা অনাদায়ী খাজানা অধিক হইলে, ঐ অনাদায়ী খাজানা যে পরিমাণে অধিক হয় সেই পরিমাণে কোন আদালতে আদায় করা যাইবে না। (১৯২৮ সালে সংযুক্ত)

যে কালের জন্য ধার্য্য খাজানা অপবর্ত্তিত থাকিবে।

১১৩ ধারা :—(১) এই অধ্যায় মতে কোন মধ্য স্বত্বের বা জোতের খাজানা ধার্য্য করা হইলে, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষ সাধন হেতু কিম্বা মধ্য স্বত্ব বা জোতের ভূমির পরিমাণের পরবর্ত্তি পরিবর্ত্তন হেতু ভিন্ন অন্য হেতুতে, মধ্য স্বত্বের বা দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট জোতের বা দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট কোর্ফা রাইয়তের জোতের বেলায় পনর বৎসর এবং দখলী স্বত্ব শূন্য কোর্ফা জোতের বেলায় পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত উক্ত খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে না; এবং জোতের ভূমির পরিমাণের পরিবর্ত্তন হেতু কিম্বা ৩৮ ধারার (ক) দফার নির্দ্দিষ্ট হেতু ভিন্ন অপর কোন হেতুতে পূর্ব্বোক্ত কাল মধ্যে ঐরূপ কোন খাজানা কম করা যাইবে না।

(২) ধার্য্য খাজানা এই অধ্যায় মতে যে তারিখে আমলে আইসে সেই তারিখ হইতে উপরোক্ত পনর ও পাঁচ বৎসর কাল গণনা করা হইবে।

এই অধ্যায় মতে কার্য্যাবলীর খরচের বিষয়।

১১৪ ধারা ঃ—(১) এই অধ্যায় মতে কোন স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার আদেশ দেওয়া হইলে কিম্বা তাহা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করা হইলে, যে স্থলে ভূমি রাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে বা শীঘ্রই হইবে সেই স্থল ভিন্ন অপরাপর স্থলে (এই অধ্যায়ের বিধান সমূহ কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল সীমানার চিহ্ন ও অপর জরীপী চিহ্ন রক্ষিত হয় তাহার রক্ষা, মেরামত বা পুনঃ স্থাপন করিতে যে সকল খরচ পড়ে ঐ স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করার পূর্ব্বে বা পরে যে সময়েই করা হউক, ঐ সকল খরচ সমেত) কোন স্থান, মহাল, মধ্য স্বত্ব বা তাহার কোন অংশে এই অধ্যায়ের বিধান সমূহ কার্য্যে পরিণত করিতে যে সকল খরচ পড়ে সেই সকল খরচ কিম্বা স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট উহার যে অংশ দিবার জন্য আদেশ করেন সেই অংশ, ঐ স্থানের, মহালের মধ্যে স্বত্বের বা অংশের ভূম্যধিকারীগণ, প্রজাগণ ও ভূমির দখিলকরাগণ, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় যেরূপ হার ও কিস্তী (যদি কোন কিস্তী করা হয়) নির্দ্ধারণ করিয়া দেন সেইরূপ হার ও কিস্তী অনুসারে বহন করিবেন।

(২) সীমানার চিহ্নগুলি পনর বৎসরের অনধিক কাল পর্য্যন্ত করা, মেরামত বা পুনঃ স্থাপন করার জন্য অনুমাণিক যে পরিমাণ টাকা খরচ লাগিবার সম্ভাবনা তাহা কিম্বা ঐ খরচের যে অংশ স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট নির্দ্দেশ করেন তাহা, যেন ইতি পূর্ব্বেই খরচ করা হইয়াছে এই ভাবে, অগ্রিম আদায় করিতে পারা যাইবে।

(৩) পূর্ব্বোক্ত খরচের যে অংশ কোন ব্যক্তি দিতে দায়ী, তবে, উক্ত স্থান, মহাল, মধ্য স্বত্ব বা অংশ সম্বন্ধে দেয় ভূমি রাজস্বের বকয়ায় ন্যায়, গভর্ণমেণ্ট আদায় করিতে পারিবেন।

(৪) ভূম্যধিকারী ও প্রজাগণ মধ্যে বিতরণের জন্য এই অধ্যায় মতে জরিপী নকসা ও স্বত্বের, লিখনের নকল প্রস্তুত করিবার ব্যয়

এই অধ্যায়ের বিধান সকল কার্য্যে পরিণত করিতে যে খরচ লাগে তাহার অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—কোন স্থান, মহাল বা মধ্য স্বত্বের অন্তর্গত সমস্ত লাখেরাজ ও নিষ্কর মুধ্য স্বত্ব এবং জোত এই ধারার "মধ্য স্বত্ব" শব্দের অন্তর্ভূক্ত হইবে।

যে স্থলের স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করা হইয়াছে সেই স্থলে মোকররী খাজানা সম্বন্ধীয় অনুমান অপ্রযোজ্য হইবে না।

১১৫ ধারা ঃ—কোন প্রজা স্বত্ব সম্বন্ধে ১০২ ধারার (খ) দফার বর্ণিত বিশেষ কথা এই অধ্যায় মতে লিপিবদ্ধ করা হইলে, ঐ প্রজা স্বত্ব সম্বন্ধে ৫০ ধারার অনুমান তৎপর প্রযোজ্য হইবে না।

গ্রামের সীমা চিহ্নিত করণ।

১১৫ (ক) ধারা ঃ—সংশোধিত। এই অধ্যায় অনুসারে জরীপ করিবার এবং স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামের সীমানা চিহ্নিত করিবার সময়, কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী সম্ভবমত এবং ১৮৭৫ সালের জরীপ বিষয়ক আইনের বিধান মান্য করিয়া, গ্রামের রাজস্ব জরীপ সংক্রান্ত মানচিত্র থাকিলে ঐ মানচিত্রে অঙ্কিত বাহিঃসীমার অন্তর্গত স্থান, জরীপ ও লিখনের 'ইউনিট্' স্বরূপে বজায় রাখিবেন; এবং যে স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী রাজস্ব জরীপ সংক্রান্ত গ্রামের মানচিত্র বর্ত্তমান থাকে সেই স্থলে, রেভিনিউ বোর্ডের মঞ্জুরী গ্রহণ না করিয়া তিনি অপর কোন স্থান ঐরূপ 'ইউনিট্' স্বরূপে গ্রহণ করিবেন না।

রাজস্ব কর্ম্মচারীকর্ত্তৃক স্বত্বের লিখনের ভূল সংশোধন।

১১৫ (খ) ধারা (পূর্ব্বের ১০৮ ক ধারা) ঃ—এতদর্থে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী, আবেদন মূলে বা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ১০৩ (ক) ধারার (খ) প্রকরণ মতে স্বত্বের

লিখন চূড়ান্ত রূপে প্রকাশিত হইবার সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে "দুই বৎসর" মধ্যে, ঐ স্বত্বের লিখনের কোন লিখিত বিষয় (এন্ট্রি) তাহা সরল বিশ্বাসে ভুল প্রযুক্ত ঐরূপ লিখিত হইয়াছে এরূপ সন্তুষ্ট হইলে, সংশোধন করিতে পারিবেন।

প্রকাশ থাকে যে, যদি উক্ত লিখিত বিষয় সম্পর্কে ১১৫ (গ) ধারা মতে কোন আপীল দাখিল করা হইয়া থাকে অথবা যে পর্য্যন্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষগত প্রতি উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের বক্তব্য শুনাইবার জন্য যুক্তি সঙ্গত নোটীশ না দেওয়া হয় সেই পর্য্যন্ত উপরোক্ত মত সংশোধন করা যাইবে না।

রাজস্ব কর্ম্মচারীদের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল।

১১৫ (গ) ধারা (পূর্ব্বের ১০৯ ক ধারা):—১০৫—১০৮ ধারা (উভয় ধারা এবং ১১৫খ ধারা সমেত) মতে রাজস্ব কর্ম্মচারীগণ যে সকল ধারা নিষ্পত্তি করেন ঐ সকল নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল শ্রবণ করিবার জন্য স্থানীয় গভর্ণমেন্ট এক বা একাধিক ব্যক্তিকে বিশেষ বিচারক বলিয়া নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

২। ঐ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপিল হইতে পারিবে এবং ঐ আপিলে দেওয়ানী কার্য্য প্রণালী যতদূর সম্ভব খাটিবে।

৩। ঐ আপিলের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট আপিল চলিবে, যদি হাইকোর্টের অধীনে জজের নিকট প্রথম আপিল হয় এবং খাজানা ধার্যের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে যদি হাইকোর্ট কোন পরিবর্ত্তন করেন তবে নিম্ন আদালত জোত বা মধ্য স্বত্বের জন্য নূতন খাজানা ধার্য্য করিতে পারিবেন এবং রেকর্ড অব্ রাইটের ঐ শ্রেণীর অন্যান্য জোতের খাজানার দিকে দৃষ্টি রাখিবেন।

একাদশ অধ্যায়।

খামার ভূমি সংরক্ষণ।

১১৬ ধারা:—(১৯২৮ সালে সংশোধিত)

গভর্ণমেন্ট বা কোন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ বা কোন রেলওয়ে কোম্পানীর জন্য ১৮৯৪ সালের ভূমি খাস করণ বিষয়ক আইনানুসারে যে সকল ভূমি খাস করা হয় তাহাতে, কিম্বা কোন সেনানিবাসের (কেন্টন্‌মেন্ট)

অন্তর্গত যে ভূমি গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি তাহা যতকাল গভর্ণমেণ্টের বা কোন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের বা রেলওয়ে কোম্পানীর সম্পত্তি থাকে ততকাল তাহাতে, কিম্বা যে সকল ভূমির মালীক গভর্ণমেট বা কোন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ এবং যাহা রাস্তা, খাল বা বাঁধ স্বরূপে সর্ব্বসাধারণের কার্য্যে ব্যবহৃত হয় বা তৎসমূহের মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আবশ্যক হয় তাহাতে, কিম্বা যে ভূমি খামার, নিজ,, নিজ জোত, জিরাত, বা সির বলিয়া পরিচিত ভূস্বামীর নিজ জমী, তাহা যদি কয়েক সনের ম্যাদী পাট্টা ক্রমে বা সন প্রতি পাট্টাক্রমে ভোগ দখল করা যায় তবে তাহাতে, পঞ্চম অধ্যায়ের কোন কথা দ্বারা দখলীস্বত্ব জন্মিবে না এবং তৎসম্বন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের কোন কথা প্রযোজ্য হইবে না।

ভূস্বামীর খামার জমী জরীপ ও লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ দিতে গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা।

১১৭ ধারাঃ—কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে ইহার পূর্ব্ব ধারার মর্ম্মানুযায়ী ভূস্বামীর নিজ বা খামার জমী বলিয়া যে সকল জমী থাকে ঐ সমস্ত জমী জরীপ করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার জন্য, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট, সময়ে সময়ে, কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর প্রতি আদেশ দিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবেন

ভূস্বামী বা প্রজার প্রার্থনামতে খামার জমী লিপিবদ্ধ করিতে রাজস্ব কর্ম্মচারীর ক্ষমতা।

১১৮ ধারাঃ—কোন জমী ভূস্বামীর নিজ বা খামার জমী বলিয়া উক্তি করা হইলে, উক্ত জমীর ভূস্বামীর বা কোন প্রজার আবেদন মূলে এবং তিনি আবশ্যকীয় খরচের টাকা আমানত করিলে, কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী এতদর্থে স্থানীয় গভর্ণমেণ্টকৃত বিধি সকল মানিয়া ও তদনুসারে ঐ জমী ভূস্বামীর নিজ বা খামার জমীর কি না ইহা নির্ণয় ও লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার কার্য্য প্রণালী।

১১৯ ধারাঃ—কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী পূর্ব্ব দুই ধারার কোন ধারামতে কার্য্যে অগ্রসর হইলে, ১০৩ (ক), ১০৩ (খ), ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯ এবং "১১৫ (গ)" ধারা সকলের বিধান সমূহ প্রযোজ্য হইলে।

ভূস্বামীর নিজ বা খামার জমী নির্দ্ধারণ করিবার বিধি।

১২০ ধারা—(১৯২৮ সনে পরিবর্ত্তিত) ১। রাজস্ব কর্ম্মচারী যে জমী ভূস্বামীর নিজ বা খামার জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন, তাহা—

(ক) যে জমী ভূস্বামী নিজে আপন সরঞ্জাম দ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা ভাড়াটীয়া মজুর দ্বারা, খামার, জিরাত, সির, নিজ, নিজ-জোত বা খামাত (কামাত স্থলে) স্বরূপে, এই আইন পাশ হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হয়, সেই জমী, এবং

(খ) যে আবাদী জমী গ্রাম্য প্রথানুসারে ভূস্বামীর খামার, জিরাত, সির, নিজ, নিজ-জোত বা "খামাত" ("কামাত" স্থলে) বলিয়া পরিচিত, সেই জমী।

২। অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কি না, ইহা নির্ণয় করিতে, উক্ত কর্ম্মচারী, স্থানীয় প্রথার প্রতি, এবং ১৮৮৩ সালের ২রা মার্চ্চ তারিখের পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া ঐ জমী পত্তন করা হইয়াছিল কি না এই প্রশ্নের প্রতি, এবং অন্য যে কোন প্রমাণ উপস্থিত করা যায় তৎপ্রতি, দৃষ্টি রাখিবেন; কিন্তু, যে পর্য্যন্ত বিপরীত দর্শান না যায় সেই পর্য্যন্ত, উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী নহে বলিয়া অনুমান করিবেন।

২। (ক) কোন চুক্তি পত্রে বা সোলেনামাতে অথবা যোগসাজস বা প্রতারণা দ্বারা লব্ধ বলিয়া কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর সন্তোষজনক রূপে প্রমাণিত হইয়াছে এরূপ কোন ডিক্রীতে যাহা থাকে তাহা সত্বেও ঐ রাজস্ব কর্ম্মচারী, কোন জমী (১) অথবা (২) প্রকরণে বর্ণিত প্রকারের সন্তোষজনক প্রমাণ দ্বারা ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া প্রমাণ করা না গেলে তাহা ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন না।

৩। কোন জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না এসম্বন্ধে কোন দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উঠিলে, রাজস্বকর্ম্মচারীদের অনুসরনার্থ এই ধারায় যে সকল বিধান করা হইল, ঐ আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

এই অধ্যায়—**১২১ ধারা** হইতে **১৪২ ধারা**, ১৯২৮ সনে উঠিয়া গেল।

প্রজাস্বত্ব আইনে দেওয়ানী কার্য্য বিধির পরিবর্ত্তনের বিষয়।

১৪৩ ধারা—হাইকোর্ট সময় সময় সপারিষদ বড় লাটের অনুমোদনক্রমে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করতঃ এই মর্ম্মে রুল প্রবর্ত্তিত করিতে পারিবেন যে ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্য্যবিধি-আইনের কোন অংশ প্রজা ভূম্যধিকারী সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায় অথবা ঐরূপ মোকদ্দমার যে কোনও নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীতে প্রযুক্ত হইবে না অথবা "রুল"গুলিতে উল্লিখিত সংশোধনানুসারে ঐ মোকদ্দমাগুলিতে প্রযুজ্য হইবে। ঐরূপে প্রবর্ত্তিত কোন রুল অনুসারে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক আইনের অন্যান্য বিধান অনুক্রমে ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন ঐরূপ সকল মোকদ্দমাতেই প্রযুজ্য হইবে।

এই আইনানুযায়ী আনুষ্ঠানিক কার্য্যে (প্রসিডিং) এলাকার বিষয়।

১৪৪ ধারা। (১৯২৮ সালে সংশোধিত) (১) যে মধ্যস্বত্ব বা জোত সম্পর্কে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তাহার দখল পাইবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে যে দেওয়ানী আদালতের এলাকা থাকে, ভূম্যধিকারী ও প্রজা স্বরূপে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে সমস্ত মোকদ্দমায়, নালীশের কারণ, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের কার্য্য পক্ষে, সেই দেওয়ানী আদালতের এলাকাধীন স্থানের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; "এবং যে আদালতের স্থানীয় এলাকার মধ্যে, ঐ মধ্যস্বত্বের বা স্থলবিশেষে জোতের জমী, সম্পূর্ণরূপে বা অংশও অবস্থিত থাকে, সেই আদালত ভিন্ন অপর কোন আদালতে ভূম্যধিকারী ও প্রজা স্বরূপে তাহাদের মধ্যে কোন মোকদ্দমা দায়ের করা যাইবে না।" (১৯২৮ সালে পরিবর্দ্ধিত)

(২) কোন ভূম্যধিকারী একাধিক প্রজাস্বত্বের খাজানার সম্বন্ধে একটি মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারিবেন, যদি যে প্রজাস্বত্বগুলির খাজানার সম্বন্ধে মোকদ্দমা করা হয় তাহা, তাঁহার অধীনে অনুরূপ স্বত্বেও তুল্য অবস্থায় (ষ্টেটাস্) একই প্রজার ভোগ দখলে থাকে।

প্রকাশ থাকে যে—

(i) আরজীতে প্রত্যেক প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে দাবী পৃথক্ ভাবে লিখিতে হইবে।

(ii) প্রত্যেক প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে পৃথক পৃথক ডিগ্রী প্রদত্ত হইবে।

(iii) আদালত প্রত্যেক প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে মোকদ্দমা খরচ উপযুক্ত অনুপাতে বিভাগ করিয়া দিবেন ; এবং

(iv) প্রত্যেক প্রজাস্বত্বের দরুণ যে দাবী করা হয়—তৎসম্পর্কে আরজীর উপর পৃথক্ পৃথক্ কোর্টফিস্ আদায় করা হইবে ; এবং

(৩) এই আইন অনুসারে কোন দেওয়ানী আদালত ভূম্যধিকারী বা প্রজার আবেদন মূলে কোন আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে, যে মধ্যস্বত্ব বা জোত সম্পর্কে আবেদন করা যায় তাহার দখল পাইবার জন্য মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে যে আদালতের এলাকা থাকে, সেই আদালতে আবেদন করিতে হইবে

নোট :—কোন্ স্থানে খাজানার মোকদ্দমার নালীশের কারণ উপস্থিত হয় এই ধারায় সেই আইনের বিধান।

নায়েব বা গোমস্তাদের স্বীকৃত আমমোক্তার হইবার বিষয়।

১৪৫ ধারা। (১৯২৮ সালে পরিবর্ত্তিত) কোন ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত লিখিত ক্ষমতাপত্র মূলে এতদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাঁহার কোন

১৪৬ ধারার পরে পড়িতে হবে।

১৪৬ক ধারা।

(১) ১৮৭২ সনের ভারতীয় চুক্তি বিষয়ক আইনে যাহাই থাকুক না কেন, কোন মধ্যস্বত্বে কিম্বা অন্যবিধ প্রজাস্বত্ব বিশিষ্ট ভূমির (হোল্ডিংয়ের) যাবতীয় অংশীদার প্রজাই, ময় তাহাদের স্বত্বে স্বত্ববান্ উত্তরাধিকারীবর্গ, ঊর্দ্ধতন মালীকের নিকট ঐ স্বত্বের বাবদ মালীককে দেয় করের জন্য একযোগে ও পৃথক পৃথকভাবে দায়ী থাকিবে। ঐ কর তাহাদের নিজ দখলীয় কালের জন্যই হউক আর তাহারা পূর্ব্ববর্ত্তীর স্বত্বে স্বত্ববান্ তাহার দখলীয় কালের জন্যই হউক [এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে না।]

(২) বর্ত্তমান আইনের অন্যান্য ধারার কিম্বা অন্য কোন আইনের বিধান সত্ত্বেও কোন মধ্যস্বত্ব কিম্বা অন্যবিধ প্রজাস্বত্ব বিশিষ্ট ভূমির বাকী-করের বাবদ ডিক্রি এবং তৎ ডিক্রিজারীতে কোন বিক্রয় হইলে সমগ্র অংশীদার প্রজাগণকে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করা হোক বা না হোক্ ঐ ডিক্রি বা ক্রোক ও বিক্রয় তাহাদের সকলের বিরুদ্ধেই বাধ্যকর হইবে এবং যদি মোকদ্দমার বিবাদীগণ যে মধ্যস্বত্ব অন্যবিধ প্রজাস্বত্ব বিশিষ্ট ভূমির করের জন্য মোকদ্দমা দায়ের হইয়াছিল সেই স্বত্ব বা ভূমির যাবতীয় অংশীদার প্রজাগণের প্রতিনিধিস্বরূপে থাকিয়া থাকে তবে ঐ ডিক্রি ও বিক্রয় চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদের বিধান মত উক্ত স্বত্ব বা ভূমির বিরুদ্ধেও কার্য্যকারী হইবে।

(৩) [আনীত] মোকদ্দমার বিবাদীগণকেই (২) নং উপধারার জন্য [মোকদ্দমা সংক্রান্ত] মধ্যস্বত্ব কিম্বা অন্যবিধ প্রজাস্বত্ব বিবিষ্ট ভূমির যাবতীয় অংশীদার প্রজাগণের প্রতিনিধি স্বরূপ বিবেচিত হইবে তখন,—যখন

(i) যে গ্রামে পূর্ব্বোক্ত মধ্যস্বত্ব, বা ভূমি অবস্থিত সেই গ্রামেই উক্ত স্বত্বের বা ভূমির প্রজাগণ মধ্যে যাহাদের বসত বাটী অবস্থিত আছে তাহাদের সকলকেই বিবাদী শ্রেণী ভুক্ত করা হইয়াছে, এবং

(ii) যে মোদ্দতের করের জন্য মোকদ্দমা দায়ের হইয়াছে তাহার পূর্ব্বের তিন বৎসর মধ্যে কোন সময় উক্ত স্বত্ব বা ভূমির কর মধ্যে

ওয়াশিল দিয়াছে এই প্রকার সকল অংশীদার প্রজামাত্রকেই বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করা ; এবং

(iii) যে সকল অংশীদার প্রজা উক্ত স্বত্ব বা ভূমিতে কোন স্বত্ব ক্রয় করিয়া অবস্থানুসারে ১২ ধারার ৩য় উপধারা মতে কিম্বা ২৬ চ ধারার মতে তাহাদের ক্রয়ের নোটিশ দিয়াছে কিম্বা যে সকল অংশীদার প্রজা উত্তরাধিকারী সূত্রে কোন স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া ১৫ ধারার বিধান মতে তাহার উত্তরাধিকারের নোটিশ দিয়াছে তাহাদিগকে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে, এবং

(iv) যে সকল অংশীদার প্রজার নাম উপরিস্থ ভূম্যধিকারীর তলপ বাকীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাদের সকলকে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে।

১৪৬ খ ধারা।

১৯০৮ সালের ভারতীয় তমাদি আইনের বিধান সত্ত্বেও কোন মধ্যস্বত্ব কিম্বা অন্যবিধ প্রজাস্বত্ব, বিশিষ্ট ভূমির বাকী কর আদায়ের জন্য আনীত মোকদ্দমায় যখন কোন ব্যক্তি বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইবার দাবী রাখে, তখন সে মোকদ্দমার শুনানী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যে কোন সময় মোকদ্দমার বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারে। আদালত তখন তাহার দাবী সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন এবং যদি মনে করেন যে তাহাকে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করা উচিত তবে তাহা করিবেন।

প্রকাশ থাকে যে এই প্রকার কোন ব্যক্তি যদি মোকদ্দমা দায়ের থাকা কালীন যে কোন সময় আদালতের নির্দ্দিষ্ট আদালত ব্যয় সহ সাকুল্য দাবীর টাকা আদালতে দাখিল করে তবে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস হইবে এবং ১৭১ ধারার বিধান তৎস্থলে প্রযোজ্য হইবে।

(২) বর্ত্তমান ধারার [১] উপধারা মতে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত অংশীদার প্রজার বেলায় ও ১৪৬ ক ধারার [২] ও [৩] উপধারার বিধান সমূহ যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

ইহার পর ১৪৭ ধারা।

নায়েব বা গোমস্তা, যে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করিতে হইবে বা দায়ের করা আছে বা আবেদন পত্র করা হয়—ভূম্যধিকারী সেই আদালতের স্থানীয় এলাকার মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও, ঐরূপ মোকদ্দমা বা আবেদন পত্রের কার্য্যপক্ষে, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের অর্থানুসারে, সেই ভূম্যধিকারীর স্বীকৃত আমমোক্তার বলিয়া গণ্য হইবেন।

প্রকাশ থাকে যে, ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনে যাহা আছে তাহা সত্ত্বেও, ঐরূপ প্রত্যেক নায়েব বা গোমস্তা, ভূম্যধিকারী পক্ষে আরজী বর্ণনাদির সত্যপাঠ দস্তখত করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ সত্যপাঠ দস্তখতের জন্য তাঁহাকে আদালতের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে না।

মোকদ্দমার বিশেষ রেজেষ্টরীর বিষয়।

১৪৬ ধারা। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট এতদর্থে সময়ে সময়ে যে ফারম নির্দ্দিষ্ট করেন, ঐ ফারমে প্রত্যেক দেওয়ানী আদালতে একটি বিশেষ রেজেষ্টরী থাকিবে এবং উপরোক্ত প্রকারের মোকদ্দমা দেওয়ানী কার্য্য-বিধি আইনের ৫৮ ধারায় উল্লিখিত বিশেষ বৃত্তান্তগুলি, ঐ ধারানুযায়ী দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজেষ্টরীতে না লিখিয়া উপরোক্ত বিশেষ রেজে-ষ্টরীতে লিখিতে হইবে।

পর পর খাজানায় মোকদ্দমার বিষয়।

১৪৭ ধারা। (১৯২৮ সালে পরিবর্ত্তিত) কোন ভূম্যধিকারী কোন রাইয়তের বিরুদ্ধে তাহার জোতের কোন খাজানা আদায় করার জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩৭৩ ধারায় বিধি সকল মানিয়া, পূর্ব্ব মোকদ্দমা দায়েরের তারিখ হইতে তিন

মাস অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত, উক্ত ভূম্যধিকারী ঐ জোতের কোন খাজানা আদায় করিবার জন্য উক্ত রাইয়তের বিরুদ্ধে অন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না।

প্রকাশ থাকে যে, যে স্থলে, কোন আংশিক মালীক কর্ত্তৃক একটি পরবর্ত্তী খাজানার মোকদ্দমা রুজু হইয়া তাহা ১৪৮ (ক) ধারার (৪) প্রকরণের বিধান মতে একটি পূর্ব্ববর্ত্তী খাজানায় মোকদ্দমার সহিত একত্রিত করা হইয়াছে, সেই স্থলে, এই ধারায় কার্য্য পক্ষে, পরবর্ত্তী মোকদ্দমায় রুজুর তারিখ, যে মোকদ্দমা প্রথম রুজু করা হইয়াছে এবং যাহায় সাহত পরবর্ত্তী মোকদ্দমা একত্রিত করা হইয়াছে, তাহার রুজুর তারিখ বলিয়া গণ্য হইবে।

ভূম্যাধিকারী এবং প্রজার মধ্যে মোকদ্দমার রফা।

১৪৭ (ক) ধারা। (১) ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের—১নং সিডিউলের অন্তর্গত ২৩নং অর্ডারের ৩নং রুলে যাহা আছে তাহা সত্বেও, যে স্থলে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা-স্বরূপে কোন মোকদ্দমা, চুক্তি বা রফা মুলে, সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ মীমাংসা করা হয় সেই স্থলে, আদালত যদি লিখিত হেতু মূলে এরূপ সন্তুষ্ট না হন যে উক্ত চুক্তি বা রফার সর্ত্ত সকল কোন চুক্তিপত্রে নিবদ্ধ হইলে এই আইন অনুসারে তাহা প্রবল করা যাইতে পারিত, তাহা হইলে, আদালত উক্ত চুক্তি বা রফা লিপিবৃদ্ধ হওয়ায় আজ্ঞা দিবেন না এবং উক্ত চুক্তি বা রফা অনুযায়ী কোন ডিক্রী দিবেন না।

প্রকাশ থাকে যে, ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক রুজু করা হইয়াছে এরূপ কোন খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমায় কোন বৃদ্ধি স্বীকৃত হইলে, আদালত ঐরূপ বৃদ্ধির ডিক্রী দিতে পারিবেন, যদি ঐরূপ বৃদ্ধি উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া এবং তাহা খাজানা বৃদ্ধি করিবার বিষয়ে আদালতের পরিচালনার্থে এই

আইনে যে সকল বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে সেই সকল বিধি সমূহের অনুযায়ী বলিয়া লিখিত কারণ মূলে আদালত সন্তুষ্ট হন।

(২) যে স্থলে কোন চুক্তি বা রফার সর্ত্ত সকল এরূপ থাকে যে অন্যায়রূপে তৃতীয় পক্ষের স্বত্বের হানি হইতে পারে সেই স্থলে, ঐ চুক্তি বা রফার পক্ষগণের উক্তি সকল সত্য বলিয়া প্রমাণ মূলে সন্তুষ্ট না হইলে ও না হওয়া পর্য্যন্ত, আদালত ঐরূপ চুক্তি বা রফা অনুযায়ী কোন ডিক্রী দিবেন না।

দৃষ্টান্ত ঃ—'ক' নামক ভূস্বামী স্বীকৃত হন যে 'খ' নামক তাঁহার প্রজা দখলীয় স্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়ত বলিয়া লিপিবদ্ধ হইবে; ইহাতে 'খ' এর প্রজাদের স্বত্বের হানি হয়। এই স্থলে ৫ ধারায় সংজ্ঞা অনুসারে 'খ' মধ্য স্বত্বাধিকারী কিম্বা রাইয়ত ইহা, এই প্রকরণ অনুসারে, আদালতকে অনুসন্ধান করিতেই হইবে। প্রমাণ মূলে আদালত যদি এরূপ দেখেন যে 'খ' একজন রাইয়ত তবে ঐ চুক্তি অনুসারে আদালত ডিক্রী দিতে পারিবেন; কিন্তু আদালত যদি দেখেন যে 'খ' মধ্য স্বত্বাধিকারী তবে আদালত ঐরূপ ডিক্রী দিবেন না।

নোট ঃ—এই ১৪৭ (ক) ধারা নূতন এই ধারায় উদ্দেশ্য এই যে, যে সকল রফা বে-আইনী ও অন্যায্য তাহা, বিশেষতঃ, যে সকল রফা দ্বারা ২৯ ধারায় বিধান সমূহের বিপরীতে বৃদ্ধি স্বীকার করিতে প্রজাকে বাধ্য করা হয় তাহা অনুমোদন ও মঞ্জুর করিতে এই ধারা দেওয়ানী আদালত সমূহকে বাধা দিবে। ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে অনেক সময় প্রজাগণকে আদালতের বাহিরে বে-আইনী চুক্তিপত্র সমূহে সম্মত হইতে বাধ্য করা হয়। রফা সকল সম্বন্ধে সতর্ক অনুসন্ধান করিতে ও তাহাতে বে-আইনী সর্ত্তাদি থাকিলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে এই ধারা আদালত সমূহকে বাধ্য করে। (ফিনিউকেনের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ৬০৪ পৃষ্ঠা)

"স্বত্বের লিখনের" লিখিত বিষয়াদির প্রতি দেওয়ানী আদালতের দৃষ্টি রাখিবার বিষয়।

১৪৭ (খ) ধারা। যে সকল স্থানে ১০৩ (ক) ধারায় (২) প্রকরণ মতে স্বত্বের লিখন প্রস্তুত ও চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত করা হইয়াছে, সেই সকল স্থানে, ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে, ভূম্যধিকারী ও প্রজা স্বরূপে, সমস্ত মোকদ্দমায়, বিরোধীয় বষয় সম্বন্ধে ঐ স্বত্বের লিখনে যে সকল লেখা আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় তাহা সাক্ষ্য দ্বারা অশুদ্ধ বলিয়া প্রমাণ করা না হইয়া থাকিলে, দেওয়ানী আদালত সেই সকল লেখার (এন্ট্রি) প্রতি দৃষ্টি করিবেন; এবং যখন কোন দেওয়ানী আদালত ঐরূপ লেখার সাহত অনৈক্য কোন ডিক্রী দেন, তখন ঐরূপ করিবার হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

খাজানার মোকদ্দমার কার্য্য-পদ্ধতি।

১৪৮ ধারা। পরিবর্ত্তিত খাজানা আদায় করিবার মোকদ্দমায় নিম্নলিখিত বিধান সমূহ প্রযোজ্য হইবে ঃ—

(ক) ১২১ হইতে ১২৭ পর্য্যন্ত ধারা (উভয় ধারা সমেত), ১২৯ ধারা, ৩০৫ ধারা এবং ৩২০ হইতে ৩২৬ পর্য্যন্ত ধারা (উভয় ধারা সমেত) ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় প্রয়োজ্য হইবে না।

(খ) ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১নং সিভিউলের অন্তর্গত অর্ডারের ১, ২, ৪, ৫ ও ৬নং রুলে এবং ৯নং রুলের ২নং সব্‌রুলে যে সকল বিবরণ বিশেষ ভাবে উল্লিখিত আছে, তদতিরিক্ত, প্রজার দখলীয় ভূমির অবস্থান, পরিচয়, পরিমাণ এবং চতুঃসীমার বিবরণ, অথবা, যে স্থলে বাদী পরিমাণ ও চতুঃসীমা দিতে অসমর্থ সেই স্থলে, তৎপরিবর্ত্তে ভূমির

পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট হয় এরূপ বিবরণ, এবং উক্ত ভূমি সম্বন্ধে কোন স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইয়া চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে কি না এ সম্বন্ধে একটি উক্তি আর্জীতে লিখিতে হইবে।

(খ ১) যে স্থানের নিমিত্ত স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে সেই স্থানের অন্তর্গত ভূমির খাজানার নিমিত্ত যদি কোন মোকদ্দমা করা হয় তাহা হইলে, ঐ স্বত্বের লিখনে প্রজাস্বত্বের ভূমির যে ক্রমিক নম্বর বা নম্বর সমূহ লিখিত আছে তাহার এবং ঐ লিখন অনুসারে ঐ প্রজাস্বত্বের ভূমির পরিমাণের ও বার্ষিক খাজানার বিবরণ আরজীতে লিখিতে হইবে ; কিন্তু যথেষ্ট কারণ বশতঃ ঐরূপ বিবরণ প্রদান করিতে বাদীর বিঘ্ন হইয়াছে বলিয়া—লিখিত কারণ মূলে আদালত সন্তুষ্ট হইলে আরজীতে উপরোক্ত বিবরণ লিখিতে হইবে না।

প্রকাশ থাকে—যে সকল স্থলে আদালত ঐরূপ বিবরণ বিহীন আর্জ্জি গ্রাহ্য করেন সেই সকল স্থলে আদালত ঐ প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধীয় স্বত্বের লিখনের সত্যতা যুক্ত বা সার্টিফিকেট যুক্ত নকল বা উদ্ধৃতাংশ ফি না লইয়া দিবার জন্য কালেক্টর সাহেবের নিকট চাহিয়া পাঠাইবেন, এবং অন্য যে স্থলে উপযুক্ত মনে করেন সেই স্থলেও ঐরূপ চাহিয়া পাঠাইতে পারিবেন।

আরও প্রকাশ থাকে যে, যে স্থলে আরজীতে উপরোক্ত উক্তি থাকিবে সেই স্থলে, (খ ২) প্রকরণের কার্য্য পক্ষে আবশ্যক না হইলে, (খ) প্রকরণোল্লিখিত মত প্রজার দখলীয় ভূমির অবস্থান, পরিচয়, পরিমাণ ও চতুঃসীমার কোন বিবরণ লিখা আবশ্যক হইবে না।

(খ ২) যে স্থলে স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার পর প্রজাস্বত্যের জমার পরিমাণের জরিপী দাগ সমূহের বা খাজানার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে সেই স্থলে আরজীতে ঐ সকল পরিবর্ত্তনের বিশেষ বিবরণগুলি দেখাইয়া একটি উক্তি ও লিখিতে হইবে।

(গ) ইস্যু ধার্য্যের নিমিত্ত সমন দেওয়া উচিত বলিয়া আদালত মনে না করিলে মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া হইবে।

(ঘ) যদি হাইকোর্ট, বিধি ক্রমে, সাধারণ ভাবে বা কোন স্থানের নিমিত্ত বিশেষ ভাবে, আদেশ করেন ;তবে সমন জারীর অন্য যে কোন প্রণালী আছে তাহার পরিবর্ত্তে বা সুযোগে বিবাদীর নামে ভারতবর্ষীয় ডাকঘর বিষয়ক ১৮৬৬ সালের আইনের তৃতীয় খণ্ড মতে রেজেষ্টরী যুক্ত পত্র দ্বারা ডাক যোগে সমন পাঠাইয়া সমনজারী করা যাইতে পারিবে। সমন পত্রদ্বারা ঐরূপে পাঠান গেলে এবং ঐ পত্র যথারীতি রেজেষ্টরী করিয়া ডাকে দেওয়া গিয়াছে ইহা প্রমাণিত হইলে, উক্ত সমন রীতিমত জারী হইয়াছে বলিয়া আদালত অনুমান করিবেন।

(ঘ ১) ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনে কিম্বা তদনুসারে কৃত বিধান সমূহে যাহা আছে তাহা সত্ত্বেও, বাঁকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত কোন মোকদ্দমায়, বিবাদী বা কোন সাক্ষীর প্রতি সমন জারী করিবার জন্য, বাদীকে কোন নিশান দাহী লোক দিতে হইবে না এবং যে ব্যক্তির উপর অথবা যে বাড়ী বা সম্পত্তিতে সমন জারী করা হয় তাহার পরিচয় সম্বন্ধে রীতিমত অনুসন্ধান পূর্ব্বক, জারী কারক কর্ম্মচারী সমন জারী করিবেন। জারী কারক কর্ম্মচারী ন্যূন পক্ষে দুই জন লোকের মোকাবিলা সমনজারী করিবেন এবং সম্ভবপর হইলে আসল সমনে ঐ সকল লোকের নাম দস্তখত করাইয়া লইবেন, এবং যে স্থলে তিনি সমনজারী করিতে অসমর্থ হন সেই স্থলে, সম্ভবপর হইলে, স্থানীয় দুই জন লোকের নাম দস্তখত ঐ ভাবে লিখাইয়া লইবেন।

(ঘ ২) ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১নং সিডিউলের অন্তর্গত ৩২নং অর্ডারের ৩নং (৩নং) রুলে যাহা আছে তাহা সত্ত্বেও, বাঁকী খাজানার মোকদ্দমায় নাবালক বিবাদীর স্বাভাবিক অভিভাবকের

প্রতি আদালত নোটাশ জারী করিয়া তাঁহাকে জানাইতে পারিবেন যে, যদি উক্ত অভিভাবক ঐরূপ নোটীশ জারীর পর চৌদ্দদিনের অন্যূন, নোটীশের নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে উপস্থিত হইয়া—আপত্তি না করেন তবে, ঐ মোকদ্দমা সম্পর্কে তাঁহাকে উক্ত নাবালক বিবাদীর অভিভাবক বলিয়া গণ্য করা হইবে ; এবং উক্ত নোটীশ অনুযায়ী কার্য্য করা না গেলে, আদালত অন্যরূপ আদেশ না করিলে, উক্ত স্বাভাবিক অভিভাবক উক্ত মোকদ্দমার সমস্ত কার্য্য পক্ষে উক্ত নাবালক বিবাদীর যথাবিধি নিযুক্ত অভিভাবক বলিয়া গণ্য হইবেন। (১৯২৮ সালে সংযুক্ত)

(ঙ) "আদালতের অনুমতি ব্যতীত বর্ণনা পত্র দাখিল করা যাইবেনা ; কিন্তু আদালত ঐরূপ অনুমতি দিবার অথবা না দিবার হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।" (১৯২৮ সালে সংযুক্ত)

(চ) আপীল চলিতে পারুক কিনা পারুক, ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১মং সিডিউলের অন্তর্গত ১৮নং অর্ডারের ১৩নং রুলে সাক্ষীগণের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিবার যে সকল বিধি আছে, তাহা প্রযোজ্য হইবে।

(চ ১) (i) ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনে যাহা আছে তাহা সত্বেও, যে স্থলে দশম অধ্যায় অনুসারে চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত স্বত্বের লিখনের লিখিত খাজানার নিমিত্ত মোকদ্দমা রুজু করা হয়, অথবা যে স্থলে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে রেজেষ্টরী যুক্ত পাট্টা মূলে খাজানা দেয় হয় অথবা যে স্থলে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে পূর্ব্ব মোকদ্দমায় বার্ষিক দেয় খাজানা ডিক্রী করা হইয়াছে, সেই স্থলে, যদি বাদী এই ধারা মতে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন তবে, আদালত নির্দ্দিষ্ট কারমে বিশেষ সমন দিতে পারিবেন।

(ii) (i) উপদফা মতে বিশেষ সমন দেওয়া হইলে, যদি বিবাদী—

উপস্থিত হইয়া মোকদ্দমার জবাব না দেন তবে, পাওনা খাজানা সম্বন্ধে আরজীর উক্তি সমুহ স্বীকৃত বলিয়া গণ্য হইবে এবং বাদী মোকদ্দমা রুজুর তারিখ হইতে টাকা আদায়ের তারিখ পর্য্যন্ত শত করা বার্ষিক ৬৲ টাকা হারে সুদ সহ সমনে উল্লিখিত টাকার অনধিক যে কোন টাকার জন্য এবং মযসুদ আদালত ব্যয়ের জন্য ডিক্রী পাইতে অধিকারী হইবেন। প্রকাশ থাকে যে, আদালত ইচ্ছা করিলে যে স্থলে সঙ্গত বোধ করেন সেই স্থলে, বাদীকে তাঁহার দাবীর প্রমাণাদি উপস্থিত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন। আরও প্রকাশ থাকে যে, ১৮৭২ সালের—ভারতবর্ষীয় সাক্ষী বিষয়ক আইনের ১৩ ধারায় যাহা আছে তাহা সত্বেও, যে স্থলে এই দফামতে কোন ডিক্রী প্রদত্ত হইয়াছে সেই স্থলে, প্রজাস্বত্বের প্রকৃতি, পরিমাণ ও অনুসঙ্গাদি সম্বন্ধে কিম্বা যে খাজানা দেয় বলিয়া দাবী করা হয় তদ্ব্যতীত অপর কোন দায়িত্ব সম্বন্ধে, আরজীর কোন উক্তি, পরবর্ত্তী কোন মোকদ্দমায়, ঐ প্রজার বিরুদ্ধে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না।

(iii) (ii) উপদফামতে ডিক্রী হইবার সাত দিবস মধ্যে আদালত, বাদীর খরচায়, যে বিবাদী বা বিবাদীগণ বিরুদ্ধে ডিক্রী হইয়াছে তাঁহাদের নিকট, ডিক্রীর অন্তর্গত বিশেষ বৃত্তান্ত সকল লিখিয়া, নির্দ্দিষ্ট কারমে, রেজেষ্টরী পোষ্টকার্ড পাঠাইবেন।

(iv) ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১মং সিভিউলের অন্তর্গত ৯নং অর্ডারের ১৩নং রুলে যাহা থাকে বা এই আইনের ১৫৩ (ক) ধারার যাহা থাকে তাহা সত্বেও, যে স্থলে (ii) উপদফা মতে কোন বিবাদীর বিরুদ্ধে এক তরফা ডিক্রী হয় সেই স্থলে, ঐ বিবাদী, উক্ত এক তরফা ডিক্রী রদ করিবার জন্য, যে আদালত কর্ত্তৃক উক্ত ডিক্রী প্রদত্ত হইয়াছে সেই আদালতে আবেদন করিতে পারেন; এবং ঐ আদালত যদি সন্তুষ্ট হন যে সমন রীতিমত জারী করা হয় নাই এবং বিবাদীর

সরল ভাবের (বোনাফাইড্) জবাবের দৃষ্টতঃ যথেষ্ট (প্রাইমাফেসি) প্রমাণ আছে তবে, বিবাদী ডিক্রী মূলে আদায় যোগ্য টাকার অর্দ্ধাংশ গচ্ছিত করিলে, ঐ বিবাদী বিরুদ্ধে অথবা অবশ্যক মত সমস্ত বিবাদীগণ বা অপর বিবাদীগণ মধ্যে অন্য কাহারও বিরুদ্ধে, ডিক্রী রদ হইবার আদেশ দিতে পারিবেন।

(চচ) কোন পক্ষ কর্ত্তৃক কোন আদালতের সমক্ষে কোন হিসাবের বহি, জমাবন্দী, তহশীলের কাগজ, জরীপি কাগজ বা মানচিত্রাদি উপস্থিত করা হইলে এবং ঐ আদালতে দায়েরী কোন মোকদ্দমায় প্রমাণ স্বরূপে গৃহীত হইলে, ঐ সকল দলীল পত্রের নকল বা উদ্ধৃতাংশ প্রকৃত নকল বলিয়া ঐ আদালতের যথাবিধি ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারী দ্বারা বিনা কোর্টফিতে সার্টিফিকেট প্রদত্ত হইতে পারিবে এবং আদালতের অনুমতি লইয়া ঐরূপ নকল বা উদ্ধৃতাংশ মূল দলীলের পরিবর্ত্তে নথিতে রাখিয়া মূল দলীল ঐ পক্ষকে ফেরৎ দিতে পারা যাইবে ;

এবং তৎপর ঐরূপ সার্টিফিকেট যুক্ত নকল বা উদ্ধৃতাংশ ঐ আদালতে বা অন্য কোন আদালতে অন্য যে কোন মোকদ্দমায় প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারিবে যদি তাহা যে আদালতে উপস্থিত করা হয় ঐ আদালত সঙ্গত বোধে মূল দলীল উপস্থিত করিবার জন্য আদেশ না দেন।

(ছ) বাকী খাজানার দরুণ উচ্ছেদের ডীক্রি না হইলে, আদালত ডিক্রী দিবার সময়ে ডিক্রীদারের মৌখিক প্রার্থনা মতে ঐ ডিক্রীজারী করিবার আদেশ দিতে পারিবেন ;

(ছছ) ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১নং সিডিউলের অন্তর্গত ২১নং অর্ডারের ১১নং রুলের ৩নং সবরুলে যাহা থাকে তাহা সত্বেও, আদালত, ডিক্রীজারীর কার্য্য পক্ষে ডিক্রীর নকল অথবা নূতন উকালতনামা দাখিল করিবার জন্য ডিক্রীদারকে আদেশ দিবেন না,

কিন্তু বিশেষ কারণে ঐরূপ আদেশ দিলে আদালত ঐ কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

(জ) ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১নং সিডিউলের অন্তর্গত ২১নং অর্ডারের ১৬নং রূলে যাহা থাকে তাহা সত্ত্বেও, ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য বাকী খাজানার ডিক্রীর হস্তান্তর গ্রহিতা, ভূমিতে ভূম্যাধিকারীর স্বত্ব তাঁহাতে বর্ত্তিয়া না থাকিলে বা না বর্ত্তিলে, ঐ ডিক্রী-জারী করিবার দরখাস্ত করিতে পারিবেন না।

অবশিষ্ট সরিকানকে পক্ষভুক্ত করিয়া কোন মধ্যস্বত্ব বা জোতের বিরুদ্ধে, কোন সরিক-ভূম্যধিকারীর উহাতে আপন হিস্যাসম্বন্ধীয় খাজানার নিমিত্ত মোকদ্দমা করিবার অধিকার।

১৪৮ (ক) ধারা। পরিবর্ত্তিত (১) কোন সরিক ভূম্যধিকারী, অবশিষ্ট সমস্ত সরিক-ভূম্যধিকারীদিগকে মোকদ্দমার বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করিয়া এবং আপন হিস্যার খাজানার জন্য সমগ্র মধ্যস্বত্ব বা জোতের বিরুদ্ধে প্রতীকার দেওয়া হউক ইহা দাবী করিয়া, কোন মধ্যস্বত্ব বা জোতে আপন হিস্যার জন্য পাওনা খাজানা আদায়ের নিমিত্ত মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) আরজী গ্রাহ্য হইলে পর, আদালত, নির্দ্দিষ্ট ফারমে সমন দিয়া, অবশিষ্ট সরিক ভূম্যধিকারীগণকে উক্ত মধ্যস্বত্ব বা জোতে মোকদ্দমা রুজুর তারিখ পর্য্যন্ত তাঁহাদের হিস্যায় পাওনা খাজানার নিমিত্ত মোকদ্দমাতে সরিক-বাদী স্বরূপে যোগ দিবার জন্য, আহ্বান করিবেন।

(৩) বিবাদী স্বরূপে সমন প্রাপ্ত হইয়াছেন এরূপ কোন সরিক-ভূম্যধিকারী, তাঁহার উপস্থিত হওয়ার জন্য সমনে যে তারিখ লিখিত আছে সেই তারিখে কিম্বা এতদর্থে আদালতের নির্দ্দিষ্ট কোন পরবর্ত্তী তারিখে, মোকদ্দমার বাদী শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য দরখাস্ত করিতে

পারিবেন এবং তিনি তাঁহার দাবীর পরিমানের উপর কোর্টফি দিলে, মোকদ্দমা রুজুর তারিখ পর্য্যন্ত তাঁহার পাওনা বলিয়া দাবীকৃত খাজানার জন্য তাঁহাকে বাদী শ্রেণীভূক্ত করা হইবে।

(৪) কোন সরিক-ভূম্যধিকারী, (২) প্রকরণ মতে তাঁহার উপর সমন জারী হওয়ার পূর্ব্বে, মধ্যস্বত্ব বা জোতে তাঁহার হিস্যার খাজানা আদায়ের নিমিত্ত, পৃথক্ মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন বলিয়া আদালত অবগত হইলে, ঐ পৃথক্ মোকদ্দমা (১) প্রকরণ মতে যে মোকদ্দমা আনা হইয়াছে উহার সহিত একত্রিত করা হইবে এবং উক্ত সরিক-ভূম্যধিকারী সরিক-বাদী বলিয়া গন্য হইবেন এবং (১) প্রকরণ মতে আনীত মোকদ্দমা রুজুর তারিখ পর্য্যন্ত আপন পাওনা খাজানা দাবী করিয়া তাঁহার আরজী সংশোধন করিবেন।

(৫) অতঃপর সরিক-ভূম্যধিকারী ব্যতীত মোকদ্দমার অন্যান্য সমস্ত বিবাদীগণ প্রতি সমন জারী করা হইবে এবং তৎপর আদালত মোকদ্দমার বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন।

(৬) এই ধারার উল্লিখিত বিধি অনুযায়ী আনীত মোকদ্দমায় দাবীকৃত খাজানার নিমিত্ত আদালত কর্ত্তৃক যে ডিক্রী প্রদত্ত হয় উহাতে যতদূর সম্ভব প্রত্যেক সরিকের পাওনার পরিমাণ পৃথক্ রূপে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতে হইবে এবং উহা প্রবল করণার্থে যে সকল প্রতীকার থাকে তৎসম্বন্ধে, ঐ ডিক্রী, সমস্ত ভূম্যধিকারীর পাওনা খাজানার নিমিত্ত আনীত মোকদ্দমার একমাত্র ভূম্যধিকারী কিম্বা সমগ্র ভূম্যধিকারীবর্গ কর্ত্তৃক লব্ধ ডিক্রীর ন্যায় ফলদায়ক হইবে।

(৭) এই ধারা অনুসারে প্রস্তুত করা কোন মোকদ্দমায়, এক বা একাধিক সরিক-ভূম্যধিকারী ডিক্রী প্রাপ্ত হইয়া মধ্যস্বত্ব বা জোত নীলাম ক্রমে ডিক্রীজারীর জন্য দরখাস্ত করিলে, আদালত, ঐ মধ্যস্বত্ব বা

জোত নীলাম করিতে অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বে, অপর সরীকগণ প্রতি ডিক্রীজারীর দরখাস্তের নোটীশ দিবেন।

(৮) (i) :—(৬) প্রকরণোল্লিখিত ডিক্রীজারীতে নীলামের টাকা খরচ করিবার সময়ে, ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের ৭৩ ধারার অন্তর্গত বিধান সমূহের পরিবর্ত্তে, নিম্নলিখিত বিধান সমূহ প্রতিপালন করা হইবে,

(ক) প্রথমতঃ, মধ্যস্বত্ব বা জোত নীলাম করাইতে ডিক্রীদারগণের যে খরচ লাগিয়াছে তাহা ডিক্রীদারগণকে প্রদত্ত হইবে ;

(খ) তৎপর, যে ডিক্রীজারীতে নীলাম হইয়াছে ঐ ডিক্রী অনুসারে ডিক্রীদারগণের প্রাপ্য টাকা ডিক্রীদারগণকে প্রদত্ত হইবে ;

(গ) উপরোক্ত টাকা দেওয়ার পর কোন টাকা অবশিষ্ট থাকিলে, তাহা হইতে, ডিক্রীদারগণকে এবং যদি কোন বিবাদী-ভূম্যধিকারী এরূপ থাকেন যে তাঁহারা বাদী শ্রেণীভূক্ত হন নাই কিন্তু নীলাম মঞ্জুরের তারিখ হইতে এক মাস মধ্যে এতদর্থে দরখাস্ত করিয়াছেন তবে তাঁহাদিগকে, মধ্যস্বত্ব বা জোতে তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় াহস্যানুসারে মোকদ্দমা রুজুর তারিখ এবং নীলাম মঞ্জুরের তারিখের মধ্যবর্ত্তী সময়ে, মধ্যস্বত্ব বা জোত সম্পর্কে তাঁহাদের পাওনা কোন খাজানা বাকী পড়িয়া থাকিলে, ঐ খাজানা প্রদত্ত হইবে। প্রকাশ থাকে যে, আদালত, ঐরূপ কোন টাকা দেওয়ার জন্য আদেশ করিবার পূর্ব্বে, দায়িক কিম্বা তাঁহার উকীলের প্রতি নোটীশ জারী করিবেন।

(ঘ) (গ) প্রকরণোল্লিখিত খাজানা দেওয়ার পরও কোন টাকা অবশিষ্ট থাকিলে তাহা, নীলাম মঞ্জুরের তারিখ হইতে দুই মাস অতীত হওয়ার পর আদালত লিখিত কারণ মূলে অন্য প্রকার আদেশ না করিলে, দায়িকের দরখাস্ত মতে দায়িককে দেওয়া হইবে।

(ii) যদি দায়িক, ডিক্রীদারের বা বিবাদী শ্রেণীভুক্ত সরিক-ভূম্যধিকারীর (গ) প্রকরণ মতে খাজানার জন্য কোন টাকা পাওয়ায় স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত করেন, তবে আদালত সেই বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন এবং ঐ নিষ্পত্তি ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ হইবে।

(৯) (১) প্রকরণের বিধান মতে কোন মোকদ্দমা রুজু করা হইয়া থাকিলে, ঐ মোকদ্দমার বিবাদী করিয়া যাঁহার প্রতি (২) প্রকরণ মতে রীতিমত সমন জারী করা হইয়াছে এরূপ কোন সরিক-ভূম্যধিকারী, ঐ মোকদ্দমার সরিক-বাদী স্বরূপে না হইলে, মোকদ্দমার সময়ের নিমিত্ত বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন সময়ের নিমিত্ত মধ্যস্বত্ব বা জোতের কোন খাজানা আদায় করিতে অধিকারী হইবেন না।

(১০) যে স্থলে (১) প্রকরণের বিধান অনুসারে রুজু করা কোন মোকদ্দমা নূতন নালিশের অনুমতিমতে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে, সেই স্থলে এই ধারার বিহিত উপরোক্ত কার্য্যপ্রণালী, প্রতীকার ও অক্ষমতা সকল, ঐরূপ নূতন মোকদ্দমা রুজু করা গেলে তাহাতে এবং তাহার পক্ষগণ প্রতি প্রযোজ্য হইবে।

(১১) (১) প্রকরণ মতে আনীত মোকদ্দমার ফলে জোত বা মধ্যস্বত্ব নীলাম না হইলে, ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১নং সিডিউলের অন্তর্গত ২নং অর্ডারের ২নং রুলের কোন কথা দ্বারা, যে সরিক-ভূম্যধিকারী (৩) প্রকরণ মতে বাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন বা (৪) প্রকরণ মতে সরিক-বাদী বলিয়া গণ্য হন তাঁহারা, মোকদ্দমা দ্বারা, এই ধারা মতে মোকদ্দমার রুজুর তারিখের পরবর্ত্তী মোদ্দতের জন্য জোত বা মধ্যস্বত্বের আপন পাওনা খাজানা ও সুদ এবং ক্ষতিপুরণ প্রদত্ত হইলে, ক্ষতিপুরণ আদায় করিতে বাধা হইবে না।

(১২) (৪) প্রকরণ মতে সংশোধিত আরজীতে যে খাজানা দাবী

করা যায় তাহা যদি ঐ প্রকরণোল্লিখিত পৃথক্ মোকদ্দমার মূল আরজীর দাবীকৃত খাজানা অপেক্ষা কম হয় তবে, অবশিষ্ট খাজানা (৮) প্রকরণের (গ) দফার বিধান বা (১১) প্রকরণের বিধান মতে আদায় করিতে পারা যাইবে।

তৃতীয় ব্যক্তির নিকট দেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দাখিল করিবার কথা।

১৪৯ ধারা—পরিবর্ত্তিত। (১) যদি বিবাদী স্বীকার করেন যে খাজানার জন্য তাঁহার নিকট টাকা পাওনা আছে কিন্তু ঐ টাকা বাদীর প্রাপ্য নহে, তাহা তৃতীয় ব্যক্তির প্রাপ্য বলিয়া জবাব দেন, তবে বিবাদীর স্বীকৃত উক্ত দেনার টাকা তিনি আদালতে দাখিল না করা পর্য্যন্ত অদোলত ঐ জবাব গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন।

(২) যে স্থলে উপরোক্ত টাকা দাখিল করা হয় সেই স্থলে আদালত অবিলম্বে ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপর টাকা দাখিল হইবার নোটীশ জারী করাইবেন।

(৩) ঐ তৃতীয় ব্যক্তি নোটীশ প্রাপ্ত হইবার তিন মাস মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া তাহাতে ঐ টাকা হইতে কোন টাকা দিবার নিষেধাজ্ঞা না পাইলে, বাদীর দরখাস্ত মতে ঐ টাকা বাদীকে দেওয়া যাইবে।

(৪) (৩) প্রকরণ মতে বাদীকে যে টাকা দেওয়া যায় তাহা বাদী হইতে আদায় করিয়া লইবার জন্য কোন ব্যক্তির স্বত্ব থাকিলে, এই ধারায় কোন বিষয় দ্বারা ঐ স্বত্বের হানি হইবে না।

ভূম্যধিকারীর পাওনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দাখিল করিবার কথা।

১৫০ ধারা। (পরিবর্ত্তিত) যদি বিবাদী স্বীকার করেন যে খাজানা বাবতে তাঁহার নিকট বাদীর টাকা পাওনা আছে, কিন্তু দাবীকৃত টাকা, পাওনা অপেক্ষা অধিক বলিয়া জবাব দেন, তবে, যে পর্য্যন্ত বিবাদী ঐরূপ স্বীকৃত দেনার টাকা আদালতে দাখিল না করেন সেই পর্য্যন্ত আদালত ঐ জবাব গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন।

টাকার অংশ দাখিলের বিধান।

১৫১ ধারা। পূর্ব্ব দুই ধারার কোন ধারা মতে বিবাদী আদালতে টাকা দাখিল করিতে দায়ী হইলে, যদি আদালত মনে করেন যে এরূপ আদেশ দিবার যথেষ্ঠ কারণ আছে তবে আদালত উক্ত টাকার যুক্তি সঙ্গত যে অংশ দিবার আদেশ করেন তাহা বিবাদী আদালতে দাখিল করিলে, বিবাদীর জবাব গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

আদালতের রসীদ দিবার বিধান।

১৫২ ধারা।—উক্ত ধারা সমূহের যে কোন ধারামতে কোন বিবাদী আদালতে টাকা দাখিল করিলে আদালত বিবাদীকে এক খণ্ড রসীদ দিবেন, এবং বাদী বা স্থল বিশেষে তৃতীয় ব্যক্তি রসীদ দিলে তাহাতে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে নিষ্কৃতি হইত আদালতের দেওয়া উক্তরূপ রসীদ দ্বারাও সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে নিষ্কৃতি হইবে।

খাজানার মোকদ্দমার আপীল।

১৫৩ ধারা।—(১৯২৮ সালে সংশোধিত) খাজানা আদায়ের নিমিত্ত ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক আনীত কোন মোকদ্দমার প্রথমতঃ বা আপীলে

যে ডিক্রী বা আদেশ প্রদত্ত হয় তদ্বিরুদ্ধে কোন আপীল চলিবে না, যে স্থলে—

(ক) ঐ ডিক্রী বা আদেশ জিলা জজ কিম্বা এডিসনেল জজ কিম্বা সবজজ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয় এবং মোকদ্দমায় দাবীর পরিমাণ দুই শত টাকার অধিক হয়, কিম্বা

(খ) ঐ ডিক্রী বা আদেশ এই ধারামতে চূড়ান্ত এলাকা পরিচালনার্থে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোন বিচার বিষয়ক কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয় এবং মোকদ্দমার দাবীর পরিমাণ এক শত টাকার অনধিক হয়।

যদি উক্ত উভয় স্থলে, ঐ ডিক্রী বা আদেশ মূলে ভূমির স্বত্ব সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের কিম্বা প্রজার খাজানা বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তন করিবার স্বত্ব সংক্রান্ত প্রশ্নের কিম্বা প্রজার বার্ষিক দেয় খাজানার পরিমাণ সংক্রান্ত প্রশ্নের কিম্বা প্রজা ভূম্যধিকারী সম্বন্ধ সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের নিষ্পত্তি না করা হইয়া থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, কোন মোকদ্দমার উপরোক্ত মত বিচার বিষয়ক কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক, যাহাতে এই ধারা প্রযোজ্য হয়, এরূপ কোন ডিক্রী বা আদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকিলে, যদি জিলার জজ সাহেব দেখেন যে, উক্ত বিচার বিষয়ক কর্ম্মচারী আইন মতে তাঁহার যে ক্ষমতা নাই সেই ক্ষমতা পরিচালন করিয়াছেন কিম্বা তাঁহার যে ক্ষমতা আছে তাহা পরিচালন করিতে অপারগ হইয়াছেন কিম্বা আপন ক্ষমতা পরিচালন করিতে যাইয়া বেআইনী বা গুরুতর বেদারা মতে কার্য্য করিয়াছেন, তবে তিনি উক্ত মোকদ্দমার নথী তলপ করিতে পারিবেন এবং যেরূপ সঙ্গত বোধ করেন সেইরূপ আদেশ দিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—বাকী খাজনার ডিক্রীজারীতে যে নীলাম হয় তাহা

প্রচার বা পরিচালনা করা বিষয়ক কার্য্যানুষ্ঠানের নিয়মানুগতা সম্বন্ধে প্রশ্ন, ভূমিতে স্বত্ব বিষয়ক প্রশ্ন কিম্বা তাহাতে পরস্পর বিরুদ্ধ দাবী আছে এরূপ পক্ষগণ মধ্যে ভূমিতে কোন স্বার্থ বিষয়ক প্রশ্ন হইবে না।

একতরফা ডিক্রী রদ করিবার দরখাস্ত করিলে টাকা আমামত করিবার বিষয়।

১৭৩ (ক) ধারা।—ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা স্বরূপে—কোন মোকদ্দমার, এক তরফা ডিক্রী রদ করিবার জন্য দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১০৮ ধারার আদেশ, কিম্বা রায়ের পুনর্ব্বিচারের জন্য উক্ত আইনের ৬২৩ ধারার আদেশ পাইবার জন্য যে দরখাস্ত করা যায় তাহাতে ডিক্রী বা রায়ের দরুণ দরখাস্তকারীর যে ক্ষতি হয় তাহার—বিবরণ থাকিবে ; এবং ঐরূপ কোন দরখাস্ত গ্রাহ্য করা হইবে না—

(ক) যদি দরখাস্তকারী, দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবার সময়ে বা তৎপূর্ব্বে কোন টাকা ডিক্রীদার তাঁহার নিকট পাইবেন বলিয়া তিনি স্বীকার করিলে সেই টাকা অথবা লিখিত কারণ মূলে আদালত যে টাকা দিবার আদেশ করেন সেই টাকা, যে আদালতে দরখাস্ত উপস্থিত করা যায় সেই আদালতে আমানত না করিয়া থাকেন ; অথবা

(খ) যদি—ক্ষতির বিবরণ বিবেচনা করিয়া—লিখিত কারণ মূলে আদালত সন্তুষ্ট না হন যে ঐরূপ আমানতের আবশ্যকতা নাই।

খাজানা বৃদ্ধির ডিক্রী কার্য্যকরী হওয়ার তারিখ।

১৭৪ ধারা।—কৃষি বৎসরের প্রথম আট মাস মধ্যে যে মোকদ্দমা রুজু করা যায় উহাতে এই আইন মতে খাজানা বৃদ্ধির ডিক্রী হইলে,

ঐ ডিক্রী সাধারণতঃ পরবর্ত্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি কার্য্যকরী হইবে; এবং কৃষি বৎসরের শেষ চারিমাস মধ্যে যে মোকদ্দমা রুজু করা যায় উহাতে ঐরূপ ডিক্রী হইলে, ঐ ডিক্রী সাধারণতঃ পরবর্ত্তী কৃষি বাৎসরের পর বৎসরের প্রারম্ভাবধি কার্য্যকরী হইবে; কিন্তু এই ধারার কোন কথা দ্বারা বিশেষ কারণে ঐরূপ ডিক্রী কার্য্যকরী হওয়ার জন্য পরবর্ত্তী কোন তারিখ ধার্য্য করিতে আদালতের কোন বাধা হইবে না।

বাজেয়াপ্ত করণের বিরুদ্ধে প্রতীকার।

১৫৫ ধারা।—(১) নিম্নলিখিত হেতুতে কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইলে—

(ক) প্রজা এরূপে ভূমি ব্যবহার করিয়াছেন যাহাতে উহা প্রজাস্বত্ব বিষয়ক কার্য্যের অনুপযোগী হয়, কিম্বা

(খ) প্রজা এরূপ কোন নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন যাহা ভঙ্গ করা হইলে, ভূম্যধিকারী ও তাঁহার মধ্যে কোন চুক্তি পত্রের সর্ত্তানুসারে, তিনি উচ্ছেদ যোগ্য হন।

যদি—ভূম্যধিকারী, যে বিশেষ অপব্যবহার বা নিয়ম ভঙ্গের আপত্তি করা যায় তাহা নির্দ্দেশ করিয়া এবং যে স্থলে অপব্যবহার বা নিয়ম ভঙ্গ প্রতীকার যোগ্য থাকে সেই স্থলে প্রজাকে উহার প্রতীকার করার জন্য আদেশ করিয়া এবং যে কোন স্থলে অপব্যবহার বা নিয়ম ভঙ্গের দরুণ যুক্তি সঙ্গত ক্ষতিপূরণ দিবার জন্য আদেশ করিয়া, প্রজার উপর নির্দ্দিষ্ট প্রকারে নোটীশ জারী করিয়া থাকেন এবং যদি প্রজা যুক্তি সঙ্গত সময় মধ্যে ঐ আদেশ প্রতিপালন না করিয়া থাকেন, তবে উক্ত মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবে, নতুবা নহে।—

(২) এইরূপ কোন মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারীর অনুকূলে যে প্রদত্ত হয় উহাতে অপব্যবহার বা নিয়ম ভঙ্গের দরুণ যুক্তিসঙ্গতরূপে যে ক্ষতিপূরণ বাদীকে দেয় হয় তাহার পরিমাণ, এবং আদালতের বিবেচনায় উক্ত অপব্যবহার বা নিয়মভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য কিনা ইহা প্রকাশ থাকিবে এবং বিবাদী যে সময় মধ্যে উক্ত ক্ষতিপূরণের টাকা বাদীকে দিতে পারিবেন উক্ত ডিক্রীতে সময় নির্দ্দিষ্ট করা হইবে এবং যে স্থলে উক্ত অপব্যবহার বা নিয়মভঙ্গ প্রতিকার যোগ্য বলিয়া প্রকাশ করা হয় সেই স্থলে বিবাদী যে সময় মধ্যে ঐ প্রতিকার করিতে পারিবেন সেই সময় নির্দ্দিষ্ট করা হইবে।

(৩) আদালত (২) প্রকরণ মতে যে সময় নির্দ্দিষ্ট করেন তাহা বিশেষ কারণে সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারামতে আদালত কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বা স্থলবিশেষে বৰ্দ্ধিত সময়ের মধ্যে যদি বিবাদী ডিক্রীর উল্লিখিত ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করেন এবং যে স্থলে অপব্যবহার বা নিয়মভঙ্গ প্রতিকার যোগ্য বলিয়া আদালত প্রকাশ করেন সেই স্থলে যদি বিবাদী আদালতের সন্তোষজনকরূপে সেই অপব্যবহার বা নিয়মভঙ্গের প্রতিকার করেন তবে উক্ত ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

যে সকল রাইয়তকে উচ্ছেদ করা যায়, শস্য ও বপনার্থে প্রস্তুত ভূমি সম্বন্ধে তাহাদের স্বত্ব।

১৫৬ ধারা ঃ—(১৯২৮ সালে সংশোধিত)।

যে সকল রাইয়তকে কোন জোত হইতে উচ্ছেদ করা যায় তাহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধি প্রযোজ্য হইবে ঃ—

(ক) উক্ত রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত আপনার উচ্ছেদের তারিখের পূর্ব্বে ঐ জোতের অন্তর্গত কোন ভূমিতে শস্য বপন বা রোপন করিয়া থাকিলে, তিনি, ভূম্যধিকারীর ইচ্ছামতে হয় শস্য রক্ষা ও সংগ্রহ করণার্থে ঐ ভূমি দখলে রাখিয়া ব্যবহার করিতে পারিবেন, নতুবা উচ্ছেদের ডিক্রী জারীকারক আদালত উক্ত শস্যের যে মূল্য ধার্য্য করেন তাহা, ভূম্যধিকারী হইতে পাইতে পারিবেন

(খ) উক্ত রাইয়ত—বা কোর্ফা রাইয়ত উচ্ছেদের তারিখের পূর্ব্বে নিজ জোতের অন্তর্গত কোন ভূমি বপনার্থ প্রস্তুত করিয়া থাকিলে কিন্তু উহাতে শস্য বপন বা রোপণ না করিয়া থাকিলে, উক্ত ভূমি ঐরূপ প্রস্তুত করিতে তাঁহার যে পরিশ্রম ও মূলধন লাগিয়াছে উচ্ছেদের ডিক্রী জারীকারক আদালত ঐ পরিশ্রম ও মূলধনের যে মূল্য ধার্য্য করেন তাহা ও তদুপরি যুক্তিসঙ্গত সুদসহ তিনি উক্ত ভূম্যধিকারী হইতে পাইতে পারিবেন।

(গ) কিন্তু যে স্থলে, রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত, ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক উচ্ছেদের লিখিত আনুষ্ঠানিক কার্য্য আরম্ভ করা হইলে পর, স্থানীয় রীতির বিরুদ্ধে ভূমি চাষ বা প্রস্তুত করিয়া থাকেন, সেই স্থলে তিনি এই ধারামতে উক্ত ভূমি দখলে রাখিতে কিম্বা তজ্জন্য কোন টাকা পাইতে পারিবেন না।

(ঘ) যদি ভূম্যধিকারী কোন রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়তকে এই ধারামতে ভূমি দখলে রাখিতে দেওয়া নির্ব্বাচন করেন তবে, যে কালের জন্য তাঁহাকে ঐ ভূমি দখলে রাখিতে দেওয়া হয় সেই কাল যাবত ঐ ভূমির ব্যবহার ও দখলের নিমিত্ত, উচ্ছেদের ডিক্রী জারীকারক আদালত যে খাজানা সঙ্গত বোধ করেন সেই খাজানা উক্ত রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত ঐ ভূম্যধিকারীকে দিবেন।

উচ্ছেদের বিকল্পে ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিতে আদালতের ক্ষমতা।

১৫৭ ধারা।—বাদী কোন অনধিকার প্রবেশকারীকে উচ্ছেদ করার জন্য মোকদ্দমা দায়ের করিবার কালে উচিত বোধ করিলে, বিবাদী তাঁহার দখলীয় জমির দরুণ আদালতের নির্দ্ধারণ মত ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া সাব্যস্থ করা হউক, বিকল্পে প্রতিকার স্বরূপে এরূপ প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং তদনুসারে আদালত ঐরূপ প্রতিকার প্রদান করিতে পারিবেন।

প্রজাস্বত্বের অনুসঙ্গ নির্দ্ধারণ করিবার আবেদন।

১৫৮ ধারা।—১। কোন ভূমির দখল পাইবার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার এলাকাযুক্ত আদালত, ১১১ ধারার বিধি সকল মান্য করিয়া সেই ভূমির ভূম্যধিকারী বা প্রজার আবেদন মতে নিম্নলিখিত সমস্ত বা যে কোন বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন, যথা—

(ক) ভূমির অবস্থান, পরিমাণ, ও চতুঃসীমা;

(খ) ভূমির প্রজার (কোন প্রজা থাকিলে) নাম ও বর্ণনা।

(গ) তিনি যে শ্রেণীর প্রজা অর্থাৎ তিনি মধ্য স্বত্বাধিকারী বা মোকররী রাইয়ত বা দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়ত বা দখলী স্বত্ব বিহীন বা দখলের স্বত্ব বিশিষ্ট অথবা দখলের স্বত্ব বিহীন কোর্ফা রাইয়ত এবং মধ্যস্বত্বাধিকারী রাইয়ত হইলে, কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী কিনা এবং তাঁহার মধ্যস্বত্ব বর্ত্তমান থাকা কালীন তাঁহার খাজানা বৃদ্ধি যোগ্য কিনা; এবং

(ঘ) আবেদন করিবার সময়ে যে খাজানা তাঁহার দেয় হয়।

১। যদি আদালতের বিবেচনায় ইহার মাধ্যে কোন বিষয় স্থানীয় তদন্ত ব্যতীত সন্তোষজনকরূপে নির্দ্ধারণ করা যাইতে না পারে, তবে আদালত আদেশ করিতে পারিবেন যে, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কার্য্যবিধি আইনের ৩৯২ ধারা মতে কৃত বিধিমতে যে রাজস্ব কর্ম্মচারীকে এতদর্থে ক্ষমতা প্রদান করেন তিনি উক্ত দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৫ অধ্যায় মতে স্থানীয় তদন্ত করেন।

৩। এই ধারামতে কোন আবেদনে যে আদেশ করা যায় তাহা ডিক্রির ন্যায় ফলদায়ক হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রীর ন্যায় আপীল করা চলিবে।

ত্রয়োদশ (ক) অধ্যায়।

কোন কোন স্থানে সার্টিফিকেট কার্য্যপ্রণালী দ্বারা বাকী খাজানা আদায়ের বিষয়।

১৫৮ ক ধারা :—(১৯২৮ সালে সংশোধিত)

(১) যে স্থানের জন্য স্বত্বের লিখন প্রস্তুত ও চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে ঐ স্থানের মধ্যে যাহার ভূমি অবস্থিত (গভর্ণমেণ্ট ব্যতীত) ঐরূপ কোন ভূম্যধিকারী ঐ স্থানের অন্তর্গত ভূমির নিমিত্ত যে বাকী খাজানা তাঁহার প্রাপ্য বলিয়া বলেন বা তাঁহার প্রাপ্য হইতে পারে, উহার আদায় সম্বন্ধে সরকারী প্রাপ্য আদায় বিষয়ক ১৯১৩ সালের আইনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী প্রয়োগ হইবার জন্য তাহার ভূমি যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলায় কালেক্টর সাহেবের মারফতে স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

(২) যে সকল নিয়ম ও সর্ত্তে ঐরূপ দরখাস্ত গ্রাহ্য হইতে পারে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন এবং উক্ত নিয়ম ও সর্ত্তাদি প্রতিপালিত হইলে ঐরূপ যে কোন দরখাস্ত গ্রাহ্য করিবেন। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে আবশ্যক মত উপরোক্ত নিয়ম ও সর্ত্তাদির পরিবর্দ্ধন বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন এবং নিয়ম ও সর্ত্তাদি প্রতিপালিত হইতেছে না এরূপ দেখিলে ঐ দরখাস্ত গ্রাহ্য করণ সূচক আপনার অনুমতির প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(৩) ঐরূপ কোন দরখাস্ত গ্রাহ্য করা গেলে এই ধারায় উদ্দেশ্য সাধনার্থে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যে রাজস্ব কর্ম্মচারীকে সরকারী প্রাপ্য আদায় বিষয়ক ১৯১৩ সালের আইনমতে সার্টিফিকেট কর্ম্মচারীর কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত করেন সেই কর্ম্মচারীর নিকটে, কোন প্রজার নিকটে যে খাজানা তাঁহার পাওনা থাকা বলেন সেই খাজানা আদায়ের নিমিত্ত ভূম্যধিকারী, নির্দ্দিষ্ট ফারমে, লিখিত অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(৪) ঐরূপ প্রত্যেক অনুরোধ পত্র যে ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক উহা প্রেরিত হয় সেই ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক, উক্ত আইনের ৩৯ ধারামতে কৃত বিধি দ্বারা সাময়িক রূপে সংশোধিত ২নং সিডিউলের ১নং রুলের নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে স্বাক্ষরিত ও সত্যপাঠযুক্ত হইবে; এবং অনুরোধ পত্রে যে টাকা পাওনা থাকা উল্লিখিত হয় সেই টাকার সমপরিমাণ টাকা আদায় করণার্থ আর্জ্জি সম্বন্ধে যে পরিমাণ কোর্টফিস্ ১৮৭০ সালের কোর্টফিস্ আইনমতে দেয় হয়, ঐরূপ অনুরোধ পত্র সম্বন্ধে ও সেই পরিমাণ কোর্টফিস্ দিতে হইবে।

(৫) ঐরূপ কোন অনুরোধ পত্র প্রাপ্ত হইলে রাজস্ব কর্ম্মচারী, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে সকল বিধি নির্দ্দেশ করেন তদনুসারে এবং বাকী প্রাপ্য সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হইলে, উক্ত বাকী প্রাপ্য থাকা উল্লেখে নির্দ্দিষ্ট ফারমে

সার্টিফিকেট সহি করিত পারিবেন এবং (৪) প্রকরণ মতে যে ফিস্ প্রদত্ত হয় উহা সার্টিফিকেটভুক্ত করিবেন এবং ঐ সার্টিফিকেট তাঁহার আফিসে দাখিল করাইবেন।

প্রকাশ থাকে যে—

(ক): যে বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত প্রার্থনা করা হয় তাহা যে মোদ্দতে বাকী পড়িয়াছে বলিয়া (৩) প্রকরণ মতে কৃত অনুরোধ পত্রে কথিত হয় সেই মোদ্দতের প্রজার দেয় খাজানার পরিবর্ত্তনার্থে কিম্বা প্রজাস্বরূপে তাঁহার অবস্থা নির্ণয়ার্থে, কোন প্রজাস্বত্ব সম্পর্কে, দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা রুজু করা হইয়া থাকিলে, সেই প্রজাস্বত্বের বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত সার্টিফিকেট সহি করা যাইবে না; এবং,

(খ) কোন সার্টিফিকেট সহি করিবার পর যদি দেখা যায় যে ঐ সার্টিফিকেট সহি করার পূর্ব্বে দেওয়ানী আদালতে উক্তরূপ মোকদ্দমা রুজু করা হইয়াছে তবে সার্টিফিকেট কর্ত্তন করা হইবে।

৬। যে ব্যক্তির অনুকূলে (৫) প্রকরণমতে কোন সার্টিফিকেট সহি করা যায় তাঁহাকে সার্টিফিকেটোক্তটা কার দরুণ সার্টিফিকেট গ্রহীতা বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং যে ব্যক্তির প্রতিকূলে ঐ সার্টিফিকেট সহি করা যায় তাঁহাকে উক্ত টাকার দরুণ সার্টিফিকেট খাতক বলিয়া গণ্য করা হইবে; এবং উক্ত টাকা আদায়ের নিমিত্ত সার্টিফিকেট কর্ম্মচারী যে সকল আনুষ্ঠানিক কার্য্য করেন তাহা প্রথমোক্ত ব্যক্তির উদ্যোগে, ব্যয়ে ও দায়িত্বে করা যাইবে এবং প্রকারান্তরে তাহা করা যাইবে না।

৭। (৫) প্রকরণমতে দাখিলি সার্টিফিকেট জারীতে ও তাহার জারীসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠানে ১৯১৩ সালের বঙ্গীয় সরকারী প্রাপ্য আদায় বিষয়ক আইন ও তৎসম্বন্ধে যে সকল নিষেধাত্মক বা পরিবর্ত্তন-সূচক বিধি নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা প্রযোজ্য হইবে।

৮। এই ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান চলিত থাকা কালে কোন ভূম্যধিকারী, যে বাকী খাজানার দরুণ তিনি (৩) প্রকরণমতে অনুরোধ করিয়াছেন তাহা আদায়ের নিমিত্ত, দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারিবেন না;

এবং ১৯১৩ সনের বঙ্গীয় সরকারী প্রাপ্য আদায় বিষয়ক আইনের ৩৪ ধারার বিধান মান্য করিয়া, কোন প্রজা তদ্বিরুদ্ধে এই ধারার (৫) প্রকরণমতে সার্টিফিকেট সহি করা হইলে পর, যে মোদ্দতের বাকী খাজানা প্রাপ্য হইয়াছে বলিয়া ঐরূপ সার্টিফিকেট সহি করা হইয়াছে সেই মোদ্দতের জন্য, আপন দেয় খাজানা পরিবর্ত্তনার্থে কিম্বা প্রজাস্বরূপে আপন অবস্থা নিরূপণার্থে দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা রুজু করিতে বা আবেদন করিতে পারিবেন না।

৯। এই ধারার 'ভূম্যধিকারী' শব্দে সমগ্র ভূম্যধিকারীবৃন্দকে এবং যাহার তাহার হিস্যার খাজানা পৃথক্‌ভাবে তহশীল করেন এরূপ কোন এক বা একাধিক সরিক ভূম্যধিকারীকেও বুঝাইবে; এবং যেস্থলে ঐরূপ এক বা একাধিক সরিক ভূম্যাধিকারীর অনুরোধ মতে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী সার্টিফিকেট সহি করেন সেইস্থলে উক্ত রাজস্ব কর্ম্মচারী সেই সঙ্গে অবশিষ্ট সরিক ভূম্যধিকারীগণের প্রত্যেকের উপর ঐরূপ সার্টিফিকেটের একটি করিয়া নকল প্রচার করিবেন।

অন্য কোন কোন স্থলে সার্টিফিকেট কার্য্যপ্রণালীতে বাকী আদায়ের বিষয়।

১৫৮ (ক ক) ধারা :—(১৯২৮ সনে সংযুক্ত)

গোচারণ স্বত্ব, বনকর স্বত্ব, জলকর স্বত্ব এবং ঐরূপ অন্যান্য স্বত্ব সম্বন্ধীয় বাকী আদায় সম্পর্কে, ১৫৮ (ক) ধারার (১), (২) ও (৩)

প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীনে এবং যতদূর সম্ভব বাকী খাজানা আদায় বিষয়ক এই অধ্যায়ের বিধি সকল প্রযোজ্য হইবে।

১৫৮ (ককক) ধারা :—(১৯২৮ সালে সংযুক্ত)

সার্টিফিকেট জারীতে মধ্যস্বত্ব বা জোত হস্তান্তরিত হইবার কথা।

১৯১৩ সালের বঙ্গীয় সরকারী প্রাপ্য আদায় বিষয়ক আইনমতে বাকী খাজানার সার্টিফিকেট জারীতে কোন মধ্যস্বত্ব বা জোত নীলাম হইলে, যদি একমাত্র ভূম্যধিকারী বা সমগ্র ভূম্যধিকারী বর্গের অনুকূলে বা অনুরোধে ঐ সার্টিফিকেট সহি করা হইয়া থাকে তবে, ২২ ধারার বিধি সমূহের অধীনে, ঐ মধ্যস্বত্ব বা জোত নীলাম ক্রেতাতে পর্য্যাপ্ত হইবে এবং চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের বিধি সকল যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

দায়মুক্ত করা সম্বন্ধে ক্রেতার সাধারণ ক্ষমতা।

১৫৯ ধারা :—(১৯২৮ সালে সংশোধিত)

১। কোন মধ্যস্বত্ব বা জোত উহার বাকী খাজানার দরুণ ডিক্রীজারীতে নীলাম হইলে, "সংরক্ষিত স্বার্থ" বলিয়া এই অধ্যায়ে যে যে স্বার্থ নির্দ্দেশ করা গেল তাহা মানিয়া কিন্তু "দায়" বলিয়া এই অধ্যায়ে যে যে স্বার্থ নির্দ্দেশ করা গেল তাহা রহিত করিবার ক্ষমতাযুক্তে, নিলাম ক্রেতা ঐ মধ্যস্বত্ব বা জোত গ্রহণ করিবেন।

২। ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনে যাহা থাকে তাহা সত্বেও, কোন মধ্যস্বত্ব বা জোত বাকী খাজানার ডিক্রী জারীতে নীলাম বিক্রয় হইলে এবং ঐ নীলাম মঞ্জুর হইলে, নীলাম মঞ্জুরের তারিখ হইতে উক্ত ক্রয় কার্য্যকরী হইবে।

প্রকাশ থাকে যে—

(ক) এতদর্থে পরে যে স্থলের উল্লেখ করা গেল সেই স্থল ব্যতীত অপর স্থলে এই অধ্যায়ের অর্থমতে রেজেষ্টরীকৃত ও বিজ্ঞাপিত দায় রহিত করা যাইবে না,

(খ) দায় রহিত করিবার ক্ষমতা কেবল এই অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে প্রয়োগ করা যাইবে।

সংরক্ষিত দায়।

১৬০ ধারা।—(১৯২৮ সালে সংশোধিত) এই অধ্যায়ের অর্থ মতে নিম্নলিখিত স্বার্থ সকল সংরক্ষিত স্বার্থ বলিয়া গণ্য হইবে;—

(ক) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে বর্ত্তমান আছে এরূপ কোন অধীন মধ্যস্বত্ব;

(খ) যে অধীন মধ্যস্বত্ব প্রচলিত অস্থায়ী সেট্‌ল্‌মেণ্ট সংক্রান্ত সেট্‌ল্‌মেণ্ট কার্য্যাবলীতে ঐ সেট্‌লমেণ্ট মোদ্দতের জন্য নির্দ্দিষ্ট খাজানার মধ্যস্বত্ব বলিয়া স্বীকৃত হয়;

(গ) যে ভূমির উপর বাস গৃহ, কলকারখানা কিম্বা অন্য কোন স্থায়ী ইমারতাদি প্রস্তুত করা হইয়াছে অথবা স্থায়ী বাগ, বাগিচা, পুকুর, খাল, উপাসনার স্থান বা শ্মশান বা কবর প্রস্তুত করা হইয়াছে, উহার কোন ইজারা;

(ঘ) কোন দখলীস্বত্ব;

(ঙ) দখলীস্বত্ব বিহীন রাইয়তকে কোন আদালত ষষ্ঠ অধ্যায় মতে বা কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী দশম অধ্যায় মতে যে খাজানা ধার্য্য করেন সেই খাজানার দখলীস্বত্ব বিহীন রাইয়তের জমী ভোগ করিবার স্বত্ব ;

(চ) কোন দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়তকে স্বত্ব দিবার সময়ে যে খাজানা ন্যায্য ও উপযুক্ত ছিল ঐ খাজানার জমী ভোগ করিবার জন্য যে স্বত্ব প্রদত্ত হয় তাহা ;

(চচ) কায়েমী জমার রাইয়তের কায়েমী জমা বা কায়েমীহারে জমা দিয়া জমী ভোগ করিবার স্বত্ব

(ছ) যে ভূম্যধিকারীর উদ্যোগে মধ্যস্বত্ব বা জোত নীলাম হয় তিনি বা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সেই সময়ে প্রজাকে যে স্বত্ব বা স্বার্থ সৃজন করিতে প্রকাশ্যরূপে ও লিখিয়া অনুমতি দিয়াছেন তাহা।

"দায়" ও "রেজেষ্টরীযুক্ত ও বিজ্ঞাপিত দায়ের" অর্থ।

১৬১ ধারা।—এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পক্ষে—

(ক) কোন প্রজাস্বত্ব সম্পর্কে "দায়" কথা ব্যবহৃত হইলে তদ্বারা এই সকল স্বত্ব ও স্বার্থ বুঝাইবে—

আপন দাবী পূরণার্থে অন্যের সম্পত্তি দখলে রাখিবার স্বত্ব, নীচস্থ প্রজাস্বত্ব, স্বচ্ছন্দাধিকার, কিম্বা অপর স্বত্ব বা স্বার্থ যাহা প্রজা কর্ত্তৃক আপন মধ্যস্বত্ব বা জোতের উপর অথবা উহাতে আপন স্বার্থের খর্ব্বতায় সৃষ্ট হয় অথচ যাহা পূর্ব্বধারার সংজ্ঞা মতে সংরক্ষিত স্বার্থ নহে ;

(খ) যে মধ্যস্বত্ব বা জোত আপন বাকী খাজানার ডিক্রীজারীতে নীলাম হয় বা নীলামের জন্য দায়ী থাকে তৎসম্পর্কে রেজেষ্টরী যুক্ত ও

বিজ্ঞাপিত দায় কথা ব্যবহৃত হইলে তদ্বারা যে দায় রেজেষ্টরী যুক্ত দলীল মূলে সৃষ্ট হইয়া ঐ দলীলের নকল, বাকী প্রাপ্য হওয়ার অন্যূন তিন মাস পূর্ব্বে, পশ্চাল্লিখিত প্রণালীতে, ভূম্যধিকারীর প্রতি জারী করা হইয়াছে, সেই দায় বুঝাইবে ;

মধ্যস্বত্ব বা জোত নীলামের দরখাস্ত।

১৬২ ধারা।—কোন মধ্যস্বত্ব বা জোত (তাহার) বাকী খাজানার জন্য ডিক্রী হইলে, এবং ডিক্রিদার দেওয়ানী কার্য্যবিধির ২৩৫ ধারা মতে ডিক্রিজারী পূর্ব্বক উক্ত মধ্যস্বত্ব বা জোত স্বত্ব ক্রোক ও নীলামের প্রার্থনা করিলে তাহার মধ্যস্বত্ব বা জোত স্বত্ব যে পরগণায়, যে মহালে বা গ্রামে অবস্থিত আছে, তাহা এবং তাহার জন্য বাৎসরিক যে খাজানা দিতে হয় তাহা এবং ডিক্রীজারী পূর্ব্বক মোট যে টাকা আদায় করিতে হইবে তাহা প্রদর্শন করিয়া এক বর্ণনা পত্র দাখিল করিতে হইবে।

ক্রোকের আদেশ ও নীলামের ঘোষণা পত্র একই সময়ে বাহির হওয়ার বিষয়।

১৬৩ ধারা।—১৯০৮ খৃষ্টাব্দের দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনে ভিন্ন প্রকার থাকিলেও ডিক্রিদার ১৬২ ধারার লিখিত মতে প্রার্থনা করিলে আদালত যদি ঐ কার্য্যবিধির প্রথম সিডিউল স্থিত (schedule) ২১ অর্ডারের ১৭ (rule) নিয়মানুসারে উহা গ্রহণ করেন এবং প্রার্থিত মতে ডিক্রীজারীর আদেশ দেন তাহা হইলে ক্রোকের আদেশ ও নীলামের ঘোষণা পত্র নির্দ্দিষ্ট ফারমে একই সময়ে বাহির করিবার আদেশ দিবেন।

(২) ঐ ঘোষণা পত্রে ১ম সিডিউলের ২১ অর্ডারের ৬৬ নিয়মানুযায়ী

বিশেষ কথা লিখিবার ও নির্দ্দেশ করিবার অতিরিক্ত এই বিষয় বিজ্ঞাপিত হইবে।

(ক) মধ্য স্বত্ব বা মোকররী প্রজার জোত নিলামে যে টাকা ডাক হয় তাহাতে যদি ডিক্রির টাকা ও খরচ কুলায় তবে প্রথমে রেজেষ্টরী করা দায় সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে এবং উক্ত দায় সম্বলিত বিক্রয় হইবে। তদন্যথার ডিক্রীদার যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে পরবর্ত্তী কোন তারিখে যাহার জন্য যথোপযুক্ত সময়ে নোটিস দেওয়া হইবে, ঐ তারিখে সমুদায় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতার সহিত উহা বিক্রীত হইবে, এবং

(খ) দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট জোত যাহার জমা মোকরবী হারে ভোগ কৃত নহে তাহা সমুদায় দায় আসিদ্ধ করিবার ক্ষমতার সহিত বিক্রিত হইবে।

(৩) পূর্ব্ব বর্ণিত বিধির ১ম সিডিউলের ২১ অর্ডারের ৬৭ নিয়মানুবর্ত্তী সাবরুল (subrule) ১।২ মতে ভিন্ন প্রকার থাকিলেও নিম্নলিখিত মতে ঘোষণা পত্র দিতে হইবে ঃ—

(ক) যে মধ্যস্বত্ব অথবা জোত বিক্রীত হওয়ার জন্য আদিষ্ট হইয়াছে, তদন্তর্গত কোন ভূমি অথবা তন্নিকটবর্ত্তী অন্য কোন ভূমি ঢোলের ঘোষণা দ্বারা তাহার একটি নকল ঐ ভূমির কোনও প্রকাশ্যস্থানে লট্‌কাইয়া দিতে হইবে।

(খ) একটি নকল যে আদালত হইতে ডিক্রীজারী হইয়াছে সেই আদালতের কোন প্রকাশ্য স্থানে লট্‌কাইয়া দিতে হইবে।

(গ) ঘোষণা পত্র বাহির হওয়ার সময় ক্রোক এবং ঘোষণা পত্রের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নির্দ্দিষ্ট ফারমে লিখিয়া রেজেষ্টরী ডাক যোগে দায়িকের (judgment-debtor) নিকট পাঠাইতে হইবে।

(ঘ) এরূপ অন্য যে কোনও প্রকারে যাহা বর্ণিত হইবে এবং বর্ণিত বিধির ১ম সিডিউলের (schedule) ২১ অর্ডারের (order) ৬৮ রুলে (rule) ভিন্ন প্রকার থাকিলেও দায়ীকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত, ঘোষণা পত্রের নকল আদিষ্ট বিক্রেয় ভূমির উপর জারী হওয়ার ন্যূনকাল ৩০ দিনের মধ্যে ঐ ভূমি বিক্রীত হইবে না।

রেজেষ্টারী কৃত এবং বিজ্ঞাপিত দায় সম্বলিত মধ্যস্বত্ব বা জোত বিক্রয় ও তাহার ফল :—

১৬৪ ধারা।—(১) কোন মধ্যস্বত্ব বা মকররী জমার জোত ১৬৩ ধারা মতে বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইলে উহা রেজেষ্টারী কৃত ও বিজ্ঞাপিত দায় সম্বলিত নিলামে চড়ান যাইবে, এবং ডাকের টাকার যদি নীলাম ও ডিক্রির খরচ সহ ডিক্রির সাকুল্য টাকা আদায় হয় তবে মধ্যস্বত্ব অথবা জোত ঐরূপ দায় সম্বলিত হইয়া বিক্রয় হইবে।

(২) এই ধারা মতে নিলাম খরিদ্দার উক্ত মধ্যস্বত্ব বা জোতের উপর রেজেষ্টারী এবং বিজ্ঞাপিত দায় ভিন্ন অন্য যে কোন দায় থাকে উহা ১৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিধান মত অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, অন্য কোন প্রকারে নহে।

সমস্ত দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা যুক্ত মধ্যস্বত্ব বা জোত বিক্রয় ও তাহার ফল :—

১৬৫ ধারা।—(১) পূর্ব্ব ধারা মতে কোন মধ্যস্বত্ব বা মোকররী জমার জোত নিলামে চড়ান হইলে তন্নিমিত্ত কত টাকা ডাক হয় তাহাতে যদি পূর্ব্বোক্ত ডিক্রী ও খরচের টাকার সংকুলন না হয় এবং তজ্জন্য যদি

ডিক্রিদার ঐ জোত বা মধ্যস্বত্ব সমস্ত দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা যুক্ত বিক্রয়ের জন্য ইচ্ছা করেন তবে নিলামকারী কর্ম্মচারী নিলাম স্থগিত রাখিয়া দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২ ধারা অনুযায়ী পুনরায় নূতন নিলামের ঘোষণা করিবেন। এবং ঐ ঘোষণা পত্রে ইহাও জানাইয়া দেওয়া হইবে যে নিলাম স্থগিত করিবার তারিখ হইতে ১৫ দিন পর ও ৩০ দিনের মধ্যে ঐ ঘোষণা পত্রে নির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ তারিখে ঐ জোত অথবা মধ্যস্বত্ব সমস্ত দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা যুক্ত নিলামে চড়ান হইবে। এবং ঐ তারিখে ঐ মধ্যস্বত্ব অথবা জোত সমস্ত দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা যুক্ত নিলামে বিক্রয় করা হইবে।

(২) এই ধারামত নিলাম খরিদ্দার ১৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে জোত অথবা মধ্য স্বত্বের যে কোন দায় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, অন্য কোন প্রকারে নহে।

সমস্ত দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা যুক্ত দখলের স্বত্বযুক্ত জোতের নিলাম বিক্রয় ও তাহার বিষয়ঃ—

১৬৬ ধারা।—(১৯২৮ সনে সংশোধিত) (১) ১৬৩ ধারা অনুসারে মোকররী জমার জোত ভিন্ন অন্য কোন দখলের স্বত্ব বিশিষ্ট জোত নিলাম হইবার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইলে, ইহা সমুদায় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাযুক্ত নিলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা হইবে।

(২) এই ধারা মতে নিলাম খরিদ্দার ১৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিধান মতে উক্ত জোতের সমস্ত দায় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, অন্য কোন প্রকারে নহে।

পূর্ব্ববর্ত্তী ধারামতে দায় অসিদ্ধ করিবার প্রণালীর বিষয়ঃ—

১৬৭ ধারা।—(১৯২৮ সনের সংশোধিত) (১) পূর্ব্ববর্ত্তী ধারা সকলের বিধান মতে কোন খরিদ্দার কোন দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া উহা অসিদ্ধ করিতে চাহিলে, বিক্রয় মঞ্জুর হওয়ার তারিখ, অথবা তিনি যে তারিখে ঐ দায়ের সংবাদ পান সেই তারিখ, এই দুইয়ের মধ্যে যে তারিখ পরে হয় সেই তারিখে যে আদালত ডিক্রি দিয়াছেন উহা অর্থাৎ যে রেভিনিউ অফিসার ঐ আদেশ দিয়াছেন তাঁহার নিকট লিখিত দরখাস্ত দিয়া সমস্ত দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে এই মর্ম্মের নোটিশ দায়ধারীকে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানাইতে পারেন।

(২) এইরূপ নোটিশ জারির জন্য রেভিনিউ বোর্ড যে ফিস্ ধার্য্য করেন উহা ঐরূপ প্রত্যেক দরখাস্তের সহিত দিতে হইবে।

(৩) এই ধারার বিধানানুযায়ী নোটিশ দেওয়ার জন্য দরখাস্ত দিলে, যে আদালতে, অথবা কালেক্টর সাহেবের নিকট ঐ দরখাস্ত করা হইবে তিনি তদনুসারে ঐ নোটিশ জারী করাইবেন। এবং যে তারিখে ঐ নোটিশ জারী হয় সেই তারিখ হইতে উক্ত দায় অসিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইবে।

(৪) কোন মধ্য সত্ব অথবা জোত ডিক্রিজারী ক্রমে অথবা বঙ্গদেশীয় ১৯১৩ সালের "পাবলিক ডিমান্ড রেকাডারী এক্টর" বাকীর জন্য সার্টিফিকেট ক্রমে বিক্রয় করা গেলেও ঐ মধ্য সত্বে বা জোতে ১৬০০ধারার (গ) প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কোন প্রকার সংরক্ষিত স্বার্থ থাকিলে খরিদ্দার যদি এই অধ্যায় মত অথবা ঐ আইন মতে সমস্ত দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন তবে তিনি ঐ সংরক্ষিত স্বার্থের বিষয়ীভূত ভুমির খাজানা বৃদ্ধির জন্য মোকদ্দমা করিতে পারিবেন। ঐ

ভূমি যে খাজনায় ভোগ করা হইত, তাহা যে সময়ে পাট্টা দেওয়া হইয়াছিল সেই সময়ে উপযুক্ত ছিল না, ইহা প্রমাণিত হইলে, আদালত যত টাকা উপযুক্ত ওন্যায্য বোধ করেন ঐ খাজানা বৃদ্ধি করিয়া তত টাকা করিতে পারিবেন।

যে ভূমির খাজানা বার বৎসরের উর্দ্ধ কাল উত্তম কৃষিকার্য্য করার যোগ্য ভূমির সমান একই নির্দ্দিষ্ট খাজানায় ভোগ হইয়া আসিতেছে সেই ভূমির সমন্ধে এই প্রকরণ প্রবর্ত্তিত হইবে না।

১৬৮ ধারা :—স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে কোন স্থানের অন্তর্গত দখলের স্বত্ব বিশিষ্ট জোত কিম্বা কোন বিশেষ শ্রেণীর দখলের স্বত্ববিশিষ্ট জোত স্বত্ব বাকী খাজানার জন্য ডিক্রিজারী ক্রমে নিলামে চড়ান গেলে, সমুদায় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত নিলামে চড়াইবার পূর্ব্বে রেজেষ্টারী করা বিজ্ঞাপিত দায় সম্বলিত নীলাম চড়াও হইবে। এবং ঐরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া উক্তরূপ আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন।

(২) কোন স্থানে এইরূপ কোন আজ্ঞা প্রবল থাকিলে ঐ স্থানের সমস্ত দখলের স্বত্ববিশিষ্ট জোত অথবা বিশেষ শ্রেণীর দখলি স্বত্ববিশিষ্ট জোত এই অধ্যায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটী ধারা অনুসারে নিলাম সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে মধ্যস্বত্ব বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬৯ ধারা :—(১৯২৮ সনের সংশোধিত) বিক্রয়লব্ধ টাকার হস্তান্তর বিধি

১৪৮ ক ধারার ১ উপধারা অনুসারে উথাপিত মোকদ্দমার ডিক্রিদ্বারা নিলাম বিক্রয় ভিন্ন এই অধ্যায় মত বিক্রয় লব্ধ টাকার হস্তান্তর করার সময় দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৯৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিধির পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত বিধি সকল পালন করিতে হইবে। অর্থাৎ

(ক) মধ্য স্বত্ব অথবা জোত বিক্রয় করাইতে ডিক্রিদারের যে খরচ হইল তাহাকে প্রথমতঃ সেই খরচের টাকা আদায় করিয়া দেওয়া যাইবে।

(খ) তাহার পর যে ডিক্রিজারীতে নিলাম হয় সেই ডিক্রির বাবদে ডিক্রিদারের যত টাকা পাওনা হয় তাঁহাকে সেই টাকা দেওয়া হইবে।

(গ) এই সমস্ত টাকা শোধ করিয়া দেওয়া হইবার পর কিছু উদ্বৃত থাকিলে, মোকদ্দমা রুজু করিবার তারিখ হইতে নিলাম শেষ মঞ্জুরীর তারিখ পর্য্যন্ত উক্ত মধ্যস্বত্ব বা জোতের যে খাজানা ডিক্রিদারের প্রাপ্য হইবে তাহা এবং এই ধারার প্রয়োগ করিতে যে খরচ হইবে উহা আদায় করা হইবে।

(ঘ) কারণ দর্শাইয়া আদালত লিখিত আদেশ দ্বারা অন্য প্রকার সিদ্ধান্ত না করিলে (গ) প্রকরণের লিখিত খাজানা দিবার পরও কিছু উদ্বৃত থাকিলে তাহা নিলাম শেষ মঞ্জুরীর (Confirmation) পর দুই মাস অতীত হইলে পর দরখাস্ত করিলে তাঁহাকে দেওয়া হইবে।

১৭০ ধারা :—খরচ সমেত ডিক্রির টাকা আদালতে আদায় করিলে অথবা ডিক্রিদার ডিক্রি শেষ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিলে জোত বা মধ্যস্বত্ব ক্রোক হইতে মুক্ত হইবে।

(১) যে জোত বা মধ্যস্বত্ব বাকী খাজানার জন্য ডিক্রিজারী ক্রমে ক্রোক করা হইয়াছে উহাতে দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের ২৭৮ হইতে ২৮২ ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

(২) ঐরূপ কোন ডিক্রিজারী ক্রমে কোন মধ্যস্বত্ব বা জোত নিলাম হইবার জন্য আদেশ হইলে নিলাম খরিদ্দারের ডাক গ্রাহ্য হইবার পূর্ব্বে খরচসহ ডিক্রির টাকা ও ডিক্রিজারী খরচ আদালতে দাখিল না করা হয় অথবা ডিক্রিদার আদালতের বাহিরে ডিক্রির টাকা শোধ হওয়ায়

উক্ত মধ্যস্বত্ব বা জোত মুক্ত, এই মর্ম্মে দরখাস্ত না দেন তবে উহা মুক্ত হইবে না।

(৩) খাতক অথবা যে ব্যক্তির ঐ মধ্যস্বত্ব বা জোতে এরূপ স্বার্থ থাকে যাহা নিলাম হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে তিনি, এই ধারা মতে আদালতে টাকা দাখিল করিতে পারিবেন।

(৪) দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের ৩১০ ক ধারা মতে দাখিলা টাকা ডিক্রিদার ভূম্যাধিকারী উঠাইয়া নিলে উহা দ্বারা ইহা বুঝাইবেনা যে তিনি ডিক্রিজারী ক্রমে বিক্রিত মধ্যস্বত্ব বা জোত হস্তান্তর যোগ্য বলিয়া স্বীকার করিলেন।

১৭১ ধারা।—(১) ১৯১৩ সনের বেঙ্গল পাব্লিক ডিমানড্স্ রিকভারী আইন অনুসারে বাকী খাজানার জন্য সার্টিফিকেট জারী হইলে অথবা এই অধ্যায় অনুসারে বিক্রয়ার্থে বিজ্ঞাপিত মধ্যস্বত্ব বা রায়তীস্বত্বের বিক্রয় দ্বারা কাহারও স্বার্থহানি হইলে, সে যদি বিক্রয় বারণের নিমিত্ত ঐ টাকা কোর্টে দাখিল করে তাহা হইলে

(ক) তাহাকর্ত্তৃক ঐ দাখিলী টাকা বার্ষিক শতকরা ১২৲ টাকা সুদসহ কর্জ্জরূপে পরিগণিত হইবে; এবং ঐ মধ্যস্বত্ব বা রায়তীস্বত্ব তাহার নিকট রেহাণাবদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) বাকী খাজানার দাবী ব্যতীত তাহার ঐ রায়তীস্বত্ব ও মধ্যস্বত্বের রেহাণ অন্যান্য দাবী অপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে। এবং

(গ) প্রজা হইতে রেহাণগ্রহীতাভাবে সে ঐ মধ্যস্বত্বে অথবা রায়তীস্বত্বে দখল করিতে এবং সুদসমেত সমস্ত কর্জ্জা টাকা আদায় না করা পর্য্যন্ত ঐভাবে উহার দখল রাখিতে স্বত্ববান হইবেন।

(২) অন্য যে কোন প্রতিকারের জন্য ঐরূপ ব্যক্তি অধিকারী হইতে পারেন তৎসম্বন্ধে এই ধারার কোন কথা হানীজনক হইবে না।

অধস্তন প্রজা আদালতে টাকা দাখিল করিলে তাহা খাজনা হইতে কাটিয়া লইতে পারেন।

১৭২ ধারা।—(ক) এই অধ্যায়মতে বাকী দায় উর্দ্ধতন প্রজার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী ক্রমে কোন মধ্যস্বত্ব বা জোত নীলামের বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, অথবা

(খ) বাকীদার উর্দ্ধতন প্রজা হইতে মধ্যস্বত্ব বা জোত সম্পর্কে দেয় বাকী খাজানার জন্য ১৯১৩ সালের বঙ্গীয় সরকারী দাবী আদায় বিষয়ক আইন মতে দস্তখতী সার্টিফিকেট ক্রমে কোন মধ্যস্বত্ব বা জোত নীলামের বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে,

অথবা ঐরূপ নীলাম ১৭৪ ধারা মতে রদ হইলে এবং অধস্তন প্রজা ঐ নীলাম বারণ বা স্থল বিশেষে রদ করিবার জন্য আদালতে টাকা দাখিল করিলে, উক্ত অধস্তন প্রজা, তাঁহার জন্য আইনে অন্য যে কোন প্রতিকারের বিধান থাকে তদতিরিক্ত, তাঁহার নিজের ঠিক্ উর্দ্ধতন ভূম্যাধিকারীকে তাঁহার যে খাজানা দিতে হয় তাহা হইতে, ঐরূপে প্রদত্ত সমস্ত টাকা বা উহার কোন অংশ কাটিয়া লইতে পারিবেন। এবং নিজে বাকীদার না হইলে উক্ত ভূম্যাধিকারীও ঐরূপে তাঁহার নিজের ঠিক্ উর্দ্ধতন ভূম্যাধিকারীকে তাঁহার যে খাজানা দিতে হয় তাহা হইতে ঐরূপে কর্ত্তিত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন, এবং যে পর্য্যন্ত বাকীদার পর্য্যন্ত না পৌছে সেই পর্য্যন্ত এইরূপ চলিতে থাকিবে।

ডিক্রীদার নীলাম ক্রয় করিতে পারেন, দাইক পারেন না।

১৭৩ ধারা।—(১) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৯৪ ধারায় যাহা আছে তাহা সত্ত্বেও, যে ডিক্রীজারীতে এই অধ্যায় মতে কোন

মধ্যস্বত্ব বা জোত নীলাম হয়, সেই ডিক্রীদার, আদালতের অনুমতি ব্যতীত ঐ মধ্যস্বত্ব বা জোত ডাকিতে বা নীলাম খরিদ করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপে যে মধ্যস্বত্ব বা জোত নীলাম হয় দাইক তাহা ডাকিতে বা নীলাম খরিদ করিতে পারিবেন না।

(৩) ঐরূপে যে মধ্যস্বত্ব বা জোত নীলাম হয় তাহা দাইক স্বয়ং অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা নীলাম খরিদ করিলে, আদালত সঙ্গত বোধ করিলে, ডিক্রীদারের কিম্বা ঐ নীলামে স্বার্থযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তির আবেদন মতে, আদেশ দ্বারা ঐ নীলাম রদ করিতে পারিবেন; এবং ঐ আবেদন ও আদেশের খরচ ও পুনর্ব্বার নীলামে মূল্য যত টাকা কম হয় তত টাকা ও পুনরায় নীলামের সমস্ত খরচ দাইককে দিতে হইবে।

নীলাম রদ করিবার আবেদন।

১৭৪ ধারা।—(১) যে সকল স্থলে কোন মধ্যস্বত্ব বা জোত উহার দেয় বাকী খাজানার জন্য নীলাম হইয়া গিয়াছে সেই সকল স্থলে ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১নং সিডিউলের অন্তর্গত ২১নং অর্ডারের ৮৯ ও ৯০নং রুলের বিধান প্রযোজ্য হইবে না, কিন্তু ঐ স্থলে দাইক কিম্বা নীলাম দ্বারা যাহার স্বার্থ হানি হয় এরূপ কোন ব্যক্তি, নীলামের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে যে কোন সময়ে, নিম্নোক্ত টাকা আদালতে গচ্ছিত করিয়া, ঐ নীলাম রদ করিবার জন্য আদালতে আবেদন করিতে পারিবেন—

(ক) ডিক্রীদারকে দিবার জন্য, টাকা গচ্ছিত করিবার তারিখ পর্য্যন্ত ডিক্রী মূলে যে টাকা আদায় যোগ্য থাকে, খরচা সহ ঐ টাকা;

(খ) নীলাম খরিদ্দারকে দিবার জন্য, দণ্ড স্বরূপ নীলাম খরিদা টাকার

উপর শত কড়া পাঁচ টাকা হারে যে টাকা হয় তাহা, কিন্তু ঐ টাকা এক টাকার ন্যূন হইবে না।

(২) যে স্থলে কোন ব্যক্তি (৩) প্রকরণ মতে তাঁহার মধ্যস্বত্বের বা জোতের নীলাম রদ করিবার আবেদন করেন সেই স্থলে, যদি তিনি উক্ত আবেদন উঠাইয়া না লন তবে, তিনি, (১) প্রকরণ মতে কোন আবেদন করিতে বা চালাইতে অধিকারী হইবেন না।

(৩) যে স্থলে কোন মধ্যস্বত্ব বা জোত উহার দেয় বাকী খাজানার জন্য নীলাম হইয়া গিয়াছে সেই স্থলে, ডিক্রীদার কিম্বা দাইক কিম্বা নীলাম দ্বারা যাহার স্বত্বের হানি হয় এরূপ কোন ব্যক্তি, নীলামের তারিখ হইতে ছয় মাস মধ্যে যে কোন সময়ে, নীলাম প্রচার বা পরিচালনা করিতে গুরুতর বেদারা অথবা বঞ্চনা হেতুতে, ঐ নীলাম রদ করিবার জন্য আদালতে আবেদন করিতে পারিবেন।

প্রকাশ থাকে যে ঃ—(ক) উক্ত বেদারা অথবা বঞ্চনার দরুণ আবেদন-কারীর গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া আদালত সন্তুষ্ট না হইলে, ঐরূপ কোন হেতুতে কোন নীলাম রদ করা যাইবে না এবং

(খ) এই প্রকরণ মতে দাইকের কিম্বা নীলাম দ্বারা যাহার স্বত্বের হানি হয় এরূপ কোন ব্যক্তির কোন আবেদন গ্রাহ্য হইবে না, যদি আবেদন কারী ডিক্রীজারী ক্রমে তাঁহার নিকট হইতে যে টাকা আদায় যোগ্য থাকে সেই টাকা আমানত না করেন অথবা ঐরূপ আমানতের আবশ্যকতা নাই বলিয়া আদালতকে সন্তুষ্ট না করেন। আদালত সন্তুষ্ট হইলে যে সকল কারণে সন্তুষ্ট হন তাঁহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৪) এই অধ্যায় মতে কোন নীলামে ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্য্য-বিধি আইনের ১নং সিডিউলের অন্তর্গত ২১নং অর্ডারের ৯১নং রুল্ প্রযোজ্য হইবে না।

(৫) নীলাম রদ করিবার কিম্বা রদ করিতে অস্বীকার করিবার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারা যাইবে ; প্রকাশ থাকে যে, যে স্থলে দাইক বা নীলাম দ্বারা যাহার স্বার্থের হানি হয় এরূপ কোন ব্যক্তির আবেদন মতে আদালত নীলাম রদ করিতে অস্বীকার করয়াছেন এবং ডিক্রীজারী ক্রমে যে টাকা আদায় যোগ্য থাকে তাহা আদালতে গচ্ছিত করা হয় নাই সেই স্থলে, আপীলাণ্ট উক্ত টাকা আদালতে গচ্ছিত না করিলে, ঐরূপ কোন অপীল গৃহীত হইবে না।

নীলাম কখন চূড়ান্ত (এব্‌ ছলিউট্‌) হইবে বা রদ হইবে তাঁহার এবং কোন কোন স্থলে নীলাম খরিদা টাকা ফেরৎ দেওয়া।

১৭৪ (ক) ধারা।—(১) (১৯২৮ সালে নূতন সংযুক্ত) (১) যে স্থলে ১৭৪ ধারা মতে কোন আবেদন করা না যায় কিম্বা যে স্থলে ঐরূপ আবেদন করা হয় এবং তাহা অগ্রাহ্য করা যায়, সেই স্থলে আদালত ঐ নীলাম মঞ্জুর করিবার আদেশ দিবেন এবং তাহা হইলে ঐ নীলাম চূড়ান্ত হইবে।

(২) যে স্থলে ঐরূপ আবেদন মঞ্জুর করা যায় এবং যে স্থলে ১৭৪ ধারার (১) প্রকরণ মতে আবেদন বিষয়ে নীলামের তারিখ হইতে ত্রিশ দিন মধ্যে ঐ প্রকরণ অনুসারে যে টাকা গচ্ছিত করা আবশ্যক তাহা গচ্ছিত করা হয় সেই স্থলে, আদালত নীলাম রদ করিবার আদেশ দিবেন ঃ—

প্রকাশ থাকে যে, সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষগণ প্রতি আবেদনের নোটীশ না দিয়া কোন আদেশ করা যাইবে না।

(৩) যে স্থলে এই ধারামতে কোন নীলাম রদ করা যায় সেই স্থলে, নীলাম খরিদ্দার, যে কোন ব্যক্তিকে নীলাম খরিদা টাকা দেওয়া হইয়াছে

তদ্বিরুদ্ধে, আদালতের আদেশ মত সুদ বিনা বা সুদ সহ ঐ টাকা ফেরৎ দিবার আদেশ পাইতে অধিকারী হইবেন।

(৪) এই ধারা মতে কোন আদেশ করা গেলে, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐরূপ আদেশ করা যায় তিনি ঐ আদেশ রদ করিবার জন্য কোন মোকদ্দমা করিতে পারিবেন না।

"দায়" সৃষ্টিকারী কোন কোন দলীলের রেজেষ্টরী করণ।

১৭৫ ধারা।—"১৯ ৮" ("১৮৭৭" স্থলে) সালের ভারতবর্ষীয় রেজেষ্টরী করণ বিষয়ক আইনের চতুর্থ ভাগে যাহা আছে তাহা সত্ত্বেও, কোন মধ্যস্বত্ব বা জোতের উপরে দায় সৃষ্টিকারী কোন দলীল এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, এবং উক্ত রেজেষ্টরী আইনের ১৭ ধারা মতে তাহা রেজেষ্টরী করা আবশ্যক না হইলে, যদি তাহা এই আইন প্রচলিত হইবার সময় হইতে এক বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত কর্ম্মচারী সমক্ষে রেজেষ্টরী করার জন্য উপস্থিত করা যায়; তবে ঐ দলীল ঐ আইন মতে রেজেষ্টরী করণার্থে গৃহীত হইবে।

ভূম্যধিকারীর প্রতি দায়ের নোটীশ।

১৭৬ ধারা।—কোন মধ্যস্বত্বের কি জোতের প্রজার সম্পাদিত, যদ্দ্বারা ঐ মধ্যস্বত্বের কি জোতের উপর দায় সৃষ্টি করা হয় এরূপ কোন দলীল, কোন কর্ম্মচারী এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বা পরে রেজেষ্টরী করিলে, উক্ত প্রজার কিম্বা যে ব্যক্তির অনুকূলে ঐ দায় সৃষ্টি হয় সেই ব্যক্তির অনুরোধ ক্রমে এবং এতদর্থে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যে ফী ধার্য্য করেন

তাহা তিনি প্রদান করিলে, নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে ভূম্যধিকারীর প্রতি উক্ত দলীলের এক খণ্ড নকল জারী করাইয়া তাঁহাকে উক্ত দায়ের নোটীশ দিবেন।

১৭৭ ধারা।—কোন ব্যক্তি আইন মতে অন্য প্রকারে যে দায় সৃষ্টি করিতে পারিতেন না, এই অধ্যায়ের দ্বারা তাঁহাকে ঐ "দায়" সৃষ্টি করিতে ক্ষমতা দেওয়া গণ্য হইবে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

চুক্তি দ্বারা আইন বর্জ্জন সম্বন্ধে বাধা।

১৭৮ ধারা।—(১) এই আইন কি লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বা পরে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন চুক্তি হইলে তাহার কোন কথা দ্বারা—

(ক) ভূমিতে দখলীস্বত্ব অর্জ্জন করিতে চিরকালের জন্য কোন বাধা হইবে না, কিম্বা—

(খ) ঐ চুক্তির তারিখে দখলীস্বত্ব বর্ত্তমান থাকিলে তাহা রহিত হইবে না, কিম্বা—

(গ) এই আইনের বিধান মতে ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে কোন ভূম্যধিকারী কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে অধিকারী হইবেন না, কিম্বা—

(ঘ) যে প্রজার খাজানা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন ফসল না হইয়া উৎপন্ন ফসলের কোন অংশ হয়, সেই প্রজা হইতে, যে বৎসরের জন্য খাজানা দাবী করা হয় ঐ বৎসরের মোট উৎপন্ন ফসলের অর্দ্ধাংশের

অতিরিক্ত ফসল, ভূম্যধিকারী খাজানা স্বরূপে আদায় করিতে অধিকারী হইবে, কিম্বা—

(ঙ) সপ্তম অধ্যায়ের লিখিত মত কোর্ফা রাইতের আপন অব্যবহিত মালীকের বিরুদ্ধে যে সকল স্বত্ব আছে তাহা রহিত বা সীমাবদ্ধ হইবে না, কিম্বা—

(চ) ২৬ (খ) হইতে ২৬ (জ) পর্য্যন্ত ধারার বিধান মতে দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়তের আপন জোত বা উহার কোন হিস্যা বা অংশ হস্তান্তর করিবার স্বত্ব রাহত বা সীমাবদ্ধ হইবে না, কিম্বা—

(ছ) ২৩ (ক) ধারার বিধান মতে দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়তের আপন জোত স্থিত বৃক্ষাদিতে যে সকল স্বত্ব আছে তাহা রহিত বা সীমাবদ্ধ হইবে না, অথবা খাজানার উপর দেয় সুদ সম্বন্ধে ৬৭ ধারাতে যে সকল বিধান আছে তাহার হানি হইবে না।

(২) ১৮৮০ সালের ১৫ই জুলাইর পর এবং এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন চুক্তি হইয়া থাকিলে উহার কোন কথা দ্বারা কোন রাইয়তের এই আইন মতে ভূমিতে দখলী স্বত্ব অর্জ্জন করিতে বাধা হইবে না।

(৩) এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন চুক্তি হইলে উহার কোন কথা দ্বারা,—

(ক) কোন রাইয়তের এই আইন মতে ভূমিতে দখলীস্বত্ব অর্জ্জন করিবার বাধা হইবে না;

(খ) কোন দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়তের ২৩ ধারার বিধানমতে ভূমি ব্যবহার করিবার স্বত্ব রহিত বা সীমাবদ্ধ হইবে না;

(গ) ৮৬ ধারার বিধানমতে কোন রাইয়তের আপন জোত ইস্তাফা দিবার স্বত্ব রহিত হইবে না;

(ঘ) এই আইনের বিধান মানিয়া এবং তদনুসারে কোন দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়তের দরপত্তন করিবার স্বত্ব রহিত হইবে না ;

(ঙ) ৩৮ ধারা অথবা ৫২ ধারা মতে রাইয়তের খাজানা কমাইবার আবেদন করিবার স্বত্ব রহিত হইবে না ;

(চ) বাকী খাজানার উপর দেয় সুদ সম্বন্ধে ৬৭ ধারার বিধান সকলের কোন হানি হইবে না ;

প্রকাশ থাকে যে ঃ—(i) অনাবাদী পতিত ভূমি আবাদযোগ্য করার জন্য সরলাভিপ্রায়ে পাট্টা দেওয়া গেলে, এই ধারার কোন কথা দ্বারা ঐ পাট্টার সর্ত্ত বা নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হইবে না। কিন্তু যে স্থলে ঐ পাট্টার ম্যাদ শেষ হইলে বা হইবার পর পাট্টাদার পঞ্চম অধ্যায়মতে পাট্টাভুক্ত জমীতে দখলীস্বত্ব পাইতে অধিকারী সেই স্থলে পাট্টার কোন কথায় তাঁহার দখলীস্বত্ব অর্জ্জন করিতে কোন বাধা হইবে না।

(ii) ভূম্যধিকারী আপন চাকর কি বেতনভোগী মজুর দ্বারা অনাবাদী পতিতভূমি আবাদযোগ্য করিয়া তৎপর ঐ ভূমি বা উহার কিয়দংশ কোন রাইয়তের নিকট পত্তন করিলে যে তারিখে তাহাকে ঐ ভূমি কি উহার অংশ প্রথম পত্তন করিয়া দেওয়া যায় সেই তারিখ হইতে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কোন চুক্তির সর্ত্তক্রমে কোন রাইয়তের পক্ষে ঐ ভূমিতে বা উহার অংশে দখলীস্বত্ব অর্জ্জন করিবার বাধা হইলে এই আইনের কোন কথা দ্বারা সেই সর্ত্তের হানি হইবে না ;

(iii) কোন ফলের বাগান কিম্বা বাগিচার জমীতে অস্থায়ীভাবে কৃষি উৎপন্ন ফসলের আবাদ করিবার চুক্তি হইলে, এই ধারার কোন কথা দ্বারা ঐ চুক্তির সর্ত্ত বা নিয়মের হানি হইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—(iii) বিধিতে (প্রভাইছো) ব্যবহৃত "বাগিচার জমী"

অর্থে কোন ভূস্বামী বা কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারীর দখলীয় যে কোন বাগান জমী প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার এবং তাঁহার পরিবার লাভ বা বিক্রয়ের জন্য না হইয়া নিজ ব্যবহারের জন্য, ফুল বা শাকশব্জীয় বা উভয়ের আবাদের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়, সেই বাগান জমী বুঝায়।

কায়েমী মোকররী পাট্টা।

১৭৯ ধারা:—(সংশোধিত) যে স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে সেই স্থানে কোন ভূস্বামীর বা কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী এবং তাঁহার প্রজার মধ্যে উভয় পক্ষের সম্মতিমতে যে কোন নিয়ম হয়, এই আইনের কোন কথা দ্বারা ঐ নিয়মানুসারে কায়েমী মোকররী পাট্টা দিতে ঐ ভূস্বামীর বা মধ্যস্বত্বাধিকারীর কোন বাধা হওয়া গণ্য হইবে না।

প্রকাশ থাকে যে:—উক্ত ভূস্বামী বা মধ্য স্বত্বাধিকারী ৬৭ ধারায় উল্লিখিত হারের অতিরিক্ত কোন হারে সুদ কিম্বা যাহা আব্ওয়াব্ কিম্বা যাহা আদায় করা ৭৪ ধারা বা ৭৭ ধারার (৩) প্রকরণমতে আইন বিরুদ্ধ তাহা আদায় করিতে পারিবে না।

উট্বন্দী চর ও দিয়াড়া জমী।

১৮০ ধারা:—(১) এই আইনে যাহা থাকে তাহা স্বত্বেও কোন রাইয়ত—

(ক) দেশের যে অংশে উট্বন্দী প্রথা প্রচলিত আছে তথায় সাধারণতঃ ঐ প্রথা অনুসারে যে জমী পত্তন দেওয়া যায় তাহা দখল করিলে, কিম্বা

(খ) যে প্রকারের জলময় চর বা দিয়াড়া বলিয়া পরিচিত ঐরূপ কোন জমীর দখল করিলে,

(ক) স্থলে যে জমী সাধারণতঃ উট্‌বন্দী প্রথায় দখল করা যায় এবং তৎকালে যাহা ঐ প্রথায় দখল করা হয় তাহাতে, কিম্বা,

(খ) স্থলে চর বা দিয়াড়া জমীতে যে পর্য্যন্ত উক্ত ভূমি রাইয়ত ক্রমাগত বার বৎসর দখল না করেন সেই পর্য্যন্ত উহাতে দখলীস্বত্ব লাভ করিবেন না; এবং যে পর্য্যন্ত তিনি উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ না করেন সেই পর্য্যন্ত তিনি ও তাঁহার ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে খাজানা দিবার চুক্তি হয় তাহার জোতের জন্য সেই খাজানা দিতে তিনি দায়ী হইবেন।

(২) উট্‌বন্দী প্রথায় যে সকল রাইয়ত ভূমি দখল করেন ঐ প্রথায় তাঁহাদের দখলীয় ভূমি সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রতি ষষ্ঠ অধ্যায় প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) ভূম্যধিকারী বা প্রজার দরখাস্ত মতে কিম্বা দেওয়ানী আদালতের জিজ্ঞাসাক্রমে (রেফারেন্স্) কালেক্টর সাহেব জানাইতে পারিবেন যে কোন জমীর এই ধারার অর্থমতে চর বা দিয়াড়া বলিয়া আর বিশেষত্ব রহিল না এবং তাহা হইলে ঐ আইনের সমস্ত বিধান উক্ত জমী সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবে।

উটবন্দী জমী সম্বন্ধে বার্ষিক নগদ খাজানা ধার্য্য করণ

১৮০ (ক) ধারা :—(১) ১৮০ ধারায় যাহা আছে তাহা সত্ত্বেও, যে রাইয়ত ঐ গ্রামের একজন স্থিতিবান রাইয়ত কিম্বা উটবন্দী প্রথার দখলীয় জমী সম্বন্ধে ১৮০ ধারার কার্য্য না হইলে একজন স্থিতিবান রাইয়ত হইতেন, সেই রাইয়ত যখন উটবন্দী প্রথার জমী (অতঃপর উটবন্দী জমী বলিয়া উল্লিখিত) দখল করেন বা করিয়া আসিয়াছেন তখন ভূম্যধিকারী অথবা ঐ রাইয়ত ঐ জমীর জন্য যাহাতে একইরূপ বার্ষিক নগদ খাজানা নির্দ্ধারিত হয় তজ্জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) আবেদনকারীর ইচ্ছানুসারে নিম্নলিখিত জমী ঐ আবেদন পত্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে—

(ক) একই গ্রামে একই ভূম্যধিকারীর অধীনে একই রাইয়ত নিজ দখলীয় যে সকল উটবন্দী জমীতে ১৮০ ধারার বিধানমতে বা অন্য প্রকারে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে সেই সকল জমী, অথবা—

(খ) একই গ্রামে একই ভূম্যধিকারীর অধীনে ঐ রাইয়তের দখলীয় যে সকল জমী ঐ রাইয়ত বা যে মৃত ব্যক্তির তিনি ওয়ারিশ সেই ব্যক্তি পূর্ব্ব ছয় বৎসরকালের মধ্যে যে কোন সময়ে উটবন্দী জমীরূপে চাষ করিয়াছেন সেই সকল জমী, যদি ঐ জমীতে তিনি বা উক্ত মৃতব্যক্তি শেষ চাষ করিয়া থাকেন এবং উহাতে দখলীস্বত্ব অর্জ্জন না করেন বা না করিয়া থাকেন, অথবা—

(গ) উভয়বিধ জমী।

(৩) (২) প্রকরণের বিধি সকল মান্য করিয়া কোন ভূম্যধিকারীর অধীনে একই গ্রামে এক বা একাধিক রাইয়ত উটবন্দী জমীরূপে যে সকল জমী দখল করেন তৎসম্বন্ধে উক্ত ভূম্যধিকারী মাত্র একখানি আবেদন করিতে পারিবেন এবং একই গ্রামে একই ভূম্যধিকারীর অধীনে দুই বা ততোধিক রাইয়ত উটবন্দী জমীরূপে যে সকল জমী দখল করেন তৎসম্বন্ধে একযোগে এক আবেদন করিতে পারিবেন।

(৪) কালেক্টর সাহেবের নিকট বা কোন সবডিভিসনেল্ অফিসারের নিকট বা স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট দশম অধ্যায়মতে জরিপ করিবার ও স্বত্বের লিখন্ প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে সেটেলমেণ্ট বা সহকারী সেটেলমেণ্ট অফিসার নাম দিয়া যে রাজস্ব কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন তাঁহার নিকট বা স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর কোন কর্ম্মচারীর নিকট উক্ত আবেদন করিতে পারা যাইবে।

(৫) যে কর্ম্মচারী আবেদন পত্র গ্রহণ করেন তিনি ঐ বিষয়ের নিষ্পত্তি, করিতে পারিবেন অথবা কালেক্টর সাহেব বা সেটেলমেণ্ট অফিসার আবেদন পত্র গ্রহণ করিবার পক্ষে (৪) প্রকরণ মতে উপযুক্ত অপর কোন কর্ম্মচারীর নিকট উহা নিষ্পত্তির জন্য পাঠাইতে পারিবেন।

(৬) যে কর্ম্মচারী আবেদন পত্র গ্রহণ করেন তিনি কিম্বা স্থলবিশেষে যাঁহার নিকট বিষয়টী পাঠান হয় সেই কর্ম্মচারী প্রতিপক্ষকে নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে নোটীশ দেওয়াইবেন এবং বিষয়টী নিষ্পত্তির জন্য একটী তারিখ ধার্য্য করিবেন। ঐ রাইয়তের ঠিক্ উপরিস্থ ভূম্যধিকারী যদি অস্থায়ী মধ্যস্বত্বাধিকারী, বা ইজারাদার হন তবে যে কর্ম্মচারী ঐ আবেদন পত্র গ্রহণ করেন তিনি, ভূস্বামী বা স্থায়ী মধ্যস্বত্বাধিকারী হন এরূপ নিম্নতম স্তরের উপরিস্থ ভূম্যধিকারীকেও নোটীশ দিবেন।

(৭) যে জমীতে রাইয়ত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হন নাই সেই জমী সম্বন্ধে আবেদন করা গেলে, বিষয়টীর সমস্ত অবস্থা দৃষ্টে ঐ কর্ম্মচারী যদি এরূপ সন্তুষ্ট হন যে ইহা গ্রাহ্য করা অযৌক্তিক, তবে তিনি ঐ জমী সম্বন্ধে আবেদন অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

প্রকাশ থাকে যে ঃ—এই অস্বীকার হেতু ; অস্বীকার করার তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর পরে, এই ধারানুসারে পুনরায় কার্য্যানুষ্ঠান করার কোন বাধা হইবে না। যদি তৎকালে যে কর্ম্মচারী আবেদন গ্রহণ করেন তাঁহার বিবেচনায় ইতিমধ্যে অবস্থাদির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

(৮) যদি ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করা না হয় তবে, যে টাকা একই রূপ বার্ষিক নগদ খাজানা দিতে হইবে, ঐ কর্ম্মচারী তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন এবং যে সকল জমীতে রাইয়ত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হন নাই উহাদের বেলা ভূম্যধিকারীকে যে সেলামী দিতে হইবে তাহাও নির্দ্ধারণ করিবেন এবং তিনি আদেশ করিবেন যে রাইয়ত উটবন্দী জমীরূপে ঐ জমীর খাজানা

দেওয়ার পরিবর্ত্তে, এইরূপে নির্দ্ধারিত টাকা এবং কোন সেলামী নির্দ্ধারিত হইলে, তাহা দিবেন।

প্রকাশ থাকে যে,—যে স্থলে একইরূপ বার্ষিক নগদ খাজানা ধার্য্য করিয়া এক তরফা আদেশ দেওয়া যায়, সেইস্থলে প্রতিপক্ষ, এই আদেশের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে, কিম্বা, নোটীশ যথারীতি জারী না করা হইয়া থাকিলে, এই আদেশের কথা জানিবার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে, যে কর্ম্মচারী ঐ আদেশ দিয়াছিলেন তাঁহার নিকটে, ঐ আদেশ রহিত করিবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন, এবং যদি তিনি ঐ কর্ম্মচারীকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে (১) প্রকরণ অনুসারে আবেদনের নোটীশ তাঁহার উপর রীতিমত জারী হয় নাই কিম্বা যখন বিষয়টী নিষ্পত্তি করা হইয়াছিল তখন যথেষ্ট কারণ প্রযুক্ত তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাহা হইলে ঐ কর্ম্মচারী উক্ত আদেশ রহিত করিবেন এবং বিষয়টী নিষ্পত্তির জন্য একটী দিন স্থির করিবেন। এই বিধি (প্রভাইছো) অনুসারে যে দরখাস্ত করা হয়, উহার রেস্পণ্ডেণ্ট প্রতি নোটীশ না দিয়া, তদনুসারে কোন আদেশ রহিত করা যাইবেনা।

(৯) খাজানা স্বরূপে যে টাকা দিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার সময়ে ঐ কর্ম্মচারী ঐ জমীর খাজানাস্বরূপে পূর্ব্ব ছয় বৎসরের জন্য যে পরিমাণ টাকা দেওয়া হইয়াছে বা দেয় ছিল তাহার গড় হিসাব করিবেন এবং সাধারণতঃ তাহাই খাজানাস্বরূপ প্রদত্ত হইবার টাকা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিবেন।

প্রকাশ থাকে যে ঐ কর্ম্মচারী নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও বিবেচনা করিতে পারিবেন—

(ক) পার্শ্ববর্ত্তী তুল্য প্রকারের ও তুল্য সুবিধাবিশিষ্ট জমির জন্য দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তগণের দেয় গড় নগদ খাজানা;

(খ) পার্শ্ববর্ত্তী তুল্যপ্রকারের ও তুল্য সুবিধাবিশিষ্ট উটবন্দীরূপে দখলী জমির গড় হার;

(গ) পার্শ্ববর্ত্তী তুল্যপ্রকারের ও তুল্য সুবিধাবিশিষ্ট জমির জন্য যে সকল রাইয়ত পূর্ব্বে উটবন্দী জমীরূপে খাজানা দিত কিন্তু যাহাদের খাজানা এই ধারামতে বা চুক্তিদ্বারা বা অন্যপ্রকারে একইরূপ বার্ষিক নগদ খাজানায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে সেই রাইয়তগণের যেই সকল জমির জন্য দেয় গড় নগদ খাজানা;

(ঘ) উটবন্দী জমির জলসেচন ও জল নিকাশের জন্য প্রথানুসারে ভূম্যধিকারীর যে খরচা হয় এবং এই সকল খরচা চালাইবার জন্য যে বন্দোবস্ত করা হয়;

(ঙ) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তদিগের জোতের বাবদ খাজানা বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে যাইয়া দেওয়ানী আদালত সমূহের অনুসরনার্থে এই আইনে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ কহা হয়ঃ

(চ) নগদ খাজানারূপে যে টাকা দিতে হইবে বলিয়া পক্ষগণ সম্মত হন;

প্রকাশ থাকে যে কোন স্থলেই উক্ত কর্ম্মচারী অন্যায্য ও অনুপযুক্ত খাজানা ধার্য্য করিবেন না।

(১০) যে সকল জমীতে রাইয়ত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হন নাই সেই সকল জমীর জন্য ভূম্যধিকারীকে যে সেলামী দিতে হইবে তাহা খাজানার তিনগুণ হইবে, অথবা, যদি (২) প্রকরণের (গ) দফামতে আবেদন করা যায় তবে ঐরূপ জমির বাবদ (৮) প্রকরণমতে নির্ণীত খাজানার অংশের তিনগুণ হইবে।

(১১) রাইয়তের ঠিক উপরিস্থ ভূম্যধিকারী যদি অস্থায়ী মধ্য স্বত্বাধিকারী বা ইজারাদার হন তবে উক্ত কর্ম্মচারী (১০) প্রকরণমতে দেয়

সেলামী উপরোক্ত অস্থায়ী মধ্যস্বত্বাধিকারী বা ইজারাদার এবং তাঁহার নিম্নতম যে শ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারী জমীর ভূস্বামী বা স্থায়ী মধ্যস্বত্বাধিকারী হন তাঁহার মধ্যে, সমস্ত অবস্থা দৃষ্টে যেরূপে বিভাগ করা উক্ত কর্ম্মচারীর নিকট উপযুক্ত ও সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় সেইরূপে বণ্টন করিয়া দিবেন এবং এইরূপে যে টাকা উপরোক্ত শ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারীকে দেওয়া যায় তাহা তিনি অস্থায়ী মধ্যস্বত্বাধিকারী বা ইজারাদার বা তাঁহার স্বার্থ বিশিষ্ট উত্তরাধিকারী হইতে বাকী খাজানা স্বরূপে আদায় করিতে পারিবেন কিন্তু রাইয়ত হইতে আদায় করিতে পারিবেন না।

(১২) আদেশটী লিখিত আদেশ হইবে, যে কারণে আদেশ দেওয়া যায় তাহা উহাতে বর্ণিত থাকিবে এবং বিরুদ্ধভাবের বিশেষ কারণ না থাকিলে উক্ত আদেশ যে তারিখে দেওয়া যায় তাহার ঠিক্ পরবর্ত্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভ হইতেই কার্য্যকরী হইবে। উপরোক্তমত বিশেষ কারণ থাকিলে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(১৩) যে তারিখের মধ্যে সেলামী দিতে হইবে (ঐ তারিখ আদেশের তারিখ হইতে এক মাসের অধিক হইবে না) তাহা উক্ত কর্ম্মচারী ধার্য্য করিবেন ; তিনের অনধিক কিস্তিতে তাহা দিতে হইবে ; (৮) প্রকরণ-মতে ধার্য্যকৃত খাজানা যে কৃষিবৎসরে কার্য্যকরী হয় প্রথম কিস্তী তাহার প্রারম্ভে দিতে হইবে এবং অবশিষ্ট কিস্তীর এক একটী কিস্তী, সেলামীর টাকা সম্পূর্ণরূপে আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত, প্রত্যেক পরবর্ত্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভে দিতে হইবে।

(১৪) সেলামী বা তাহার কোন কিস্তী খাজানার ন্যায় আদায় করা চলিবে এবং সেলামী বা তাহার কোন কিস্তী দিবার জন্য (১৪) প্রকরণ-মতে যে তারিখ ধার্য্য হয় তাহার মধ্যে না দেওয়া হইলে, উহার বাকী আদায়ের জন্য ভূম্যধিকারী ১৫৮ (ক) ধারার (৩) ও (৪) প্রকরণোল্লিখিত

প্রণালীতে কালেক্টর সাহেবের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং উহা বাকী খাজানা হইলে ১৫৮ ধারার বিধান অনুসারে কালেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক যেরূপে আদায় যোগ্য হইত সেইরূপে কালেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক উক্ত বাকী আদায় করণ সম্বন্ধে উক্ত ধারার (৫) হইতে (৯) প্রকরণের বিধান সমূহ প্রযোজ্য হইবে। যে কিস্তী বাকী পড়ে নাই তাহার উপর সুদ দেয় হইবে না। এই প্রকরণমতে ভূম্যধিকারীকে যে আবেদন করিতে হইবে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া এবং এই প্রকরণের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়ম প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(১৫) দশম অধ্যায়ের ২য় খণ্ডমতে যে সকল কার্য্যানুষ্ঠাণ চলিত থাকা কালে আবেদন করা না হইয়া থাকিলে, এই ধারামতে কৃত কোন আদেশ ১০৯ (ক) ধারায় বিহিত প্রণালীতে আপীলের অধীন হইবে। যে স্থলে উপরোক্ত কার্য্যানুষ্ঠান চলিত থাকা কালে আবেদন করা যায় সেই স্থলে ১০৪ (ছ) ও ১০৪ (জ) ধারার বিধান সমূহ প্রযোজ্য হইবে।

(১৬) (১) প্রকারণমতে কৃত কোন আবেদন পত্র সংশোধন করা যাইতে পারিবে যদি (৭) বা (৮) প্রকরণ মতে আদেশ বাহির হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ কর্ম্মচারী অথবা আপীল বা পুনর্ব্বিবেচনাকারী আদালত দেখেন যে উহাতে (২) প্রকরণের বিধান সকল প্রতিপালিত হয় নাই কিন্তু উহা ঐ প্রকরণের অনুবর্ত্তী করা যাইতে পারে। পক্ষগণের বা তন্মধ্যে কোন পক্ষের অথবা ঐ কর্ম্মচারীর বা আদালতের বিবেচনায় ঐরূপ সংশোধন করা যাইতে পারিবে কিন্তু পক্ষগণ প্রতি পূর্ব্বে নোটীশ না দিয়া সংশোধন করা যাইবে না এবং ঐরূপ সংশোধন করা হইলে যে সর্ত্ত ও নিয়মে উহা করা ন্যায় সঙ্গত বলিয়া উক্ত কর্ম্মচারী বা আদালতের মনে হইবে কেবল সেই সর্ত্তেও নিয়মে সংশোধন করা হইবে।

(১৭) এই আইনে অন্যত্র বা অন্য কোন আইনে যাহা থাকে তাহা

সত্ত্বেও, এই ধারামতে কৃত কোন আদেশ সম্বন্ধে, এই ধারার যেরূপ ব্যবস্থা আছে তদ্ভিন্ন অন্য প্রকারে, কোন আদালতে কোন মোকদ্দমা বা আবেদন করা যাইবে না।

যে সকল জমী সম্বন্ধে ১৮০ (ক) ধারামতে একইরূপ বার্ষিক নগদ খাজানা ধার্য্য করা হইয়াছে তাহা আর উট্‌বন্দী থাকিবে না।

১৮০ (খ) ধারা – যখনই কোন জমী সম্বন্ধে একই প্রকার বার্ষিক নগদ খাজানা ধার্য্য করিয়া ১৮০ (ক) ধারামতে কোন আদেশ দেওয়া যায় তখনই যে তারিখ হইতে নূতন খাজানা কার্য্যকারী হয় সেই তারিখ হইতে ঐ জমী উটবন্দীরূপে দখল করা গণ্য হইবে না এবং আদেশের তারিখ হইতে প্রজা দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়ত স্বরূপে উহা ভোগ করিবে।

১৮০ (ক) ধারামতে ধার্য্য খাজানা যে কাল পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।

১৮০ (গ) ধারা—(১) যে স্থলে ১৮০ (ক) ধারামতে একইরূপ বার্ষিক নগদ খাজানা ধার্য্য করা গিয়াছে সেই স্থলে, ভূম্যাধিকারীর কৃত উন্নতি বা জোতের পরিমাণের পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তন ভিন্ন অন্য কোন কারণে উক্ত খাজানা পনর বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইবে না; কিম্বা জোতের পরিমাণের পরিবর্ত্তন বা ৩৮ ধারার (১) প্রকরণের (ক) দফার নির্দ্দিষ্ট কারণ ভিন্ন অন্য কোন কারণে উক্ত খাজানা কমান যাইবে না।

(২) যে তারিখ হইতে ১৮০ (ক) ধারায় (১২) প্রকরণ মতে ঐ আদেশ কার্য্যকারী হয় সেই তারিখ হইতে উপরোক্ত পনর বৎসর কাল গণনা করা হইবে।

চাকরাণ জমি সংরক্ষণ।

১৮১ ধারা—এই আইনের কোন কথা দ্বারা কোন ঘাটওয়ালী বা অন্য চাকরাণ তালুকের কোন অনুসঙ্গের কোন হানি হইবে না, বিশেষতঃ এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় পূর্ব্বে যে চাকরাণ তালুক হস্তান্তর করিতে বা উইলক্রমে দান করিতে পারা যাইতে না তাহা হস্তান্তর করিবার বা উইলক্রমে দান করিবার স্বত্ব প্রদত্ত হইবে না।

বাস্তুভূমী।

১৮২ ধারা—নূতন কোন রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত তাহার আপন জোতের অংশ স্বরূপে না হইয়া অন্যরূপে, যে গ্রামে জোত থাকে সেই একই গ্রামে বা তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে, কোন বাস্তুভূমি দখল করিলে, ঐ বাস্তুভূমির ভূম্যাধিকারীর অবস্থা (ষ্টেটস্) অনুসারে ঐ বাস্তুভূমি সম্বন্ধে রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়তের অবস্থা (ষ্টেটাস্) হইবে এবং রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত সম্বন্ধে এই আইনের যে সকল বিধান প্রযোজ্য হয় সেই সকল বিধান দ্বারা উক্ত বাস্তুভূমিস্থ প্রজাস্বত্বের অনুসঙ্গাদি পরিচালিত হইবে।

দেশাচার সংরক্ষণ।

১৮৩ ধারা—কোন দেশাচার, প্রথা বা দেশাচার গত স্বত্ব এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত না হইলে কিম্বা এই আইনের বিধান দ্বারা স্পষ্টতঃ বা অবশ্যম্ভাবী অনুমান অনুসারে পরিবর্ত্তিত কিম্বা রহিত না হইলে, এই আইনের কোন কথায় উহার কোন হানি হইবে না।

উদাহরণ।

(১) যে প্রথা অনুসারে ভূম্যাধিকারীর অনুমতি ব্যতীত রাইয়ত আপন জোত বিক্রয় করিতে পারেন সেই প্রথা এই আইনের বিধান সমূহের সহিত অসঙ্গত নহে এবং এই আইনের বিধানদ্বারা উহা স্পষ্টতঃ বা অবশ্যম্ভাবী অনুমান অনুসারে পরিবর্ত্তিত বা রহিত করা যায় নাই। সুতরাং উক্ত প্রথা যে স্থানেই থাকে এই আইনদ্বারা তাহার কোন হানি হইবে না।

(২) যে দেশাচার বা প্রথা অনুসারে কোন কোন অবস্থায় কোর্ফা-রাইয়ত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় সেই দেশাচার বা প্রথা এই আইনের বিধান সমূহের সহিত অসঙ্গত নহে এবং এই আইনের বিধানদ্বারা উহা স্পষ্টতঃ বা অবশ্যম্ভাবী অনুমান অনুসারে পরিবর্ত্তিত বা রহিত করা যায় নাই। সুতরাং উক্ত দেশাচার বা প্রথা যে স্থানেই থাকে এই আইন দ্বারা তাহার কোন হানি হইবে না।

ষোড়শ অধ্যায়।

৩নং সিডিউল মতে মোকদ্দমা, আপীল ও আবেদনের ম্যাদ।

১৮৪ ধারা—(১) এই আইনের সহিত সংযুক্ত ৩নং সিডিউলের নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমা, আপীল এবং আবেদন যথাক্রমে ঐ সিডিউলের নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে দাখিল করিতে হইবে; এবং ঐরূপে নির্দ্দিষ্ট ম্যাদ

অন্তে যে মোকদ্দমা বা আপীল দায়ের করা যায় এবং আবেদন করা যায় তাহা তমাদির প্রশ্ন উত্থাপিত না হইলেও অগ্রাহ্য করা হইবে।

(২) এই আইন প্রচলিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে মোকদ্দমা বা আপীল দায়ের কিম্বা আবেদন দাখিল করা হইলে তাহা তমাদি দ্বারা বারিত হইত, এই ধারায় কোন কোথা দ্বারা সেই মোকদ্দমা বা আপীল দায়ের করিবার কিম্বা আবেদন দাখিল করিবার স্বত্ব পুনর্জ্জীবিত হইবেনা।

৩নং সিডিউলের উল্লিখিত মোকদ্দমা প্রভৃতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় তমাদি আইনের কোন্ কোন্ অংশ অপ্রযোজ্য।

১৮৩ ধারা:—এই আইনে সংলগ্ন ৩নং সিডিউলের নির্দ্দিষ্ট সমস্ত মোকদ্দমা, আপীল এবং আবেদন সম্বন্ধে, ১৯০৮ সালের ভারতবর্ষীয় তমাদি বিষয়ক আইনের ৬, ৭, ৮, ৯ ধারা এবং ২৯ ধারার (২) প্রকরণ প্রযোজ্য হইবে না, এবং এই অধ্যায়ের বিধি সকলের অধীনে, উক্ত তমাদি বিষয়ক আইনের অবশিষ্ট সমস্ত বিধান প্রযোজ্য হইবে।

সপ্তদশ অধ্যায়।

উৎপন্ন ফসলে বেআইনীমতে হস্তক্ষেপ জন্য দণ্ড।

১৮৬ ধারা :—(১৯২৮ সালে সংশোধিত)

(১) এই আইনের কিম্বা অন্য কোন আইন যৎকালে বলবৎ থাকে সেই আইনের অন্যথায় যদি কোন ব্যক্তি—

(ক) কোন প্রজার জোতের ফসল ক্রোক করে বা ক্রোক করিবার উদ্যোগ করে ; অথবা

(খ) প্রজার অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে কোন জোতের উৎপন্ন ফসল কাটিতে, সংগ্রহ করিতে, মজুদ করিতে, স্থানান্তরিত করিতে বা প্রকারান্তরে তাহা লইয়া কার্য্য করিতে বাধা দেয় বা দিবার উদ্যোগ করে তবে সেই ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের অর্থমতে অপরাধযুক্ত অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অস্বীকার জন্য ক্ষতিপূরণ।

১৮৬ (ক) ধারা :—(১৯২৮ সালে সংশোধিত)

(১) কোন ভূম্যধিকারী এবং প্রজার মধ্যে ভূম্যধিকারী এবং প্রজাস্বরূপে কোন মোকদ্দমায় যদি প্রজা যুক্তিসঙ্গত বা সম্ভবপর কারণ ব্যতীত তৃতীয় কোন ব্যক্তিতে বা আপনাতে স্বত্ব দাঁড়া করিয়া ঐ ভূম্যধিকারীর প্রজাস্বরূপে আপন ব্যক্তিত্ব পরিত্যাগ করেন তবে আদালত ঐ প্রজা কর্ত্তৃক দেয় বার্ষিক খাজানার দশগুণের অনধিক যে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ ন্যায্য বিবেচনা করেন সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ নিমিত্ত ভূম্যধিকারীর অনুকূলে ডিক্রী দিতে পারিবেন।

(২) (১) প্রকরণমতে যে ক্ষতিপূরণের টাকার ডিক্রী দেওয়া হয় সেই টাকা ও তদুপরি যে সুদ প্রাপ্য হয় সেই সুদ, ভূম্যধিকারীর খাজানার জন্য দায়ের অধীনে, প্রজার মধ্যস্বত্ব বা জোতের উপর সর্ব্বপ্রথম দায় হইবে; এবং ভূম্যধিকারী ঐরূপ ক্ষতিপূরণ ও সুদের ডিক্রী শুদ্ধ টাকার ডিক্রীর ন্যায় বা খাজানার নিমিত্ত ডিক্রী যে প্রণালীতে জারী করা যায় তন্মধ্যে কোন প্রণালাতে, জারী করিতে পারিবেন।

ভূম্যধিকারীর কার্য্য কারক দ্বারা কার্য্য করিবার ক্ষমতা।

১৮৭ ধারা ঃ—১। কোন আদালতে বা কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে বা সমক্ষে এই আইন মতে ভূম্যধিকারীর উপস্থিত হইবার আবেদন করিবার বা কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা বা কর্ত্তব্য থাকিলে, উক্ত আদালত বা কর্ত্তৃপক্ষ অন্যরূপ আদেশ না করিলে, ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত ক্ষমতা পত্র ক্রমে এতদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারক ও ঐ সকল কার্য্য করিতে পারিবেন।

২। এই আইন মতে যে নোটীশ ভূম্যধিকারীর উপর জারী করা বা তাঁহাকে দেওয়া কর্ত্তব্য, ভূম্যধিকারীর পক্ষে উহার জারী স্বীকার করিতে পূর্ব্বোক্তরূপে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কার্য্যকারকের উপর যদি উহা জারী করা যায় বা তাহাকে দেওয়া যায়, তবে উহা স্বয়ং ভূম্যধিকারীর উপর জারী করা হইলে কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া গেলে যেরূপ ফল হইত, এই আইনের কার্য্য পক্ষে সেইরূপ ফলদায়ক হইবে।

৩। কার্য্য কারক নিযুক্ত করিবার বা তাহাকে ক্ষমতা দিবার দলীল ব্যতীত যে দলীল এই আইন মতে ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত বা সার্টিফিকেটযুক্ত হওয়া আবশ্যক তাহা তদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কোন কার্য্যকারক দ্বারা স্বাক্ষরিত বা সার্টিফিকেটযুক্ত হইতে পারিবে।

কোন কোন স্থলে ভিন্ন অন্যান্য স্থলে সরিক ভূম্যধিকারীগণকে বা তাঁহাদের সাধারণ কার্য্যকারকদিগকে একযোগে কার্য্য করিতে হইবে।

১৮৮ ধারা ঃ—১। ১৪৮ (ক) ধারার বিধি সকলের অধীনে, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি সরিক ভূম্যধিকারী হইলে, এই আইন মতে ভূম্যধিকারীকে যাহা কিছু করিতে হয় বা যাহা কিছু করিতে তিনি ক্ষমতাপন্ন হন তাহা, তাঁহারা উভয়ে বা সকলে একত্র হইয়া করিবেন কিম্বা তাঁহাদের উভয়ের বা সকলের পক্ষে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক করিবেন।

প্রকাশ থাকে যে, ১৪৮ (ক) ধারার (১) ও (২) প্রকরণের বিহিত প্রণালীতে যদি অন্যান্য সমস্ত সরিক ভূম্যধিকারীদিগকে মোকদ্দমায় বা কার্য্যানুষ্ঠানে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করা যায় এবং তাঁহাদিগকে ঐ মোকদ্দমায় বা কার্য্যানুষ্ঠানে সরিক-বাদী বা সরিক-আবেদনকারী স্বরূপে যোগ দিবার সুযোগ দেওয়া যায় তবে; এক বা একাধিক সরিক ভূম্যধিকারী—

(i) ২৬ (চ) ধারায় (১) প্রকরণ মতে বা ২৬ (ঞ) ধারামতে দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

(ii) (৭) ধারা মতে মধ্য স্বত্বের খাজানা বৃদ্ধি করিবার বা ৩০ ধারা মতে জোতের খাজানা বৃদ্ধি করিবার কিম্বা (৫২) ধারামতে পরিমাণের পরিবর্ত্তন হেতু খাজানা পরিবর্ত্তন করিবার মোকদ্দমা আনয়ন করিতে পারিবেন

(iii) (১০) ধারা, ১৮ ধারার (খ) দফা, (২৫) ধারা, বা (৪৪) ধারার (ক), (খ) ও (গ) দফার নির্দ্দিষ্ট হেতুতে কিম্বা (৪৯) বা (৬৬) ধারার বিধান

হতে প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমা আনয়ন করিতে পারিবেন।

(iv) (৭৮), (৮০) ও (৮১) ধারামতে উন্নতিকর কার্য্য সম্বন্ধে আবেদন করিতে পারিবেন।

(v) (৯০) ও (৯১) ধারামতে পরিমাপের জন্য প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(vi) (১০৫) ধারামতে দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

(vii) (১০৬) ধারামতের মোকদ্দমা আনয়ন করিতে পারিবেন।

(viii) (১১৮) ধারামতে খসরা জমী লিপিবদ্ধ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(ix) (১৫৮) ধারামতে প্রজাস্বত্বের অনুসঙ্গাদি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(x) (১৮০) ধারার (৩) প্রকরণ মতে নির্দ্দেশের জন্য কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

২। যে মোকদ্দমায় বা কার্যানুষ্ঠানে এই ধারার (১) প্রকরণের লিখিত নিয়ম সকল প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহাতে যে ডিক্রী বা আদেশ প্রদত্ত হয়, সেই ডিক্রী বা আদেশের ফল, এক মাত্র ভূম্যধিকারী বা সমগ্র ভূম্যধিকারী বর্গের আবেদন মতে যে ডিক্রী বা আদেশ প্রদত্ত হয় তাহার ফলের ন্যায় হইবে, এবং উহা সমগ্র মধ্যস্বত্ব বা স্থল বিশেষে সমগ্র জোত সম্বন্ধে কার্য্যকরী হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, যে স্থলে (৭) ধারা বা (৩০) ধারামতে খাজানা বৃদ্ধির জন্য কিম্বা (৫২) ধারামতে খাজানার পরিবর্ত্তনের জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় অথবা যে স্থলে (১০৫) ধারামতে সরিক ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক খাজানা ধার্য্যের দরখাস্ত করা যায়, সেই স্থলে, খাজানা ধার্য্য না সাব্যস্থ

হইলে, আদালত বা স্থল বিশেষে রাজস্ব কর্ম্মচারী, খাজানা যে পরিমাণে বর্দ্ধিত বা হ্রাস করা হইয়াছে তাহা ঐ প্রজাস্বত্বে যাহার তাঁহার হিস্যার অনুপাতে, সরিক-ভূম্যধিকারীদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিবেন; তাঁহারা বাদী বা দরখাস্তকারীরূপে যোগ দিয়া থাকুন বা না থাকুন; এবং সমস্ত সরিক ভূম্যধিকারীগণ তজ্জন্য সকলে মোকদ্দমা বা দরখাস্ত করিয়াছেন এরূপ গণ্যে উক্ত বিভাগ তাঁহাদের সকলের প্রতি বাধ্য কর হইবে; এবং উক্ত বিভাগ সম্বন্ধে কোন আপীল, দরখাস্ত বা মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে সরিক-বাদী বা দরখাস্তকারীর সঙ্গে তাঁহারা সকলে এই ধারার (১) প্রকরণ মতে মোকদ্দমা বা দরখাস্ত করিয়াছেন এরূপ মনে করিতে হইবে।

১৮৮ (ক) ধারা ঃ—উঠিয়া গেল।

কার্য্যপ্রণালী, কর্ম্মচারীদের ক্ষমতা ও নোটীশ জারী সম্বন্ধীয় বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

১৮৯ ধারা ঃ—স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সময় সময় সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া—

(১) রাজস্ব কর্ম্মচারীদের উপর এই আইন দ্বারা বা এই আইন মতে যে কোন কার্য্যভার আর্পিত হয় সেই কার্য্য সম্পাদন করিতে যাইয়া তাঁহাদিগকে যে কার্য্য প্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে তাহার নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এই আইন সঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ বিধি দ্বারা ঐরূপ কোন কর্ম্মচারীর প্রতি—

(ক) মোকদ্দমার বিচার কালে দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক যে ক্ষমতা পরিচালিত হয় ঐরূপ কোন ক্ষমতা;

(খ) কোন ভূমিতে প্রবেশ করিবার ও তাহা জরীপ ও চিহ্নিত করিবার ও তাহার মানচিত্র করিবার ক্ষমতা এবং

১৮৭৫ সালের বঙ্গীয় জরীপ বিষয়ক আইন মতে কোন কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক যে ক্ষমতা পরিচালিত হইতে পারে এরূপ কোন ক্ষমতা ;

(গ) জমীর উৎপাদীকা শক্তি অনুমান করিবার উদ্দেশ্যে কোন ভূমির ফসল কাটিবার ও ঝাড়িবার ও উৎপন্ন ফসল ওজন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন ; এবং

২। যে স্থলে এই আইনে বা অন্য কোন আইনে কোন ফারম বা প্রণালী—"বিহিত" না থাকে সেই স্থলে এই আইন মতে ব্যবহৃত হইবার ফারম ও এই আইন মতে প্রদত্ত নোটীশ জারী করিবার প্রণালী নির্দ্দেশ করিবার জন্য এই আইন সঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন ;

৩। "ভূম্যধিকারী ফি অথবা ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর ফি" ("ভূম্যধিকারী ফিস্" স্থলে) যে প্রণালীতে ভূম্যধিকারীর নিকটে পাঠাইতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য এই আইন সঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন ; এবং

৪। ১২, ১৩, ১৫, ১৭, "২৬ (গ), ২৬ (৪) ও ৪৮ (জ)" ধারা মতে আমানতী ফিস্ জব্দ করা হইল বলিয়া যে কর্ত্তৃপক্ষ ব্যক্ত করিতে পারিবেন তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য এবং উহা জব্দ করা হইলে তৎসম্বন্ধে যে প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য এই আইন সঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৫। নিম্নলিখিত সমস্ত বা যে কোন বিষয়, অর্থাৎ

(i) (১) ধারার (৩) প্রকরণ মতে বিজ্ঞাপন।

(ii) ৩৯ ধারার (৩) প্রকরণ মতে মূল্যের তালিকা।

(iii) ৮৭ ধারার (২) প্রকরণ মতে নোটীশ।

(iv) ১০৩ (ক) ধারার (১) প্রকরণ মতে খসরা স্বত্বের লিখন,

(v) ১০৩ (ক) ধারার (২) প্রকরণ মতে স্বত্বের লিখন।

(vi) ১০৪ (খ) ধারার (২) প্রকরণ মতে হার সমুদয়ের তালিকা (টেব্‌ল্)

(vii) ১০৪ (১) ধারার (১) প্রকরণ মতে খসড়া জরীপী জমাবন্দী।

(viii) ১৬৩ ধারার (৩) প্রকরণের (ঘ) দফা মতে ইস্তাহার

(ix) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট বা হাইকোর্ট ব্যতীত অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক ১৯০ ধারার (২) প্রকরণ মতে কৃত নিয়মাদি প্রকাশিত হইবার প্রণালী সম্বন্ধে;

(খ) ১২ ধারার (৪) প্রকরণ মতে ভূম্যধিকারী ফিস্ এবং ২৬ (গ) ধারার (৭) প্রকরণ মতে ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর ফিস্ ও উহা পাঠাইবার খরচ দিবার প্রণালী সম্বন্ধে;

(গ) (i) ১২ ধারার (২) প্রকরনোল্লিখিত পরওয়ানার জন্য।

(ii) ২৬ (গ) ধারার (২) প্রকরণের (খ) দফার উল্লিখিত পরওয়ানার জন্য।

(iii) ২৬ (ঙ) ধারার (৪) প্রকরণোল্লিখিত পরওয়ানার জন্য।

(iv) ২৬ (ঙ) ধারার (১) প্রকরণোল্লিখিত পরওয়ানার জন্য।

(v) ২৬ (ঙ) ধারার (২) প্রকরণোল্লিখিত পরওয়ানার জন্য।

(vi) ১৩ ধারার (১) প্রকরণোল্লিখিত নোটীশ জারীর জন্য।

(vii) ৬১ ধারার (২) প্রকরণোল্লিখিত নোটীশ জারীর জন্য যে ফিস্ দিতে হইবে তাহার পরিমাণ সম্বন্ধে;

(ঘ) ফিস বা অন্য টাকা পাঠাইবার খরচের পরিমার সম্বন্ধে;

(ঙ) মণি অর্ডার যোগে খাজানা দিবার বা যাজ্ঞা করিবার প্রণালী সম্বন্ধে;

(চ) ৮০ ধারার (২) প্রকরণ মতে দরখাস্তের সত্য পাঠ লিখিবার প্রণালী সম্বন্ধে;

(ছ) ৮০ ধারার (২) প্রকরণোল্লিখিত দরখাস্তে যে জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিতে হইবে তৎসম্বন্ধে ;

(জ) ৯৯ (ক) ধারার (২) প্রকরণের (ক) দফার উল্লিখিত রেজেষ্টরীর ফারম এবং তাহাতে যে সকল বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে তৎসম্বন্ধে ;

(ঝ) ১০১ ধারার (৪) প্রকরণ মতে জরীপ করিবার ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে ;

(ঞ) ১০২ ধারার (ছ) দফার সর্ত্তাংশে (প্রভাইছো) যে সকল বিশেষ বৃত্তান্তের কথা আছে তৎসম্বন্ধে ;

(ট) ১০৩ (ক) ধারার (১) প্রকরণ মতে খরসা স্বত্বের লিখন ও ১০৪ (ঙ) ধারার—(১) প্রকরণ মতে খসরা জরীপী জমাবন্দী প্রকাশিত হইবার কাল সম্বন্ধে ;

(ঠ) ১০৩ (ক) ধারার (২) প্রকরণ মতে আপত্তি বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করিবার প্রণালী সম্বন্ধে ;

(ড) ১০৪ (খ) ধারার (৪) প্রকরণোল্লিখিত "মঞ্জুরকারী কর্ত্তৃপক্ষকে" ক্ষমতা প্রদান সম্বন্ধে ;

(ঢ) ১০৪ (ছ) ধারার উল্লিখিত উর্দ্ধতন রাজস্ব কর্ত্তৃপক্ষ সম্বন্ধে ;

(ণ) ১০৫ ধারার (১) বা (২) প্রকরণ মতে কৃত দরখাস্তে যে ষ্টাম্প দিতে হইবে তৎসম্বন্ধে ;

(ত) ১৫৮ (ক) ধারার—(৭) প্রকরণোল্লিখিত নিষেধ ও পরিবর্ত্তনাদি সম্বন্ধে ;

(থ) অন্য যে কোন বিষয়ের ব্যবস্থা করিবার এই আইনে আদেশ বা অনুমতি থাকে তৎসম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার জন্য এই আইন সঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

নিয়ম সকল প্রকাশ ও মঞ্জুর করিবার কার্য্য প্রণালী।

১৯০ ধারা :—(১) এই আইনের কোন ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রত্যেক কর্ত্তৃপক্ষ বিধি প্রণয়ন করার পূর্ব্বে প্রস্তাবিত বিধির পাণ্ডুলিপি যে সকল ব্যক্তি উহা দ্বারা স্পৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাঁহাদের অবগতির জন্য প্রকাশিত করিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বা হাইকোর্টের প্রণীত বিধি হইলে, তাঁহারা স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদিগকে যেরূপে সংবাদ দিলে যথেষ্ট হয় বলিয়া বিবেচনা করেন সেইরূপে উক্ত বিধি প্রকাশিত হইবে; অন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষের প্রণীত বিধি হইলে তাহা নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে।

(৩) উক্ত পাণ্ডুলিপির একটি নোটীশ প্রকাশ করা যাইবে এবং উক্ত পাণ্ডুলিপি যে তারিখে বা যে তারিখের পর বিবেচনা করা যাইবে ঐ নোটীশে সেই তারিখ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে এবং ঐ তারিখ পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হইবার পর এক মাস অতীত হওয়ার পূর্ব্বে হইবে না।

(৪) ঐরূপে নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বে উক্ত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে যে কোন ব্যক্তি যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব করেন, উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ ও বিবেচনা করিবেন।

(৫) এই আইনমতে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া কোন বিধি সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হইলে, ঐ প্রকাশ করণই উক্ত বিধি রীতিমত প্রণীত হইবার চূড়ান্ত প্রমাণ হইবে।

(৬) যে কর্ত্তৃপক্ষের এই আইনমতে বিধি প্রণয়ণ করিবার ক্ষমতা আছে সেই কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত বিধি প্রণয়ণ করিতে কোন অনুমোদন গ্রহণ করা প্রয়োজন থাকিলে সেই অনুমোদন লইয়া সময়ে সময়ে এই আইন-মতে প্রণীত সমস্ত বিধি সংশোধন, পরিবর্দ্ধন, বা কর্ত্তন করিতে পারিবেন।

যে জিলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই সেই জিলার যে ভূমি দখল করা হয় তাহার খাজানা ধার্য্য করণ।

১৯১ ধারা।—যে স্থলে কোন মধ্যস্বত্ব বা জোতের অন্তর্গত ভূমি এরূপ কোন মহালের মধ্যে অবস্থিত থাকে যে মহাল প্রচলিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন নহে এবং যখন—

(ক) ঐ ভূমি সম্পর্কে ভূমি রাজস্ব সর্ব্বপ্রথম দেয় হয় বা

(খ) তৎসম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে ভূমি রাজস্ব দেয় থাকিলে ভূমি রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত করা যায়

সেই স্থলে, এই আইনের কোন কথা দ্বারা বা ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইবার পরবর্ত্তী সময়ের কোন পাট্টা বা চুক্তি পত্রের কথা দ্বারা কোন প্রজা খাজানা না দিয়া বা কোন নির্দ্দিষ্ট খাজানায় তাহার প্রজাস্বত্বের ভূমি ভোগ দখল করিতে অধিকারী হইবেন না যদি, (খ) দফার নূতন বন্দোবস্তের বেলায়, বন্দোবস্ত করিবার বা দৃঢ় করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট ক্ষমাপ্রাপ্ত কোন রাজস্ব কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক পূর্ব্ব বন্দোবস্তের ম্যাদ অতীত হওয়ার পর ও ঐরূপে ভূমি ভোগ দখল করিবার স্বত্ব, পূর্ব্ব বন্দোবস্ত স্পষ্টভাবে স্বীকৃত না হইয়া থাকে; এবং পক্ষগণ মধ্যে চুক্তিতে যাহা কিছু থাকে তাহা সত্বেও, ভূমধ্যাধিকারী বা প্রজার দরখাস্ত মতে বা আপন প্রবৃত্তি মতে, ঐ রাজস্ব কর্ম্মচারী, ৬, ৭, ৮, ৯, ২৭ ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪৩, ৫০ হইতে ৫২ এবং ১৮০ ধারার বিহিত মূল নীতি অনুযায়ী, সমস্ত শ্রেণীর প্রজার জন্য ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজানা ধার্য্য করিতে পারিবেন। প্রকাশ থাকে যে, ৭ ধারায় (৩) প্রকরণে যাহা কিছু থাকে তৎসত্বেও, উক্ত রাজস্ব কর্ম্মচারী দুই বা ততোধিক শ্রেণীর

মধ্যস্বত্বাধিকারী থাকিলে তাঁহাদের মধ্যে উক্ত প্রকরণের বিহিত সর্ব্বনিম্ন শতাংশের, শমাংশ লভ্য বিভাগ করিয়া দিতে পারিবেন।

১৯২ ধারা।—উঠিয়া গেল।

গোচারণ বনকর প্রভৃতি স্বত্ব।

১৯৩ ধারা।—গোচারণ, বনকর, জলকর এবং ঐরূপ অন্যান্য স্বত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু দিতে বা অর্পণ করিতে হয় তাহা আদায় করিবার মোকদ্দনায়, বাকী খাজানা আদায় করিবার মোকদ্দমায় এই আইনের যে সকল বিধান প্রযোজ্য হয়, যতদূর সম্ভব, সেই সকল বিধান প্রযোজ্য হইবে।

ভূম্যধিকারীর প্রতি বাধ্যকর নিয়ম লঙ্ঘন করিতে এই আইনমতে প্রজার ক্ষমতা না থাকা।

১৯৪ ধারা।—(১৯২৮ সালে সংশোধিত) কোন ভূস্বামী বা কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী নির্দ্দিষ্ট কোন নিয়ম বা বিধি পালন করিবার সর্ত্তে আপন মহাল কি মধ্যস্বত্ব ভোগ দখল করিলে, যে ব্যক্তি ঐ মহাল কি মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত ভূমি দখল করেন তিনি, এই আইনের কোন কথাক্রমে, এরূপ কোন কার্য্য করিতে অধিকারী হইবেন না যাহাতে উক্ত নিয়ম বা বিধির লঙ্ঘন ঘটে।

"প্রকাশ থাকে যে, এই আইন দ্বারা রাইয়ত কি কোর্ফা রাইয়তকে যে সকল ক্ষমতা প্রদত্ত হইল, সেই সকল ক্ষমতা পরিচালন করিতে যাইয়া রাইয়ত কি কোর্ফা রাইয়ত যে কার্য্য করেন তৎসম্বন্ধে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।"

বিশেষ আইন সংরক্ষণ।

১৯৫ ধারা।—এই আইনের কোন কথা দ্বারা—(ক) এই আইনদ্বারা স্পষ্টভাবে যে কোন আইন রদ করা হয় নাই সেই আইনের সংজ্ঞামতে সেটলমেণ্ট অফিসারদিগের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্যের

(খ) গভর্ণমেণ্টের মহালের বা কোর্টঅব্‌ ওয়ার্ড্‌সের বা রাজস্ব কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তৃতাধীন মহালের খাজানা আদায়ের কার্য্য প্রণালী যে আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার

(গ) গবর্ণমেণ্টের বাকী রাজস্বের নিমিত্ত নীলাম দ্বারা প্রজাস্বত্ব ও ও দায়সকল অসিদ্ধ করণ সংক্রান্ত কোন আইনের

(ঘ) রাজস্ব প্রদায়ী মহালের বাটওয়ারা সংক্রান্ত কোন আইনের

(ঙ) "সমস্ত দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়ত ১৮১৯ সালের বঙ্গীয় পত্তনী তালুক বিষয়ক রেগুলেশনের ১১ ধারার (৩) প্রকরণের লিখিত "খোদখাস্ত রাইয়ত বা বাসিন্দা পুরুষানুক্রমিক কৃষক" এই কথার অন্তর্গত হইবে; ইহা ব্যতীত পত্তনী তালুক সংক্রান্ত কোন আইনে পত্তনী তালুক সংক্রান্ত কোন বিষয়ের বা"

(চ) এই আইনদ্বারা স্পষ্টতঃ বা ভাবতঃ অন্য যে কোন বিশেষ বা স্থানীয় আইন রদ করা না যায় তাহার কোন হানি হইবে না।

১৯৬ ধারা।—উঠিয়া গেল।

দাখিলা ও হিসাবের বিবরণ

(৫৬ ও ৫৭ ধারা দ্রষ্টব্য)

দাখিলার বিশেষ বিবরণ

(ভূম্যধিকারীর অংশ)

১। দাখিলার ক্রমিক নম্বর

২। গ্রাম, পরগণা ও থানার নাম

৩। (ক) এষ্টেটের নাম ও তৌজির নম্বর যাহার মধ্যে ভূমি অবস্থিত এবং

(খ) (যদি ভূম্যধিকারিগণ মালিক (Proprietor) না হন তবে) ভূম্যধিকারিগণের জোত বা মধ্যস্বত্বের কোন নাম থাকিলে তাহা

৪। ভূম্যধিকারীর নাম ও তাহাদের কিরূপ স্বত্ব তাহা

৫। প্রজার নাম

৬। জোত বা মধ্যস্বত্ব যাহার জন্য খাজানা দেওয়া হয় তাহার বিবরণ

(ক) ভূম্যধিকারীর জমা ওশাশীলের (Rent-roll) ক্রমিক

দাখিলার বিশেষ বিবরণ

(প্রজার অংশ)

১। দাখিলার ক্রমিক নম্বর

২। গ্রাম, পরগণা ও থানার নাম

৩। (ক) এষ্টেটের নাম ও তৌজির নম্বর যাহার মধ্যে ভূমি অবস্থিত এবং

(খ) (যদি ভূম্যধিকারিগণ মালিক (Proprietoı) না হন তবে) ভূম্যধিকারিগণের জোত বা মধ্যস্বত্বের কোন নাম থাকিলে তাহা

৪। ভূম্যধিকারীর নাম ও তাহাদের কিরূপ স্বত্ব তাহা

৫। প্রজার নাম

৬। জোত বা মধ্যস্বত্ব যাহার জন্য খাজানা দেওয়া হয় তাহার বিবরণ

(ক) ভূম্যধিকারীর জমা ওয়াশীলের (Rent-roll) ক্রমিক

নম্বর, রেকর্ড, অব্ রাইটস্ প্রস্তুত হইয়া থাকিলে প্রজার স্বত্বের (tenancy) ক্রমিক নম্বর

(খ) জমির পরিমাণ (area)

(গ) বার্ষিক খাজানা (নগদ অথবা উৎপন্ন শস্যের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অথবা উভয় অবস্থানুসারে)

(ঘ) বার্ষিক পথকর এবং পাবলিক ওয়ার্কস্ সেস

৬। জলকর, বনকর, এবং ফলকর

৭। (গ), (ঘ) এবং (ঙ) বিষয়ের কোন বিষয়ে কত টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং কোন্ সন ও কিস্তী—

৮। ওয়াশীলের তারিখ।

৯। ভূম্যধিকারী বা তাহার ক্ষমতা প্রাপ্ত গোমস্তার স্বাক্ষর—

নম্বর, রেকর্ড অব রাইটস্ প্রস্তুত হইয়া থাকিলে প্রজার স্বত্বের (tenancy) ক্রমিক নম্বর

(খ) জমির পরিমাণ (area)

(গ) বার্ষিক খাজানা (নগদ অথবা উৎপন্ন শস্যের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অথবা উভয় অবস্থানুসারে)

(ঘ) বার্ষিক পথকর এবং পাবলিক ওয়ার্কস্ সেস

৬ জলকর, বনকর, এবং ফলকর

৭। (গ), (ঘ) এবং (ঙ) বিষয়ের কোন্ বিষয়ে কত টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং কোন্ সন ও

৮। ওয়াশীলের তারিখ।

৯। ভূম্যধিকারী বা তাহার ক্ষমতা প্রাপ্ত গোমস্তার স্বাক্ষর—

হিসাবের বিবরণ।

ভূম্যধিকারীর অংশ।

১। দাখিলার ক্রমিক নম্বর

২। গ্রাম, পরগণা ও থানার নাম

৩। এষ্টেটের নাম ও তৌজির নম্বর যাহার মধ্যে ভূমি অবস্থিত

প্রজার অংশ।

১। দাখিলার ক্রমিক নম্বর

২। গ্রাম, পরগণা ও থানার নাম

৩। এষ্টেটের নাম ও তৌজির নম্বর যাহার মধ্যে ভূমি অবস্থিত

এবং মালীক (Proprietor)

(খ) (যদি ভূম্যধিকারিগণ মালিক না হন) ভূম্যধিকারিগণের জোত বা মধ্যস্বত্বের কোন নাম থাকিলে তাহা—

৪। ভূম্যধিকারীর নাম ও তাহাদের কিরূপ স্বত্ব তাহা—

৫। প্রজার নাম

৬। জোত বা মধ্যস্বত্ব যাহার জন্য খাজানা প্রদত্ত হয় তাহার বিবরণ

(ক) ভূম্যধিকারীর জমা ওয়াশীলের (রেণ্ট রোল ক্রমিক নম্বর এবং রেকর্ড অব রাইট প্রস্তুত করিয়া থাকিলে তন্মধ্যস্থিত জোত বা টেনান্সীর ক্রমিক নম্বর।

(খ) জমীর পরিমাণ—

(গ) বার্ষিক খাজানা (নগদ বা উৎপন্ন শস্যের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অথবা অবস্থানুসারে উভয়),

(ঘ) বার্ষিক পথকর এবং পাবলিক ওয়ার্কস্ সেস্

(ঙ) জলকর, বনকর, এবং ফলকর

৭। বৎসরের প্রথমে যাহা পাওনা থাকে (বকেয়া খাজনা)

এবং মালীক (Proprietor)

(খ) (যদি ভূম্যধিকারিগণ মালিক না হন) ভূম্যধিকারিগণের জোত বা মধ্যস্বত্বের কোন নাম থাকিলে তাহা—

৪। ভূম্যধিকারীর নাম ও তাহাদের কিরূপ স্বত্ব তাহা—

৫। প্রজার নাম

৬। জোত বা মধ্যস্বত্ব যাহার জন্য খাজানা প্রদত্ত হয় তাহার বিবরণ

(ক) ভূধ্যধিকারীর জমা ওয়াশীলের (রেণ্টেগণের ক্রমিক নম্বর এবং রেকর্ড অব রাইট প্রস্তুত করিয়া থাকিলে তন্মধ্যস্থিত জোত বা টেনান্সীর ক্রমিক নম্বর।

(খ) জমীর পরিমাণ

(গ) বার্ষিক খাজানা (নগদ বা উৎপন্ন শস্যের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অথবা অবস্থানুসারে উভয়)

(ঘ) বার্ষিক পথকর, এবং পাবলিক ওয়ার্কস্ সেস্

(ঙ) জলকর, বনকর, এবং ফলকর

৭। বৎসরের প্রথমে যাহা পাওনা থাকে (বকেয়া খাজনা)

(১) (গ), (ঘ) এবং (ঙ) দফায় প্রত্যেক বিষয়ে কোন্ কোন্ বৎসরের জন্য কত পাওনা, এবং

(২) উপরোক্ত দফা গুলির সুদের জন্য যত পাওনা।

৮। বৎসরের মধ্যে কোন তারিখে উপরোক্ত দফাগুলির যে দফার যত টাকা আদায় হইয়াছে ও ঐসকল দাখিলার ক্রমিক নম্বর

৯। বৎসরের শেষে বাকীর পরিমাণ

১০। প্রজার নিকট তাহার খাজনার হিসাবের বিবরণ দেওয়া হইয়া থাকিলে তাহার তারিখ—

১১। ভূম্যধিকারী বা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত গোমস্তার দস্তখত।

(১) (গ), (ঘ) এবং (ঙ) দফায় প্রত্যেক বিষয়ে কোন্ কোন্ বৎসরের জন্য কত পাওনা, এবং

(২) উপরোক্ত দফা গুলির সুদের জন্য যত পাওনা।

৮। বৎসরের মধ্যে কোন তারিখে উপরোক্ত দফাগুলির যে দফার যত টাকা আদায় হইয়াছে ও ঐসকল দাখিলার ক্রমিক নম্বর।

৯। বৎসরের শেষে বাকীর পরিমাণ

১০। প্রজার নিকট তাহার খাজনার হিসাবের বিবরণ দেওয়া হইয়া থাকিলে তাহার তারিখ—

১১। ভূম্যধিকারী ও তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত গোমস্তার দস্তখত।

সমাপ্ত।

১৯২২ সনের বঙ্গীয় তিন আইন

বঙ্গীয় ষ্ট্যাম্প (সংশোধন) আইন ১৯২২

আবশ্যকীয় দলিল পত্রে দেয় শুল্কের (stamp duties) অর্থাৎ কত মূল্যের ষ্ট্যাম্প লাগিবে তাহার তালিকা।

১ দফা। ২০ টাকার অধিক কর্জ্জ টাকার বা পাওনা টাকার প্রাপ্তির রসিদ—/০

২ দফা। এডমিনিষ্ট্রেশন বণ্ড বা শাসন সংরক্ষণের চুক্তিপত্র—

১০০০৲ হাজার টাকার অনধিক তমসুকের ন্যায় হইলে—(১৫ দফা)

১০০০৲ টাকার অধিক হইলে— ১০৲।

৩ দফা। দত্তক গ্রহণ পত্র— ২০৲।

৪ দফা। এফিডেভিট— ১৲।

৫ দফা। চুক্তিপত্র বা চুক্তিপত্রের মেমোরেণ্ডাম।

যদি বিল্‌-অব্‌-একস্‌চেঞ্জ বা হুণ্ডীর বিক্রী বিষয়ক হয়— ০/০

গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি (জামিন) বা শেয়ার (অংশ) বিক্রী বিষয়ক হইলে প্রতি দশ হাজার টাকার মূল্যের বা তাহার অংশের সিকিউরিটি (জামিন) বা শেয়ারের জন্য উর্দ্ধতম ১৫/১০ হিসাবে।

এই আইনে যদি অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা না থাকে—৸০

১০ দফা। কোম্পানীর নিয়মাবলী— ৫০৲

১২ দফা। সালিসী রোয়দাদ বা সালিসদের নিষ্পত্তি পত্র (award)—

১০০০৲ হাজার টাকার অনধিক মূল্যের সম্পত্তি বিষয়ক হইলে খতের ন্যায় (১৫ দফা)

১০০০৲ টাকার অধিক কিন্তু ৫০০০৲ টাকার অনধিক হইলে—৭৷৹

৫০০০৲ টাকার অধিক প্রত্যেক কিন্তু ষ্ট্যাম্পের মূল্য অতিরিক্ত ১০০০৲ টাকা বা ৫০৲ টাকার অধিক তাহার অংশের জন্য—৷৹ কিন্তু ষ্ট্যাম্পের মূল্য ৫০৲ টাকার অধিক হইতে পারিবে না।

১৩ দফা। হুণ্ডী বা বরাতী চিঠি (Bill of Exchange) টাকার টাকার অধিক হইতে পারিবে না।

চাওয়া মাত্র দেয় হইলে—৴৹

যদি বিলের বা নোটের পরিমাণ বা মুল্য ইহার অধিক না হয়।	গ্রহীতা একজন হইলে	যদি সম্মিলিত দুই ব্যক্তি গ্রহীতা হয় তবে প্রত্যেকর দেয়	যদি সম্মিলিত তিন ব্যক্তি গ্রহীতা হয় তবে প্রত্যেকের দেয়
২০০৲	৵৹	৶৹	৴৹
৪০০৲	৷৶৹	৵৹	৶৹
৬০০৲	৷৷৴৹	৷৴৹	৵৹
৮০০৲	৸৹	৷৶৹	৷৹
১০০০	৸৵৹	৷৷৹	৷৴৹
১২০০৲	১৶৹	৷৷৴৹	৷৶৹
১৬০০৲	১৷৷৹	৸৹	৷৷৹
২৫০০৲	২৷৹	১৲৹	৸৹
৫০০০৲	৪৷৷৹	২৷৹	১৷৷৹
৭৫০০৲	৬৸৹	৩৷৶৹	২৷৹
১০০০০৲	৯৲	৪৷৷৹	৩
১৫০০০৲	১৩৷৷৹	৬৸৹	৪৷৷৹
২০০০০৲	১৮৲	৯৲	৬৲
২৫০০০৲	২২৷৷৹	১১৷৹	৭৷৷৹
৩০০০০৲	২৭৲	১৩৷৹	৯৲

(খ) চাওয়া মাত্র ব্যতীত অন্য ভাবে দেয় হইলে, কিন্তু লিখিত তারিখ বা দিনের অনধিক এক বৎসর কালের ভিতর হওয়া চাই—

(গ) যে স্থলে লিখিত তারিখ বা দিনের এক বৎসরের অধিক কাল পরে দেয় হয়। খতের ন্যায় (১৫ দফা)

১৫ দফা। তমস্সুক বা খত যে স্থলে কর্জ্জ টাকার পরিমাণ বা মূল্য ইহার অধিক না হয়—

১০৲	৵০	৩০০৲	১৸৵০	৭০০৲	৫।০
৫০৲	।০	৪০০৲	২॥০	৮০০৲	৬৲
১০০৲	॥০	৫০০৲	৩৵০	৯০০৲	৬৸০
২০০৲	১৲	৬০০৲	৪॥০	১০০০৲	৭।৵০

১০০০৲ টাকার অধিক প্রতি ৫০০৲ টাকা বা তাহার অংশের জন্য—৩৸০

১৬ দফা। জাহাজ বন্ধক রাখিয়া যে খত দেওয়া হয় (Bottomry Bond)

যে স্থলে টাকার পরিমাণ উহার অধিক না হয়—

১০৲	৶০	৩০০৲	২।০	৭০০৲	৫।০
৫০৲	।৵০	৪০০৲	৩৲	৮০০৲	৬৲
১০০৲	৸০	৫০০৲	৩৸০	৯০০৲	৬৸০
২০০৲	১॥০	৬০০৲	৪॥০	১০০০৲	৭॥০

১০০০৲ টাকার অধিক প্রতি ৫০০৲ টাকা বা তাহার অংশের জন্য— ৩৸০

১৭ দফা। দলিল বা কোবালা রদ ২॥০

১৮ দফা। বয়নামা (certificate of sale)। (ক) খরিদা জিনিসের মূল্যের টাকার পরিমাণ ১০৲ অনধিক হইলে—৶০। (খ) ২৫ টাকার অনধিক হইলে—।৵০। (গ) ২৫৲ টাকার অধিক হইলে—কোবালার ন্যায় ২৩ দফা।

২২ দফা। রফানামা (Composition Deed) ১২৷৷০।

২৩ দফা। কোবালা অর্থাৎ স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের দলিল—নিম্নোক্ত টাকার অনধিক হইলে—৫০৲—৸০, ১০০৲—১৷৷০, ৩০০৲—৩৲, অর্থাৎ এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত প্রত্যেক শতের নিমিত্ত—১৷৷০ হারে কিন্তু ১০০০৲ টাকার অধিক প্রতি ৫০০৲ টাকা বা তাহার অংশের জ০—৭৷৷।

•সহি মোহরের নকল—(copy of extract certified to be true)

১। মূল দলিলে যদি ষ্ট্যাম্প দেয় না হয় অথবা ১৲ টাকার অনধিক ষ্ট্যাম্প দিতে হয় ৸০।

২। অন্তস্থলে অনুলিপি বা একষ্ট্রাক্টে—১৷৷০।

২৯ দফা। তালাক নামা—২৲।

৩০ দফা। এডভোকেট, ভকিল বা এটর্ণীদের হাইকোর্টে লিষ্টভুক্ত হইবার প্রবেশ ফিস (ক) এডভোকেট বা ভকিল হইলে—৭৫০৲ (খ) এটর্ণী হইলে—৫০০৲।

৩১ দফা। এওয়াজ বদল (Exchange of Property) সম্পত্তির অধিকতম মূল্যের পরিমাণে কোবালার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। (২৩ দফা)।

৩৩ দফা। দান পত্র—কোবালার ন্যায় (২৩ দফা)।

৩৪ দফা। ক্ষতিপূরণের খত (Indemnity Bond) জামিন নামা খতের ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে (৫৭ দফা)।

৩৫ দফা। পাট্টা (দরপাট্টা ও চুক্তিপত্রের দেয় ষ্ট্যাম্পের হার ও পাট্টার ন্যায় গণ্য হইবে) (ক) যদি পাট্টা দ্বারা খাজানা ধার্য্য থাকে কিন্তু কোন সেলামী দেওয়া বা লওয়া না হয়:—

পাট্টার মেয়াদ এক বৎসরের কম হইলে—ঐ পাট্টার মূলে সর্ব্বসমেত যত টাকা দেওয়া হয় সেই পরিমাণে বা জাহাজ বন্ধক রাখিয়া গৃহীত তমসুকের হারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। (১৬ দফা)।

যদি পাট্টার মেয়াদ ৫ বৎসরের অনধিক হয়—গড়ে দেয় বাৎসরিক খাজনার উপর বটমূরা বণ্ডের ন্যায় ষ্ট্যাম্প লাগিবে। (১৬ দফা)।

যদি ১০ দশ বৎসরের অনধিক হয়—গড়ে বাৎসরিক খাজানার উপর কোবালার ষ্ট্যাম্প লাগিবে (২৩ দফা।)

২০ বৎসরের অনধিক হইলে—গড়ে যে বাৎসরিক খাজানা হয় তাহার দ্বিগুণ মূল্যের কোবালার পরিমাণে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। (২৩দফা)।

৩০ বৎসরের অনধিক হইলে—গড়ে যে বাৎসরিক খাজানা হয় তাহার তিনগুণ মূল্যের পরিমাণে কোবালার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে (২৩ দফা)।

পাট্টার মেয়াদ ১০০ বৎসরের অধিক হইলে অথবা চিরস্থায়ী পাট্টা হইলে—কেবল কৃষি কার্য্যের জন্য জমির যে পাট্টা দেওয়া হয়, সেই ক্ষেত্রে প্রথম ৫০ বৎসরে যে মোট খাজানা দেয় হইবে তাহার এক দশমাংশ পরিমাণ মূল্যের কোবালার ষ্ট্যাম্প লাগিবে। অন্যস্থলে, প্রথম ৫০ বৎসরে যে মোট খাজানা দেয় হইবে; তাহার এক ষষ্ঠাংশ পরিমাণ মূল্যের কোবালার ষ্ট্যাম্প লাগিবে। (২৩ দফা)।

যদি পাট্টায় কোন মেয়াদ নির্দ্দিষ্ট না থাকে তাহা হইলে—প্রথম দশ বৎসরে গড়ে বাৎসরিক যে খাজনা দেয় হইবে, তাহার তিন গুণ মূল্যের পরিমাণে কোবালার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। (২৩ দফা)

যদি সেলামী লইয়া ঐ পাট্টা দেওয়া হয় এবং তাহাতে যদি খাজানা দিবার কথা না থাকে—ঐ সেলামী জমার পরিমাণ মূল্যের উপর কোবালার ষ্টাম্প দিতে হইবে। (২৩ দফা)।

যদি সেলামী লইয়া পাট্টা দেওয়া হয় এবং তাহাতে যদি খাজানা দিবার কথা থাকে তাহা হইলে—সেলামী না লইয়া যদি ঐ পাট্টা দেওয়া হইত, তাহা হইলে যে ষ্ট্যাম্প লাগিত তদতিরিক্ত ঐ পাট্টার উল্লিখিত সেলামীর পরিমাণ মূল্যের উপর কোবালার ষ্ট্যাম্প লাগিবে। (২৩দফা)

কিন্তু পাট্টার উপর যে ষ্ট্যাম্প লাগাইতে হয়, যদি কোন স্থলে

পাট্টার চুক্তি পত্রের উপরই তাহা লাগান হইয়া থাকে এবং চুক্তি পত্রানুযায়ী পশ্চাৎ পাট্টা দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ পাট্টার উপর দেয় শুল্কের পরিমাণ কোন স্থলেই ৸৹ আনার অধিক হইবে না।

কোন্ স্থলে ষ্ট্যাম্প লাগিবে না :—কোন কৃষকের নিকট সেলামী না লইয়া এবং এক বৎসরের অনধিক মেয়াদ বা বার্ষিক গড়ে ১০০৲ টাকার অনধিক খাজনা ধার্য্য আছে তখন কৃষি কার্য্যের জন্য জমির যে পাট্টা দেওয়া হয় তাহাতে কোনও ষ্ট্যাম্প লাগিবে না। রসের জন্য খেজুর বা তালবৃক্ষাদি কাটিবার জন্য যে পাট্টা দেওয়া হয় তাহাও কৃষকের পাট্টার ন্যায় গণ্য হইবে এবং তাহাতেও ষ্ট্যাম্প লাগিবে না। (বাস্তু ভিটা ও পুকুর এবং কৃষি কার্য্যের জন্য যে পাট্টা দেওয়া হইয়া থাকে সেই পাট্টার লিখিত জমির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে)।

ব্যাখ্যা :—যাহাকে পাট্টা দেওয়া হয় সে যদি আইনতঃ পাট্টাদাতার যথারীতি দেয় ও গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব, পথকর, পাবলিক কর বা মিউনিসিপাল টেক্স প্রভৃতি দিতে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে স্বীকৃত টাকার পরিমাণ তাহার দেয় খাজানার অংশ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

৩৬ দফা। কোম্পানীর শেয়ারের সার্টিফিকেট— /০

৩৭ দফা। (Letter of credit) হাত চিঠা— /০

৩৯ দফা। কোম্পানীর মোমেরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশন (ক) আর্টিকলস্ অব এসোসিয়েশন সহ হইলে ৩০৲ অন্য স্থলে—৮০৲।

৪০ দফা। বন্ধকের দলিল—যদি বন্ধকী সম্পত্তিতে বা দলিলে লিখিত তাহার কোন অংশে বন্ধক গ্রহীতাকে দখল দেওয়া হয় বা দখল দিবার অঙ্গীকার করা হয় তাহা হইলে—কর্জ্জটাকার পরিমাণে কোবালার ষ্ট্যাম্প লাগিবে (২৩ দফা)।

উপরোক্ত মত যদি দখল দেওয়া না হয় বা অঙ্গীকার করা না হয়—কর্জ্জটাকার পরিমাণে তমসুকের ষ্ট্যাম্প লাগিবে (১৫ দফা)।

ব্যাখ্যা ঃ—যদি বন্ধকদাতা বন্ধকগ্রহীতাকে খাজনা আদায় করিবার মোক্তারনামা দান করেন অথবা বন্ধকী সম্পত্তিতে বা তাহার কোন অংশের জন্য পাট্টা দেন তাহা হইলে এই আর্টিকল অনুযায়ী ইহাই বিবেচিত হইবে যে, এই ক্ষেত্রে বন্ধকদাতা বন্ধকগ্রহীতাকে দখলও দান করিয়াছেন।

৪৫ দফা। বণ্টন পত্র বা বাটোয়ারা—সম্পত্তির যে অংশ বা অংশ সকল পৃথক্ করা হইয়াছে সেই অংশ বা অংশ সকলের মূল্যের জন্য তমসুকের ষ্ট্যাম্প লাগিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—সম্পত্তি বণ্টিত হইবার পর সর্ব্বাপেক্ষা যে বৃহৎ অংশ থাকিবে (অথবা সমমূল্যের দুই বা ততোধিক অংশ থাকিলে এবং এ কটী অংশ অপর অংশ হইতে ক্ষুদ্রতর না হইলে ; সমান অংশের ঐরূপ একটী অংশ) সেই অংশ হইতে অপর অংশ বা অংশ সকল পৃথক্ করা হইয়াছে, ইহাই বিবেচনা করিতে হইবে।

৪৬ দফা। কারবারের অংশীত্ব পত্র (partnership) যোথ কারবারের মূলধন ৫০০৲ টাকার অধিক না হইলে—৫৲। অন্যস্থলে (৫০০৲ টাকার অধিক হইলে) ২০৲ কারবার গুটানর দলিল—১০৲।

৪৮ দফা। মোক্তার নামা (Power of Attorney) একই ব্যাপার সম্বন্ধে এক বা একাধিক দলিল রেজেষ্টারী করাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে যদি আমমোক্তার নামা দেওয়া হয় ; কিংবা ঐরূপ এক বা একাধিক দলিল সম্পাদন স্বীকার করিবার জন্য যদি আমমোক্তার নামা দেওয়া হয় ; কিংবা ঐ রূপ বা একাধিক দলিল সম্পাদন স্বীকার করিবার জন্য যদি আমমোক্তারনামা দেওয়া হয় তবে—**বার আনার ষ্ট্যাম্প লাগিবে।**

৪৯ দফা। প্রমিসরি নোট বা কোম্পানীর কাগজ চাওয়া মাত্র বা অন্যথা দেয় যে কোন অবস্থায়ই হউক না—হুণ্ডীর মত ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে (১৩ দফা)।

বন্ধকী সম্পত্তির পুনঃ সমর্পণ পত্র। (ক) বন্ধকের টাকা ১০০০ টাকার অনধিক হইলে পুনঃ সমর্পণ পত্রে ঐ টাকার পরিমাণে (পুনঃ সমর্পণ পত্রে লিখিত টাকার পরিমাণে) কোবালার ন্যায় ষ্ট্যাম্প লাগিবে। (খ) ১০০০৲ টাকার অধিক হইলে—১৫৲।

(৫৫) মুক্তিপত্র। (ক) যে দাবী পরিত্যাগ করা হয় তাহা ১০০০৲ হাজার টাকার অধিক না হইলে তমসুকের ন্যায় ষ্টাম্প দিতে হইবে। (খ) অন্যস্থলে—৭॥০।

৫৭ দফা। জামিন নামা—১০০০৲ হাজার টাকার অনধিক টাকার জন্য জামিন নামা হইলে তমসুকের ন্যায় ষ্ট্যাম্প।

অন্যস্থলে (তাহার অধিক টাকার) জামিন নামার— ৭॥০

৬১ দফা। পাট্টার ইস্তফা নামা—(ক) পাট্টাতে দেয় ষ্ট্যাম্পের পরিমাণ যদি সাত টাকা আট আনার অধিক না হয়—পাট্টার সমান ষ্ট্যাম্প লাগিবে। (খ) অন্যস্থলে—৭॥০

কোন পাট্টায় যদি ষ্ট্যাম্প দেওয়া আবশ্যক না হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহার ইস্তফা নামার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে না।

৬২ দফা। হস্তান্তর পত্র স্বার্থসহ বা স্বার্থ ব্যতীত।—(ক) কোন কোম্পানীর কি সমাজের অংশের হস্তান্তর পত্রে ঐ অংশের মূল্যের টাকার পরিমাণে কোবালায় যে ষ্ট্যাম্প লাগিত তাহার অৰ্দ্ধেক লাগিবে।

(খ) ৮ ধারা অনুযায়ী ডিবেঞ্চার ব্যতীত বাজারে জামিন নামা স্বরূপ প্রচলিত ডিবেঞ্চার (যাহার উপর কোন শুল্ক ধার্য্য হইতে পারে বা পারে না) হস্তান্তরিত হইলে ঐ ডিবেঞ্চারের মূল্যের টাকার পরিমাণে কোবালায় যে ষ্টাম্প লাগিত তাহার অৰ্দ্ধেক লাগিবে।

(গ) কোন তমসুক কি বন্ধকের দলীল কি বীমা পত্রের মূলে কোনও ব্যক্তির যে স্বার্থ আছে, তাহা হস্তান্তর (দান বা বিক্রয়) করিলে—

(১) যদি ঐ তমসুক, কি বন্ধকের দলিল বা বীমাপত্রে ৫৲ টাকার অধিক ষ্ট্যাম্প লাগিয়া না থাকে তাহা হইলে ঐ তমসুক, বন্ধকের দলিল বা বীমাপত্রে যে ষ্ট্যাম্প লাগিয়াছে ঐ হস্তান্তর পত্রেও সেই ষ্ট্যাম্প লাগিবে। (২) অন্যস্থলে— ৭॥০

(ঘ) ১৯১৩ সনের এডমিনিষ্ট্রেটার জেনারেলের আইনের ২৫ ধারা অনুযায়ী কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে হইলে—২৫৲

(ঙ) বিনা স্বার্থে এক ট্রাষ্টী হইতে অন্য ট্রাষ্টির নিকট বা ট্রাষ্টী হইতে বেনিফিসিয়ারীর (Benificiory) (যাহার হিতের জন্য সম্পত্তি ট্রাষ্টিদের হাতে ন্যস্ত আছে) নিকট সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিলে ৭৷৷০ টাকা অথবা ইহার চেয়ে কম সংখ্যক টাকা যাহা এই আর্টিকলের (দফার) 'ক' হইতে 'গ' র নিয়মাধীনে ধার্য্য হইতে পারে।

পৃষ্ঠলিপি বা Endorsemnt দ্বারা (ক) (বিল-অব-এক-চেঞ্জ হুণ্ডী বা বরাতী চিঠি (খ, চেক্ প্রমিসারি নোট বা কোম্পানির কাগ , বিল অব্ লেডিং ডেলিভারী পাইবার হুকুম নামা, ইনসিউরেন্স কোম্পানির (জীবন বীমার) পলিসি, ভারত গভর্ণমেন্টের জামিননামা প্রভৃতি হস্তান্তর করিতে হইলে কোন ষ্টাম্প লাগিবেনা।

৬৩ দফা। পাট্টার স্বত্ব যদি হস্তান্তর করা হয় অন্য দর পাট্টা না দিয়া মূল পাট্টাই যদি হস্তান্তর হয় তাহা হইলে হস্তান্তরিত বিষয়ের মূল্যের পরিমাণে ... ষ্টাম্প ... পাট্টার যদি আবশ্যক না হইয়া থাকে তাহার হস্তান্তর পত্রেও ষ্টাম্প লাগিবে না—

(৬৪) ট্রাষ্ট—

(ক) উইল ব্যতিরেকে ট্রাষ্টের ঘোষণা পত্র—

যে সম্পত্তি ট্রাষ্টীদের হাতে থাকিবে তাহার মূল্যের উপর, জামাক বন্ধক রাখিয়া খতের অনুরূপ ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে কিন্তু ষ্ট্যাম্পের মূল্য ১৫৲ টাকার অনধিক হওয়া চাই।

(নব নির্দ্ধারিত কোর্ট ফির তালিকা)

নিম্নোক্ত টাকার অধিক না হইলে	উপযুক্ত কোর্ট ফি	নিম্নোক্ত টাকার অধিক না হইলে	উপযুক্ত কোর্ট ফি
৫	।৶০	৫০	৩৷৶০
১০	৸০	৫৫	৪৶০
১৫	১৵০	৬০	৪৷৷০
২০	১৷৷০	৬৫	৪৸৵০
২৫	১৸৶০	৭০	৫।০
৩০	২।০	৭৫	৫৷৷৵০
৩৫	২৷৷৵০	৮০	৬৵০
৪০	৩৲	৮৫	৬৷৷৵০
৪৫	৩৵	৯০	৭৵০

নিম্নোক্ত টাকার অধিক না হইলে	উপযুক্ত কোর্ট ফি	নিম্নোক্ত টাকার অধিক না হইলে	উপযুক্ত কোর্ট ফি
৯৫	৭৷৷৵০	৩২০	৩৬৲
১০০	৮৵০	৩৩০	৩৭৶০
১১০	৯৸০	৩৪০	৩৮৷০
১২০	১১৷৵০	৩৫০	৩৯৷৶০
১৩০	১৩৲	৩৬০	৪০৷৷০
১৪০	১৪৷৵০	৩৭০	৪১৷৷৵০
১৫০	১৬৷০	৩৮০	৪২৸০
১৬০	১৮৲	৩৯০	৪৩৸৵০
১৭০	১৯৶০	৪০০	৪৫৲
১৮০	২০৷০	৪১০	৪৬৵০
১৯০	২১৷৵০	৪২০	৪৭৷০
২০০	২২৷৷০	৪৩০	৪৮৷৶০
২১০	২৩৷৷৵০	৪৪০	৪৯৷৷০
২২০	২৪৸০	৪৫০	৫০৷৷৵০
২৩০	২৫৸৵০	৪৬০	৫১৸০
২৪০	২৭৲	৪৭০	৫২৸৵০
২৫০	২৮৵০	৪৮০	৫৪৲
২৬০	২৯৷০	৪৯০	৫৫৶০
২৭০	৩০৷৶০	৫০০	৫৬৷০
২৮০	৩১৷৷০	৫১০	৫৭৷৵০
২৯০	৩২৷৵০	৫২০	৫৮৷৷০
৩০০	৩৩৸০	৫৩০	৫৯৷৷৵০
৩১০	৩৪৸৵০	৫৪০	৬০৸০

নিম্নোক্ত টাকার অধিক না হইলে	উপযুক্ত কোর্ট ফি	নিম্নোক্ত টাকার অধিক না হইলে	উপযুক্ত কার্ট ফি
৫৫০	৬২৸৵০	৭৮০	৮৭৸০
৫৬০	৬৩৲	৭৯০	৮৮৸৵০
৫৭০	৬৪৵০	৮০০	৯০৲
৫৮০	৬৫।০	৮১০	৯১৵০
৫৯০	৬৬।৵০	৮২০	৯২।০
৬০০	৬৭॥০	৮৩০	৯৩।৵০
৬১০	৬৮॥৵০	৮৪০	৯৪॥০
৬২০	৬৯৸০	৮৫০	৯৫॥৵০
৬৩০	৭০৸৵০	৮৬০	৯৬৸০
৬৪০	৭২৲	৮৭০	৯৭৸৵০
৬৫০	৭৩৵০	৮৮০	৯৯৲
৬৬০	৭৪।০	৮৯০	১০০৵০
৬৭০	৭৫।৵০	৯০০	১০১।০
৬৮০	৭৬॥০	৯১০	১০২।৵০
৬৯০	৭৭॥৵০	৯২০	১০৩॥০
৭০০	৭৮৸০	৯৩০	১০৪॥৵০
৭১০	৭৯৸৵০	৯৪০	১০৫৸০
৭২০	৮১৲	৯৫০	১০৬৸৵০
৭৩০	৮২৵০	৯৬০	১০৮৲
৭৪০	৮৩।০	৯৭০	১০৯৵০
৭৫০	৮৪।৵০	৯৮০	১১০।০
৭৬০	৮৫॥০	৯৯০	১১১।৵০
৭৭০	৮৬॥৵০	১০০০	১১২॥০

সুন্নিমুসলমান উত্তরাধিকার আইন

১ম অধ্যায়

১। সংজ্ঞা :—

(ক) **সমপিতৃমাতৃক ভ্রাতা বা ভগ্নী**—যাহারা একই পিতা এবং মাতা হইতে উৎপন্ন তাহাদিগকে সম-পিতৃমাতৃক ভ্রাতা বা ভগ্নী বলে।

(খ) **বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বা ভগ্নী**—যাহারা এক পিতা কিন্তু বিভিন্ন মাতা হইতে উৎপন্ন তাহারা পরস্পর সম্পর্কে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বা ভগ্নী হইবে।

(গ) **বৈপিত্রেয় ভ্রাতা বা ভগ্নী**—যাহারা এক মাতা কিন্তু বিভিন্ন পিতা হইতে উৎপন্ন তাহারা পরস্পর সম্পর্কে বৈপিত্রেয় ভ্রাতা বা ভগ্নী হইবে।

(ঘ) **প্রকৃত পিতামহ**—পিতার ঊর্দ্ধতন পুরুষকে প্রকৃত পিতামহ বলে যথা পিতার পিতা। কিন্তু স্ত্রীলোক দ্বারা সম্পর্ক স্থাপিত হইলে সম্পর্কিত ব্যক্তি প্রকৃত পিতামহ হইতে পারিবেন না; যথা পিতার মাতার পিতা।

(ঙ) **কৃত্রিম পিতামহ**—কোনও স্ত্রীলোক দ্বারা ঊর্দ্ধতন পুরুষের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হইলে ঐ ঊর্দ্ধতন পুরুষকে কৃত্রিম পিতামহ বলে। বাঙ্গালা ভাষায় কৃত্রিম পিতামহ স্থলে মাতামহ শব্দও ব্যবহার করা যাইতে পারে। যথা মাতামহ, প্রমাতামহ, পিতৃমাতামহ ও তাহাদের ঊর্দ্ধতন পুরুষগণ।

(চ) **প্রকৃত পিতামহী বা মাতামহী**—পিতা ও মাতার ঊর্দ্ধতন স্ত্রীলোক আত্মীয়া গণকে প্রকৃত পিতামহী বা মাতামহী বলে। যথা পিতামহী, মাতামহী, পিতৃমাতামহী, মাতৃমাতামহী,

পিতৃপিতামহী প্রভৃতি. কিন্তু কৃত্রিম পিতামহ দ্বারা সম্পর্ক স্থাপিত হইলে সম্পর্কিত স্ত্রীলোক প্রকৃত পিতামহী বা মাতামহী হইতে পারিবেন না। যথা মাতামহ মাতা।

(ছ) **কৃত্রিম পিতামহী বা মাতামহী**—

কৃত্রিম পিতামহ দ্বারা কোন উর্দ্ধতন স্ত্রীলোকের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হইলে উক্ত সম্পর্কিত স্ত্রীলোক আত্মীয় কৃত্রিম পিতামহী বা মাতামহী হইবেন। যথা মাতামহ মাতা, প্রমাতামহ মাতা ইত্যাদি।

২। **উত্তরাধিকারী বিভাগঃ**—উত্তরাধিকারিগণ তিন ভাগে বিভক্ত যথা :—

(ক) অংশী (খ) অবশিষ্ট ভাগী (গ) দূরসম্পর্কিয় আত্মীয়

(ক) **অংশী**—মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিকে যাহারা কোরাণমতে **নির্দ্দিষ্ট অংশ** পাইতে অধিকারী তাহাদিগকে **অংশী** বলে।

(খ) **অবশিষ্টভাগী**—মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে অংশীদের অংশ গ্রহনের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার ভাগ যাহারা পাইতে অধিকারী তাহাদিগকে **অবশিষ্টভাগী** বলে।

(গ) **দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়**—মৃত ব্যক্তির সহিত রক্তসম্বন্ধ বিশিষ্ট আত্মীয়গণ মধ্যে যাহারা অংশীও নহে অবশিষ্টভাগীও নহে তাহাদিগকে দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় বলে। মৃতব্যক্তির দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের সহিত সম্বন্ধ মধ্যে সর্ব্বদাই একজন স্ত্রীলোক দ্বারা স্থাপিত হইয়া থাকে। যথা দৌহিত্র, মামা।

৩। **অংশী**—মোট ১২ (বার) জন তন্মধ্যে পুরুষ ৪ (চারি) জন এবং স্ত্রীলোক ৮ (আট) জন।

পুরুষ অংশিগণ যথা :—

(১) পিতা (২) পিতামহ বা তদূর্দ্ধতন পুরুষগণ (৩) বৈপিত্রেয় ভ্রাতাগণ (৪) স্বামী।

স্ত্রীলোক অংশিগণ :—যথা (৫) পত্নী (৬) কন্যা (৭) পুত্রের কন্যা অথবা অধঃস্তন পুরুষ বংশধরের কন্যা, (৮) মাতা (৯) প্রকৃত পিতামহী (১০) সমপিতৃমাতৃক ভগ্নী (১১) বৈমাত্রেয় ভগ্নী (১২) বৈপিত্রেয় ভগ্নী।

৪। **অংশিগণ ও তাহাদের প্রাপ্য নির্দ্দিষ্ট অংশ :—**

(১) পিতা :—তিন প্রকারে সম্পত্তির ভাগ পাইতে পারেন। যথা

(ক) **অংশীভাবে**—মৃত ব্যক্তির পুত্র বা পুরুষ বংশধর বর্ত্তমান থাকিলে পিতা **কেবলমাত্র অংশীভাবে** সম্পত্তির ১/৬ অংশ প্রাপ্ত হইবেন। যেমন, পুত্র ও পিতা বর্ত্তমান রাখিয়া কেহ পরলোক গমন করিলে পিতা অংশীভাবে ১/৬ অংশ পাইবেন ও পুত্র ৫/৬ পাইবেন

(খ) **অবশিষ্টভাগী ভাবে :**—কেবল মাত্র অংশী (অর্থাৎ স্বামী অথবা স্ত্রী, মাতা অথবা মাতামহী) বর্ত্তমান থাকিলে পিতা অংশীদের অংশ দেওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা গ্রহণ করিবেন। কেহ পিতা ও স্ত্রী বর্ত্তমান রাখিয়া পরলোক গমন করিলে স্ত্রী ১/৪ অংশ ও পিতা অবশিষ্ট ভাগী ভাবে ৩/৪ পাইবেন।

(গ) **অংশী ও অবশিষ্টভাগী উভয় ভাবে** কন্যা অথবা পুত্রের কন্যা অথবা অধস্তন বংশধরের কন্যা বর্ত্তমানে পিতা **অংশী ও অবশিষ্টভাগী উভয় ভাবে** সম্পত্তির অংশ পাইবেন। প্রথমতঃ তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ১/৬ অংশ লইবেন পরে কন্যা বা পুত্রের কন্যা ইত্যাদির অংশ দেওয়া হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা তিনি অবশিষ্টভাগী ভাবে পাইবেন।

কোন ব্যক্তি পিতা ও কন্যা বর্ত্তমানে রাখিয়া পরলোক গমন করিলে কন্যা (অংশী)—১/২, পিতা {(অংশী)—১/৬, ও ১/৩ (অবশিষ্ট)} = ১/২।

২। **প্রকৃত পিতামহ** (সংজ্ঞা দেখ)—পিতা কিম্বা

অন্য অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী উর্দ্ধতন পুরুষ বর্ত্তমান না থাকিলে প্রকৃত পিতামহ পিতার ন্যায় উপরোক্ত তিন ভাবেই (অর্থাৎ (ক) অংশী, (খ) অবশিষ্টভাগী ও (গ) অংশী ও অবশিষ্টভাগী উভয়ভাবে) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অংশ পাইবেন, (পিতা দেখ), পিতার অবর্ত্তমানে পিতামহের নির্দ্দিষ্ট অংশ ১/৬ হইবে।

(ক) স্বামী—১/২। প্রকৃত পিতামহ—১/২।

৩। **বৈপিত্রেয় ভ্রাতা**—সন্তান বা অধস্তন পুত্রের সন্তান বা পিতা বা প্রকৃত পিতামহ বর্ত্তমান না থাকিলে ১/৬ পাইবেন। একাধিক হইলে ১/৩ পাইবেন।

(ক) মাতা—১/৬। সমপিতৃমাতৃক ভগ্নী—২/৩। বৈপিত্রেয় ভ্রাতা—১/৬।

(খ) মাতা—১/৬। ১ সমপিতৃমাতৃক ভগ্নী—১/২। ২ বৈপিত্রেয় ভ্রাতা—১/৩।

৪। **পতি**—সন্তান বা অধস্তন পুত্রের সন্তান বর্ত্তমান থাকিলে ১/৪ অংশ পাইবেন। উহাদের কেহ বর্ত্তমান না থাকিলে ১/২ পাইবেন।

(ক) পতি—১/৪। পুত্র—৩/৪ (অব)

(খ) পতি—১/২। পিতা—১/২ (অব)।

৫। **পত্নী**—সন্তান বা অধস্তন পুত্রের সন্তান বর্ত্তমান থাকিলে ১/৮, তদভাবে ১/৪ পাইবেন।

(ক) পত্নী—১/৮। কন্যা—১/২। পৌত্র—৩/৮।

(খ) পত্নী—১/৪। পিতা—৩/৪ (অব)।

৬। **কন্যা**—পুত্র বর্ত্তমান থাকিলে **অবশিষ্টভাগী** হইবেন। পুত্র বর্ত্তমান না থাকিলে এবং একটীমাত্র হইলে ১/২ পাইবেন। পুত্র বর্ত্তমান না থাকিলে এবং একাধিক হইলে ২/৩ পাইবেন।

৭। **পুত্রের কন্যা বা অধস্তন পুত্রের কন্যা**—একটী মাত্র হইলে এবং মৃতব্যক্তির কোন সন্তান বা পুত্রের

পুত্র বা অপর কোন অধস্তন পুরুষ বংশধর বর্ত্তমান না থাকিলে $\frac{1}{2}$ পাইবেন।

দুই বা ততোধিক হইলে এবং মৃতব্যক্তির কোন সন্তান বা পুত্রের পুত্র বা অন্য কোন অধস্তন পুরুষ বংশধর বর্ত্তমান না থাকিলে $\frac{2}{3}$ পাইবেন।

মৃত ব্যক্তির ১টী মাত্র কন্যা বর্ত্তমান থাকিলে এবং কোন পুত্র বা পুত্রের পুত্র বা অন্য কোন পুরুষ বংশধর বর্ত্তমান না থাকিলে পুত্রের কন্যা বা অধস্তন পুত্রের কন্যা ($\frac{2}{3}$—$\frac{1}{2}$)=$\frac{1}{6}$ পাইবেন।

দুই কন্যা বর্ত্তমান থাকিলে পুত্রের কন্যাগণ কিছুই পাইবেন না। কিন্তু পুত্রের কন্যাগণের সমস্তরের বা নিম্নস্তরের মৃত ব্যক্তির যদি কোন পুরুষ বংশধর বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে পুত্রের কন্যাগণ অংশভাগী হইবেন। মৃত ব্যক্তির পুত্র কিম্বা (পুত্রের কন্যাগণ বা অধস্তন পুত্রের কন্যাগণ হইতে) নিকটবর্ত্তী স্তরের কোন পুরুষ বংশধর বর্ত্তমান থাকিলে পুত্রের কন্যাগণ বা অধস্তন পুরুষ বংশধরের কন্যাগণ কোন অংশ পাইবেন না।

৮। **মাতা**—মৃত ব্যক্তির সন্তান অথবা তাহার অধস্তন পুত্রের সন্তান অথবা তাহার দুই বা ততোধিক বৈমাত্রেয় অথবা বৈপিত্রেয় ভ্রাতা এবং ভগ্নীগণ বর্ত্তমান থাকিলে $\frac{1}{6}$ অংশ পাইবেন।

উপরোক্ত ব্যক্তিগনের কেহই বর্ত্তমান না থাকিলে মাতা $\frac{1}{3}$ পাইবেন। কিন্তু মৃত ব্যক্তির পিতা বর্ত্তমান থাকিলে মাতা, স্বামী এবং স্ত্রীর অংশ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহার $\frac{1}{3}$ অংশ পাইবেন। পিতামহ বর্ত্তমান থাকিলে সমস্ত সম্পত্তির $\frac{1}{3}$ অংশ পাইবেন।

(৯) প্রকৃত পিতামহী (নিকটবর্ত্তী প্রকৃত স্ত্রী পূর্ব্বপুরুষ দ্বারা বর্জ্জিত না হইলে) $\frac{1}{6}$ অংশ পাইবেন।

১। সমপিতৃমাতৃক ভগ্নী একটী মাত্র হইলে এবং মৃত ব্যাক্তির কোন পুত্র বা অধস্তন পুত্রের পুত্র বা প্রকৃত পিতামহ বা কন্যা বা পুত্রের কন্যা বা ভ্রাতা বর্ত্তমান না থাকিলে $\frac{1}{2}$ পাইবেন।

দুই বা ততোধিক হইলে এবং উপরোক্ত কোন ব্যক্তি বর্ত্তমান না থাকিলে ⅔ পাইবেন।

(১১) বৈমাত্রেয় ভগ্নী একটী মাত্র হইলে এবং এবং মৃত ব্যক্তির কোন পুত্র বা অধস্তন পুত্রের পুত্র বা প্রকৃত পিতামহ বা কন্যা বা পুত্রের কন্যা বা ভ্রাতা বা সম পিতৃমাতৃক ভগ্নী বর্ত্তমান না থাকিলে ½ পাইবেন।

একটী মাত্র হইলে এবং সমপিতৃমাতৃক ভগ্নী বর্ত্তমান থাকিলে ⅙ অংশ পাইবেন।

দুই বা ততোধিক হইলে এবং উপরোক্ত বর্জন কারিদের মধ্যে কেহ না থাকিলে ⅔ পাইবেন।

সম পিতৃমাতৃক ভগ্নী দুইটী বর্ত্তমান থাকিলে, বৈমাত্রেয় ভ্রাতার অবর্ত্তমানে বৈমাত্রেয় ভগ্নী কিছুই পাইবেন না।

(১২) বৈপিত্রেয় ভগ্নী বৈপিত্রেয় ভ্রাতা যে ভাবে অংশ পান বৈপিত্রেয় ভগ্নীও সেই ভাবেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

২য় অধ্যায়

অবশিষ্ট ভাগিগণ

১। শ্রেণী বিভাগ :—অবশিষ্ট ভাগিগণ তিন ভাগে বিভক্ত যথা :—(ক) স্বস্বত্বে অবশিষ্টভাগী (খ) পরকীয় স্বত্বে অবশিষ্ট ভাগী (গ) অন্য সহ অবশিষ্ট ভাগী।

(ক) স্বস্বত্বে অবশিষ্ট ভাগী চারি ভাগে বিভক্ত (১) **অধস্তন পুরুষ বংশধরগণ** যথা পুত্র, পুত্রের পুত্র ইত্যাদি, নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তি বর্ত্তমানে দূর সম্পর্কীয় ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হয় না। যথা মৃত ব্যক্তির পুত্র বর্ত্তমান থাকিলে পুত্রের পুত্র উত্তরাধিকারী হইবে না।

(২) উর্দ্ধতন পিতৃপুরুষগণ যথা পিতা প্রকৃত পিতামহ প্রভৃতি। অধস্তন অবশিষ্ট ভাগী পুরুষ বংশধরগণ বর্ত্তমান না থাকিলে উর্দ্ধতন পিতৃ পুরুষগণ অবশিষ্ট ভাগী হন। পুত্র বিদ্যমান থাকিলে পিতা, প্রকৃত পিতামহ প্রভৃতি উর্দ্ধতন পিতৃ পুরুষগণ অবশিষ্ট ভাগী হন না।

(৩) পিতার অধস্তন পুরুষ বংশধরগণ যথা সমপিতৃমাতৃক ভ্রাতাগণ, বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ এবং তাহাদের পুরুষ বংশধরগণ ;

(৪) প্রকৃত পিতামহ ও তদূর্দ্ধ পিতৃ পুরুষগণের অধস্তন পুরুষ বংশধরগণ পিতার সমপিতৃমাতৃক ভ্রাতা, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা প্রকৃত পিতামহের সমপিতৃমাতৃক ভ্রাতা, প্রকৃত পিতামহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান থাকিলে দূর সম্পর্কীয় ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইবে না। যথা পিতার সমপিতৃমাতৃক ভ্রাতা বর্ত্তমান থাকিলে প্রকৃত পিতামহের সমপিতৃমাতৃক ভ্রাতা উত্তরাধিকারী হইবেন।

(খ) পরকীয় স্বত্বে অবশিষ্ট ভাগী—

কোন পুরুষ উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান থাকায় যদি কোন স্ত্রীলোক কেবল মাত্র অবশিষ্ট ভাগী হয় তাহাকে পরকীয় স্বত্বে অবশিষ্ট ভাগী বলে।

পরকীয় স্বত্বে অবশিষ্ট ভাগী ৪ ভাগে বিভক্ত যথা।

(১) কন্যা (পুত্রের সহিত)

(২) পুত্রের কন্যা (পুত্রের পুত্র বা তন্নিম্নস্থ পুরুষ বংশধরের সহিত)

(৩) সমপিতৃমাতৃক ভগ্নী (তাহার নিজের অথবা সমপিতৃমাতৃক ভ্রাতার সহিত)

(৪) বৈমাত্রেয় ভগ্নী (তাহার ভ্রাতার সহিত)।

একইস্তরের পুরুষ ও স্ত্রী অবশিষ্ট ভাগী হইলে পুরুষ স্ত্রীলোকের দ্বিগুন অংশ পাইবেন।

সমপিতৃমাতৃক ভগ্নী ১টী ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ এবং ভগ্নিগণ বর্ত্তমান থাকিলে সমপিতৃমাতৃক ভগ্নী মৃত ব্যক্তির সম্পত্তীর ½ অংশ এবং অবশিষ্ট

১/২ অংশ যাহা বাকী থাকিবে তাহা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং ভগ্নিগণ মধ্যে বিভক্ত হইবে।

পৈতৃক ভ্রাতা বৈমাত্রেয় ভগ্নীর দ্বিগুণ পাইবে। সমপিতৃমাতৃক ভগ্নী একাধিক হইলে সম্পত্তির ২/৩ অংশ পাইবেন। বাকী ১/৩ অংশ উপরোক্ত ভাবে বৈমাত্রেয়দের মধ্যে বিভক্ত হইবে।

কেবল মাত্র সমপিতৃমাতৃক ভগ্নী বা বৈমাত্রেয় ভগ্নী বর্ত্তমান থাকিলে সমপিতৃমাতৃক ভগ্নী ১/২ এবং বৈমাত্রেয় ভগ্নী ১/৬ অংশ পাইবেন বাকী যাহা থাকিবে তাহা তাহাদের মধ্যে হারা হারি মতে বিভক্ত হইবে।

দুই বা ততোধিক সমপিতৃমাতৃক ভগ্নী এবং অনেকগুলি বৈমাত্রেয় ভগ্নী থাকিলে কিন্তু কোন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা না থাকিলে সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংসই সমপিতৃমাতৃক ভগ্নীগণ পাইবেন। বৈমাত্রেয় ভগ্নীগণ কিছুই পাইবেন না।

(গ) অন্য সহ অবশিষ্ট ভাগী।

(১) সমপিতৃমাতৃক ভগ্নীগণ—কন্যাগণ বা পুত্রের কন্যাদের সহিত।

(২) বৈমাত্রেয় ভগ্নীগণ—কন্যা বা পুত্রের কন্যাগণের সহিত।

কোনও ব্যক্তি এক কন্যা বা পুত্রের কন্যা এবং সমপিতৃমাতৃক বৈমাত্রেয় ভগ্নী বর্ত্তমান রাখিয়া পরলোক গমন করিলে কন্যা বা পুত্রের কন্যা ১/২ অংশ পাইবেন। এবং বাকী ১/২ অংশ ভগ্নী পাইবেন।

দুই বা ততোধিক কন্যা বা পুত্রের কন্যা বর্ত্তমান থাকিলে কন্যা বা পুত্রের কন্যাগণ ২/৩ অংশ পাইবেন। বাকী ১/৩ অংশ ভগ্নী পাইবেন।

ছেলের কন্যাগণের সহিত দুই বা ততোধিক কন্যা এবং সমপিতৃমাতৃক ভগ্নী বর্ত্তমান থাকিলে কন্যাগণ এবং সমপিতৃমাতৃক ভগ্নীগণ সমস্ত সম্পত্তি পাইবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়গণ

অংশী ও অবশিষ্ট ভাগী বর্ত্তমান না থাকিলে দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ উত্তরাধিকারী হইয়া থাকেন।

শ্রেণীবিভাগ দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ চারিভাগে বিভক্ত, যথা (১) মৃত ব্যক্তির অধস্তনগণ মধ্যে যাহারা অংশী বা অবশিষ্ট ভাগী নহে, যথা মৃত ব্যক্তির কন্যার সন্তান ও তাহাদের অধস্তন বংশধরগণ, পুত্রের কন্যার সন্তানগণ এবং তাহাদের বংশধরগণ।

(২) মৃত ব্যক্তির উর্দ্ধতন ব্যক্তিগণ যাহারা অংশী কিম্বা অবশিষ্ট ভাগী নহে। যথা—মৃত ব্যক্তির মাতার পিতা, মৃত ব্যক্তির পিতার মাতার পিতা, মৃত ব্যক্তির মাতার মাতার পিতা, প্রভৃতি।

(৩) পিতামাতার অধস্তন ব্যক্তিগণ যাহারা অংশী বা অবশিষ্ট ভাগী নাই। তাহারা নিম্নলিখিত ৪ ভাগে বিভক্ত যথা।

(ক) সমতৃমাতৃক ভ্রাতাদের কন্যাগণ এবং সমপিতৃক ভ্রাতার পুত্রদের কন্যা সকল, এবং তাহাদের বংশরধগণ।

(খ) বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের কন্যা সকল এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্রের কন্যা সকল এবং তাহাদের বংশধরগণ।

(গ) বৈপিত্রেয় ভ্রাতার সন্তানগণ এবং তাহাদের বংশধরগণ।

(ঘ) সর্ব্বপ্রকারের ভগ্নীগণের সন্তানগণ এবং তাহাদের বংশধরগণ।

(৪) পিতামহ ও পিতামহীর বংশধরগণ যাহারা অংশী বা অবশিষ্ট ভাগী নহে। ইহারা পাঁচ ভাগে বিভক্ত যথা—

(ক) মৃত ব্যক্তির পিতার সমপিতৃমাতৃক ভ্রাতার কন্যা এবং পিতার সমপিতৃমাতৃক ভ্রাতার পুত্রের কন্যাগণ।

(খ) মৃতব্যক্তির পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতারদিগের কন্যাগণ এবং মৃতব্যক্তির পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্রের কন্যাগণ

(গ) মৃতব্যক্তির পিতার সমপিতৃমাতৃক, বৈমাত্রের অথবা বৈপিত্রের ভগ্নীগণ এবং উক্ত ভগ্নিগণের সন্তানগণ—

(ঘ) মামা ও মামী এবং তাহাদের সন্তানগণ—

(ঙ) পিতার বৈপিত্রের ভ্রাতাগণ ও তাহাদের সন্তানগণ।

উপরোক্ত প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণ প্রথমে পাইবেন, তৎপর শ্রেণী বিভাগানুসারে পরস্পর পাইবেন।

প্রত্যাবর্ত্তন

অংশিদিগকে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট অংশ দেওয়ার পর যদি কোন অংশ অবশিষ্ট থাকে এবং কোন অবশিষ্টভাগী বর্ত্তমান না থাকে তাহা হইলে ঐ অবশিষ্ট অংশ অংশিগণ মধ্যে তাহাদের অংশানুযায়ী হারাহারি মতে বিভক্ত হয় এবং ইহাকেই প্রত্যাবর্ত্তন বলে।

হ্রাস

অনেকগুলি অংশী একত্রে বর্ত্তমান থাকিলে অনেক সময়ে তাহাদের প্রাপ্য অংশ একত্রে যোগ করিলে সমষ্টি একের অধিক হয়, তখন তাহাদের প্রত্যেকের অংশ হারা হারি রকমে কমাইয়া তাহার সমষ্টি এক করিতে হয়।

৫। সাধারণের সুবিধার জন্য কতকগুলি উদাহরণ নিম্ন প্রদত্ত হইল।

(ক) মৃত ব্যক্তি পরলোক গমন করিলে অংশীগণের মধ্যে যাহারা বর্ত্তমান থাকিবেন তাহারা নিম্নলিখিত প্রকারে তাহাদের অংশ গ্রহণ করিবেন।

মৃত ব্যক্তির পিতা, মাতা এবং কন্যা থাকিলে পিতা—১/৬ মাতা—১/৬ কন্যা—১/২ = ৩/৬ প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট অংশ দেওয়ার পর (১—৫/৬) = ১/৬ বাকী রহিল। উহা পিতা অবশিষ্টভাগী ভাবে গ্রহণ করিবেন। পিতা মোট অংশী ভাবে ১/৬ অবশিষ্টভাগী ভাবে ১/৬—১/৬ পাইবেন।

মৃত ব্যক্তির পিতা, মাতা, এবং দুই কন্যা থাকিলে পিতা—১/৬—মাতা—১/৬ ২ কন্যা—২/৩ অবশিষ্ট কিছুই থাকিবেনা।

মৃতব্যক্তির পিতা, মাতা, এবং দুই কন্যা থাকিলে পিতা—$\frac{১}{৬}$ মাতা—$\frac{১}{৬}$ পুত্র—$\frac{২}{৩}$ ২ কন্যা—$\frac{২}{৩}$।

মৃতব্যক্তির মাতা, পিতা, ভগ্নী থাকিলে মাতা—$\frac{১}{৬}$ পিতা—$\frac{৫}{৬}$ (অবশিষ্ট ভাগী ভাবে) ভগ্নী কর্ত্তৃক বর্জ্জিত।

মৃতব্যক্তির পিতা, মাতা, কন্যা এবং পুত্রের ২ কন্যা (নাতিনগণ) থাকিলে পিতা—$\frac{১}{৬}$ মাতা—$\frac{১}{৬}$ কন্যা—$\frac{১}{২}$ পুত্রের দুই কন্যা—$\frac{১}{৬}$।

উদাহরণে মৃতব্যক্তির ১ কন্যা স্থলে দুই কন্যা থাকিলে ঐ দুই কন্যা $\frac{২}{৩}$ পাইতেন। পুত্রের কন্যাগণ কিছুই পাইতেন না।

মৃতব্যক্তির পিতা, মাতা কন্যা এবং পুত্র থাকিলে পিতা—$\frac{১}{৬}$ মাতা $\frac{১}{৬}$ পুত্র—$\frac{২}{৩} \times \frac{২}{৩} = \frac{৪}{৯}$ কন্যা—$\frac{২}{৩} \times \frac{১}{৩} = \frac{২}{৯}$।

মৃতব্যক্তির পিতা, মাতা এবং স্বামী থাকিলে স্বামী—$\frac{১}{২}$ মাতা—$\frac{১}{৩} \times \frac{১}{২} = \frac{১}{৬}$ পিতা—$\frac{২}{৬}$ (অবশিষ্ট ভাগী ভাবে।)

মৃতব্যক্তির মাতা, পিতা, ২ ভগ্নী, ভগ্নী থাকার জন্য মাতা—$\frac{১}{৬}$ পিতা (অবশিষ্ট ভাগী ভাবে) $\frac{৫}{৬}$, পিতা থাকায় ভগ্নীগণ কিছুই পাইবেন না।

মৃতব্যক্তির পিতার মাতা, মাতার মাতা এবং পিতার পিতা, পিতার মাতা এবং মাতার মাতা থাকিলে—$\frac{১}{৬}$ পিতার পিতা—$\frac{৫}{৬}$।

মৃতব্যক্তির ২ কন্যা. পুত্রের কন্যা, এবং পুত্রের পুত্রের পুত্র থাকিলে ২ কন্যা—$\frac{২}{৩}$ পুত্রের পুত্রের পুত্র—$\frac{১}{৩} \times \frac{২}{৩} = \frac{২}{৯}$ পুত্রের কন্যা—$\frac{১}{৩} \times \frac{১}{৩} = \frac{১}{৯}$

মৃতব্যক্তির বিধবা পত্নী, মাতা, ২ পুত্র এবং ৩ কন্যা থাকিলে বিধবা পত্নী—$\frac{১}{৮}$ মাতা—$\frac{১}{৬}$ দুই পুত্র—$\frac{৪}{৭} \times \frac{১৭}{২৪}$ তিন কন্যা—$\frac{৩}{৭} \times \frac{১৭}{২৪}$।

মৃতব্যক্তির পিতা—$\frac{১}{৬}$ ২ কন্যা—$\frac{২}{৩}$ মাতা—$\frac{১}{৬}$।

মৃতব্যক্তির পতি—$\frac{১}{৪}$ পুত্র—$\frac{৩}{৪}$ (অব)।

মৃতব্যক্তির স্ত্রী—$\frac{১}{৪}$ পিতা—$\frac{৩}{৪}$।

মৃতব্যক্তির মাতা—$\frac{১}{৬}$ ১ ভগ্নী—০ (পিতা বর্ত্তমানে বর্জ্জিত) পিতা $\frac{৫}{৬}$

মৃতব্যক্তির স্ত্রী—১/৪ মাতা—১/৬ প্রকৃত পিতামহ—৭/১২ (অব)

মৃতব্যক্তি স্ত্রী—১/৪ পিতা—৩/৪ (অবশিষ্ট)।

মৃতব্যক্তির পতি—১/২ পিতা—১/২

মৃতব্যক্তির মাতা—১/৬ পিতা—১/৬ পুত্র—২/৩ (অব)

মৃত ব্যক্তির স্ত্রী—১/৪ মাতা—১/৪ (৩/৪ এর ১/৩) প্রকৃত পিতামহী—০ প্রকৃত পিতামহ—১/২ (অব)।

মৃত ব্যক্তির পতি—১/৪ কন্যা—১/২।

মৃত ব্যক্তির স্বামী—১/২ প্রকৃত পিতামহ—১/২।

মৃত ব্যক্তির স্ত্রী—১/৮ কন্যা—১/২ পৌত্র—৩/৮।

মৃত ব্যক্তির মাতা—১/৬ ভ্রাতা—০ (পিতা বর্ত্তমানে বর্জ্জিত) ভগ্নী—০ (পিতা বর্ত্তমানে বর্জ্জিত) পিতা—৫/৬ (অব)

মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় ভগ্নী—১/২ ভ্রাতুষ্পুত্র—১/২ (অব)

মৃত ব্যক্তির পতি—১/৪ কন্যা—১/২ বৈমাত্রেয় ভগ্নী—১/১২ (অব) বৈমাত্রেয় ভ্রাতা—১/৬ (অব)

মৃত ব্যক্তির পতি—৩/১৩ ২ কন্যা—৮/১৩।

মৃত ব্যক্তির স্ত্রী—১/৮ কন্যা—৭/২৪ পুত্র—৭/১২।

মৃত ব্যক্তির পৌত্রী—১/২ পুত্রের পৌত্র—১/২।

মৃত ব্যক্তির মাতা—১/৪ পৌত্রী—৩/৪।

মৃত ব্যক্তির ২ কন্যা—২/৩ সম পিতৃমাতৃ ভগ্নী—১/৩।

মৃত ব্যক্তির পত্নী—১/৪ পিতা—৩/৪।

মৃত ব্যক্তির ভ্রাতা—২/৩ ভগ্নী—১/৩।

মৃত ব্যক্তির কন্যা—১/২ পৌত্রী—১/৬ সমা পিতৃমাতৃ ও ভগ্নী—১/৩

মৃত ব্যক্তির মাতা—১/৬ কন্যা—১/২ পৌত্রী—১/৬।

মৃত ব্যক্তির সম পিতৃমাতৃক ভগ্নী—১/২ বৈমাত্রেয় ভগ্নী—১/৬ ভ্রাতুষ্পুত্র—১/৩ (অব)

মৃত ব্যক্তির সমপিতৃ মাতৃক ভগ্নী—১/২, পিতৃব্য (চাচা)—১/২ (অব)

মৃত ব্যক্তি মাতা—১/৬, ২ সমপিতৃমাতৃক ভগ্নী—৪/৬, ২ বৈপিত্রেয় ভগিনী—২/৬।

মৃত ব্যক্তির পৌত্রী —১/৩, পৌত্র—২/৩

মৃত ব্যক্তির ২ কন্যা—২/৩, পৌত্রের পুত্র—১/৬, পুত্রের কন্যা—১/১২ পৌত্রের কন্যা—১/১২

মৃত ব্যক্তির কন্যা—১/২ সমপিতৃমাতৃক ভগ্নী—১/২।

মৃত ব্যক্তির পিতা—১/৬, পুত্র—৫/৬।

মৃত ব্যক্তির প্রকৃত পিতামহী—০, (পিতা বর্ত্তমানে বর্জ্জিত) পিতা —১/২ (অব)

মৃত ব্যক্তির প্রকৃত মাতামহী—১/৬ পিতা—৫/৬ (অব)

মৃত ব্যক্তির প্রকৃত মাতামহী—০, (মাতা বর্ত্তমানে বর্জ্জিত ; মাতা ১/৩, পিতা—২/৩ (অব)।

মৃত ব্যক্তির পিতা—১/৬, মাতা—১/৬, ২ কন্যা—২/৩।

মৃত ব্যক্তির পিতা—১/৬, পুত্রের কন্যাদ্বয়—২/৩, মাতা—১/৬।

মৃত ব্যক্তির পিতা—১/৬, মাতা—১/৬, ২ কন্যা—২/৩, পৌত্রী—০ (বর্জ্জিত)

মৃত ব্যক্তির মাতা—১/৬, ২ সমপিতৃ মাতৃক ভগ্নী—২/৩, বৈপিত্রেয় ভ্রাতা—১/৬।

মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় ভগ্নী—১/২, ভ্রাতুষ্পুত্র—১/২।

মৃত ব্যক্তির পিতা—১/৬, ১ পুত্র—৫/৯ (অব); ১ কন্যা—৫/১৮ (অব)।

মৃত ব্যক্তির পিতা—১/৬, মাতা—১/৬, পৌত্রী—১/২।

মৃত ব্যক্তির মাতা ১/৬ এক শ্রেণীর পৌত্রী—৫/১৮ (অব) এক শ্রেণীর পৌত্রী—৫/৯ (অব)।

মৃত ব্যক্তির মাতা—১/৬, ১ সম পিতৃমাতৃক ভগ্নী—১/২, ২ বৈপিত্রেয় ভ্রাতা—১/৩।

মৃত ব্যক্তির ২ বৈমাত্রেয় ভগ্নী—২/৩, ভ্রাতুষ্পুত্র—১/৩ (অব)।